CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 72 Years ■ Issue-320 ■ 20 August, 2026 ■ আগরতলা ২০ আগষ্ট, ২০২৬ ইং ■ ২ ভাদ্র, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

কলকাতায় হোটেলে ভয়াবহ আগুন

পাঁচ বাংলাদেশি নাগরিক সহ ৯ জনের মৃত্যু

কলকাতা, ১৯ আগস্ট (আইএএনএস)।। কলকাতার মধ্যাঞ্চলের মির্জা গালিব স্ট্রিটে বুধবার ভোরের ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে নিহত ৯ জনের মৃত্যু আগুনে পুড়ে নয়, মূলত ধোঁয়ায় শ্বাসরোধের কারণে হয়েছে বলে প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে। নিহতদের মধ্যে রয়েছেন দুই মহিলা ও এক শিশু। পুলিশ এবং পশ্চিমবঙ্গ দমকল বিভাগের প্রাথমিক পর্যবেক্ষণে উঠে এসেছে, ভবনটির ভিতরে ঘন কালো ধোঁয়া ছড়িয়ে পড়াই মৃত্যুর অন্যতম প্রধান কারণ।

ঘটনাস্থলে উপস্থিত রাজ্য দমকল বিভাগের এক আধিকারিক জানান, উদ্ধার করা মৃতদেহগুলিতে তেমন গুরুতর দগ্ধ হওয়ার চিহ্ন পাওয়া যায়নি। ভবনের অন্যান্য বাসিন্দাদের বক্তব্য অনুযায়ী, আগুনের তীব্রতাও খুব বেশি ছিল না। কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যেই পুরো ভবন ঘন কালো ধোঁয়ায় ঢেকে যায়। ফলে ভিতরে থাকা মানুষজনের শ্বাস নিতে মারাত্মক সমস্যা হয়।

দমকল আধিকারিকের কথায়, এই পরিস্থিতিতে ভবনের বায়ু চলাচল ও ধোঁয়া বের হওয়ার পর্যাপ্ত ব্যবস্থা ছিল কি না, তা নিয়ে গুরুতর প্রশ্ন উঠছে। আগুনের তীব্রতা তুলনামূলক কম হলেও ☛৫ এর পাতায় দেখুন

কৈলাসহরে আইনজীবীর বাড়িতে দুষ্কৃতির হামলা, ভাঙচুর

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ১৯ আগষ্ট ।। কৈলাসহর শহরের প্রাণকেন্দ্র গোবিন্দপুরে আইনজীবী দেবার্চন তরফদারের বাড়িতে গভীর রাতে একদল দুষ্কৃতকারীর প্রবেশের চেষ্টার অভিযোগকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। অভিযোগ, ১৮ আগস্ট রাত ২টা ৩২ মিনিট নাগাদ প্রায় ১০ থেকে ১৩ জনের একটি দল তাঁর বাড়িতে ঢোকার চেষ্টা করে। বাড়িতে লাগানো সিসিটিভি ক্যামেরায় ঘটনার বেশ কিছু অংশ ধরা পড়ার পর ক্যামেরাটি ভেঙে খুলে নিয়ে যাওয়া হয় বলে অভিযোগ।

আইনজীবী দেবার্চন তরফদারের দাবি, সিসিটিভি ক্যামেরাটি চুরি করার উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, নাকি নিজেদের গতিবিধির প্রমাণ মুছে ফেলতেই ক্যামেরাটি সরিয়ে নেওয়া হয়েছে, তা তদন্তেই স্পষ্ট হবে। অভিযোগ, এর আগের দিন অর্থাৎ ১৭ আগস্ট তাঁর বাড়ির পিছনের একটি বেড়াও ভাঙা ☛৫ এর পাতায় দেখুন

পূর্বতন সরকারের আমলে উপেক্ষিত ছিল বীর বিক্রমের অবদান ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ আগষ্ট ।। ত্রিপুরার শিক্ষা ও সংস্কৃতির উন্নয়নে মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মাণিক্য বাহাদুরের অবদান ছিল অপরিসীম। মহারাজার এই ইতিহাসকে বিগত দিনে সুপরিকল্পিতভাবে সাধারণ মানুষের কাছে আড়াল করে রাখা হয়েছিল। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির "বিরাসত ভি, বিকাশ ভি"-ঐতিহ্যও, উন্নয়নও-মন্ত্রকে পাথেয় করে মহারাজা বীর বিক্রমের প্রকৃত গৌরবগাথা এবং তাঁর অবদানকে জনসমক্ষে তুলে ধরার উদ্যোগ নিয়েছে। ফলে নুতন প্রজন্ম প্রকৃত ইতিহাস জানতে পারছে।

শ্রদ্ধা অমিত শাহের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ আগষ্ট ।। ত্রিপুরার মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মাণিক্য বাহাদুরের জন্মজয়ন্তীতে তাঁকে বিনম্র শ্রদ্ধা জানালেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। নিজের এক্স হ্যান্ডেলে এক বার্তায় মহারাজাকে দূরদর্শী শাসক হিসেবে স্মরণ করে তাঁর জনকল্যাণমুখী শাসন ও ত্রিপুরার উন্নয়নে অবদানের কথা ☛৫ এর পাতায় দেখুন

আজ রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুরের ১১৮তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে আয়োজিত রাজ্যভিত্তিক অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহা একথা বলেন।

তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, মহারাজার দূরদর্শী চিন্তা, প্রশাসনিক দক্ষতা এবং উন্নয়ন ভাবনার ভিত্তির উপর দাঁড়িয়েই আধুনিক ত্রিপুরার ভিত গড়ে উঠেছিল। মহারাজা বীর বিক্রমের প্রশাসনিক ☛৫ এর পাতায় দেখুন

তিন নাবালিকা উদ্ধার, ধৃত এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১৯ আগষ্ট ।। ধর্মনগর মহকুমার বাগবাসা এলাকা থেকে তিন নাবালিকাকে কথিতভাবে পাচারের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়ার অভিযোগকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে আনন্দবাজারের রাজনগর এলাকায়। মঙ্গলবার রাতে নাবালিকাদের নিয়ে যাওয়ার সময় এক যুবককে স্থানীয় বাসিন্দারা আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দেন বলে জানা গেছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, মঙ্গলবার রাত প্রায় ১১টা নাগাদ তিন নাবালিকাকে নিয়ে যাওয়ার সময় সোহেল উদ্দিন নামে এক যুবককে আটক করেন স্থানীয়রা। পরে নাবালিকাদের এবং ওই যুবককে ধর্মনগর মহিলা থানায় নিয়ে যাওয়া হয়।

নাবালিকা পাচারের অভিযোগে লিখিত মামলা দায়েরের উদ্যোগ নেওয়া হলেও ধর্মনগর মহিলা থানা অভিযোগ গ্রহণে গড়িমসি করেছে বলে অভিযোগ উঠেছে। পরবর্তীতে নাবালিকাদের বাগবাসা থানায় পাঠানো হয় বলে জানা গেছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশ। তাঁদের দাবি, আনন্দবাজারের ☛৫ এর পাতায় দেখুন

বিশালগড় ও কাঞ্চনপুর পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগ

আইন ও দায়বদ্ধতা মেনে আরক্ষা বাহিনীকে কাজ করতে হবে ঃ জিতেন্দ্র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ আগষ্ট ।। বিশালগড় ও কাঞ্চনপুর থানার পুলিশের বিরুদ্ধে ওঠা দুটি পৃথক অভিযোগকে কেন্দ্র করে রাজ্য পুলিশের ভূমিকা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করলেন সিপিআই(এম) রাজ্য সম্পাদক তথা বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী। তিনি বলেন, অভিযোগগুলির সত্যতা নিয়ে এখনই কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছনো উচিত নয়। নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমেই প্রকৃত ঘটনা সামনে আনা প্রয়োজন।

বিশালগড় থানার ঘটনা প্রসঙ্গে জিতেন্দ্র চৌধুরী বলেন, কয়েক মাস আগে সোনামুড়ার এক ব্যক্তি পরিবারের চিকিৎসার খরচ জোগাড়ের জন্য নগদ টাকা এবং পরিবারের মহিলাদের সোনার গয়না নিয়ে এসেছিলেন। অভিযোগ, বিশালগড় থানার পুলিশ ওই সোনা নিয়ে নেয়। পরবর্তীতে বিষয়টি চুরির ঘটনা হিসেবে সামনে আসে বলে দাবি করেন তিনি। ঘটনাটিকে অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক বলেও মন্তব্য করেন সিপিআই(এম) রাজ্য সম্পাদক।

তাঁর অভিযোগ, চিকিৎসার মতো জরুরি প্রয়োজনে থাকা ওই পরিবারকে দীর্ঘ সময় আটকে রেখে হয়রানি করা হয়েছিল। সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা, সহায়তা ও আইন রক্ষার দায়িত্বে থাকা পুলিশের বিরুদ্ধেই যদি এমন অভিযোগ ওঠে, তাহলে তা স্বাভাবিকভাবেই উদ্বেগের বিষয় বলে উল্লেখ করেন তিনি।

এদিন কাঞ্চনপুর থানার পুলিশের বিরুদ্ধেও ওঠা একটি অভিযোগের প্রসঙ্গ সামনে আনেন জিতেন্দ্র চৌধুরী। তাঁর দাবি, এক মহিলা থানায় অভিযোগ জানাতে গেলে থানার অভ্যন্তরেই তাঁর সঙ্গে শ্লীলতাহানি ও অশালীন আচরণ করা হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন। ওই মহিলা বিষয়টি নিয়ে জেলা পুলিশ ☛৫ এর পাতায় দেখুন

মহারাজার স্বপ্ন বাস্তবায়িত করতে হবে ঃ প্রদ্যোৎ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ আগষ্ট ।। ত্রিপুরার মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মাণিক্য বাহাদুরের ১১৮তম জন্মবার্ষিকীতে বুধবার তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন তিপ্রা মথার প্রতিষ্ঠাতা তথা রাজ পরিবারের সদস্য প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মণ। একইসঙ্গে শুধু মহারাজার ঐতিহ্য ও অবদান স্মরণ করাই নয়, তাঁর স্বপ্ন বাস্তবায়নে কাজ করার জন্য ত্রিপুরাবাসীর প্রতি আহ্বান জানান তিনি।

আজ এক বার্তায় প্রদ্যোত জানান, শারীরিক অসুস্থতার কারণে তিনি বাইরে বের হতে পারেননি। তবে এই বিশেষ দিনে ত্রিপুরার মানুষকে শুভেচ্ছা জানান তিনি। রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে মহারাজা বীর বিক্রমের মূর্তি ও প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদনের প্রসঙ্গ তুলে প্রদ্যোত বলেন, মহারাজার প্রতি মানুষের শ্রদ্ধা অবশ্যই প্রশংসনীয়। কিন্তু একইসঙ্গে প্রশ্ন তুলতে হবে, তাঁর দেখানো পথ ও স্বপ্ন কতটা বাস্তবায়িত হয়েছে।

প্রদ্যোত মহারাজা বীর বিক্রমের আমলে ১৯৪০ সালে প্রণীত ভূমি সুরক্ষা আইনের কথা তুলে ধরেন। তাঁর দাবি, ওই আইনের উদ্দেশ্য ছিল সংরক্ষিত এলাকায় অ-জনজাতিদের হাতে তিপ্রাসাদের জমি চলে যাওয়া রোধ করা এবং আদিবাসী মানুষের ভূমির অধিকার সুরক্ষিত রাখা।

প্রদ্যোতের বক্তব্য অনুযায়ী, স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন সরকার ত্রিপুরা ল্যান্ড রেভিনিউ কাঠামো চালু করে। পরবর্তীতে মহারাজার পরিকল্পনায় সুরক্ষিত ওই অঞ্চলই ত্রিপুরা ট্রাইবাল এরিয়াস অটোনোমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিলের অন্তর্ভুক্ত হয়।

তিনি বলেন, ☛৫ এর পাতায় দেখুন

আগরতলায় ব্যবসায়ীর বাড়ি ও দোকানে ইডি'র হানা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ আগষ্ট ।। আগরতলায় ব্যবসায়ীর শাহজাহান মিয়ার বাড়ি ও দোকানে তল্লাশি অভিযান চালাল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে আখাউড়া রোডের ওয়েস্টার্ন ক্লাব এলাকা এবং বটতলা বাজারে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে।

সূত্রের খবর, বুধবার ভোরে ইডির আধিকারিকরা ব্যবসায়ী শাহজাহান মিয়ার বাড়িতে পৌঁছে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেন। একই সময়ে ইডির আরেকটি দল বটতলা ফিটিং মার্কেটে তাঁর দোকানেও তল্লাশি চালায়। কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা বাহিনীর জওয়ানদের সহযোগিতায় এই অভিযান পরিচালিত হয় বলে জানা গেছে।

সূত্রের ☛৫ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে এলেন কিউবার রাষ্ট্রদূত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ আগষ্ট ।। ত্রিপুরা সফরে রাজ্যে এসে পৌঁছলেন ভারতে নিযুক্ত কিউবার রাষ্ট্রদূত মহামান্য জুয়ান চার্লোস মার্সান আগুইলেরা। এদিন সস্ত্রীক তিনি রাজ্যে এসেছেন।

বুধবার আগরতলা বিমানবন্দরে পৌঁছলে তাঁকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান শংকর প্রসাদ দত্ত, ডিওয়াইএফআই-এর রাজ্য সম্পাদক নবারুণ দেব-সহ অন্যান্যরা।

রাষ্ট্রদূতের এই সফরকে ঘিরে আগরতলায় বিশেষ আগ্রহ তৈরি হয়েছে। সফরকালে তিনি রাজ্যের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে মতবিনিময় করবেন বলে জানা গেছে।

চারদিনেও সন্ধান নেই নিখোঁজ যুবকের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কমলপুর, ১৯ আগষ্ট ।। বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে যাওয়ার পর চারদিন ধরে নিখোঁজ এক যুবক। ঘটনাকে কেন্দ্র করে উদ্বেগে রয়েছে তাঁর পরিবার। নিখোঁজ যুবকের নাম দিলওয়ার মিয়া। তিনি কমলপুর থানাধীন মোহনপুর গ্রামের বাসিন্দা জালাল মিয়ার ছেলে।

পরিবার সূত্রে জানা যায়, গত ১৬ আগস্ট সন্ধ্যা সাড়ে ৬টা নাগাদ কে বা কারা দিলওয়ারকে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে যায়। এরপর থেকে আর বাড়িতে ফেরেননি তিনি। পরিবারের সদস্যরা বিভিন্ন জায়গায় খোঁজাখুঁজি করেও তাঁর কোনও সন্ধান পাননি।

ঘটনার পর পরিবারের পক্ষ থেকে কমলপুর ☛৫ এর পাতায় দেখুন

নতুন দায়িত্ব পাওয়ার পর শাহের সঙ্গে সাক্ষাৎ বিপ্লবের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ আগষ্ট ।। দেশের কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করলেন ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা বিপ্লব কুমার দেব। নতুন দায়িত্ব পাওয়ার পর কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন বিপ্লব কুমার দেব।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সাক্ষাতের ছবি প্রকাশ করে বিপ্লব কুমার দেব লেখেন, দেশের যশস্বী কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করে নতুন দায়িত্ব প্রাপ্তির জন্য কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছেন তিনি। একইসঙ্গে অমিত শাহের স্নেহ, দিকনির্দেশনা ও আশীর্বাদ লাভের সৌভাগ্য ☛৫ এর পাতায় দেখুন

মন্ত্রীর এলাকায় রাস্তার অভাবে রোগীকে কাঁধে করে আনা হচ্ছে

নিজস্ব প্রতিনিধি, জোলাইবাড়ি, ১৯ আগষ্ট ।। দুর্গম এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে যাতায়াতের রাস্তা না থাকায় চরম দুর্ভোগে পড়েছেন জোলাইবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের শ্রীকান্তবাড়ি এডিসি ভিলেজের অন্তর্গত দেবকান্ত পাড়ার বাসিন্দারা। অভিযোগ, জরুরি প্রয়োজনে এমনকি অসুস্থ রোগীকেও কাঁধে করে মূল সড়ক পর্যন্ত নিয়ে যেতে হয়। সম্প্রতি বিষয়টি সংবাদমাধ্যমে প্রকাশ্যে আসার পর নড়েচড়ে বসেছে প্রশাসন। বুধবার মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়ার নির্দেশে একটি প্রতিনিধি দল দেবকান্ত পাড়া এলাকায় গিয়ে পরিস্থিতি সরেজমিনে পরিদর্শন করে। প্রতিনিধি দলের সদস্যরা স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলে দীর্ঘদিনের যাতায়াত সমস্যার বিষয়ে বিস্তারিত খোঁজখবর নেন। তাঁদের কাছ থেকে রাস্তার অভাবে দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় কী ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে, সে বিষয়েও তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে এলাকায় সুষ্ঠু যোগাযোগ ব্যবস্থা নেই। জঙ্গলে ঘেরা দুর্গম পথ পেরিয়েই তাঁদের চলাচল করতে হয়। বর্ষাকালে পরিস্থিতি আরও কঠিন হয়ে ওঠে। কোনও বাসিন্দা অসুস্থ হয়ে পড়লে বা জরুরি চিকিৎসার প্রয়োজন হলে তাঁকে কাঁধে করে দুর্গম পথ পেরিয়ে মূল সড়কে নিয়ে যেতে হয় বলে অভিযোগ। স্থানীয়দের দাবি, শুধু চিকিৎসা পরিষেবাই নয়, শিক্ষা, বাজার কিংবা অন্যান্য প্রয়োজনেও যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাবে তাঁদের সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। দীর্ঘদিন ধরে রাস্তা নির্মাণের দাবি জানানো হলেও এখনও স্থায়ী সমাধান হয়নি ☛৫ এর পাতায় দেখুন

CMYK

CMYK

Page 1.pmd 1

20-08-2026, 00:24

জাগরণ
আগরতলা ২০ আগস্ট, ২০২৬ ইং
২ ভাদ্র, বৃহস্পতিবার, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ

আস্থা ফিরাইয়া আনিতে উদ্যোগী হোক ঢাকা-দিল্লি!

বাংলাদেশ ও ভারতের সম্পর্ককে নতুন পর্যায়ে নিয়া যাইতে পারস্পরিক এবং নিঃশর্ত আস্থার উপর জোর দিলেন ঢাকায় নিযুক্ত ভারতীয় হাইকমিশনার দীনেশ ত্রিবেদী। মঙ্গলবার রাতে ঢাকায় এক অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, অতীতকে ভুলিয়া যাওয়ার দরকার নাই। তবে অতীতের সমস্যাগুলি মিটাইয়া সামনে এগিয়ে যাইতে হইবে। সম্পর্ককে স্থবির করিয়া রাখা যাইবে না।

বাংলাদেশ ও ভারতের সম্পর্ককে নতুন পর্যায়ে নিয়া যাইতে পারস্পরিক এবং নিঃশর্ত আস্থার উপর জোর দিলেন ঢাকায় নিযুক্ত ভারতীয় হাইকমিশনার দীনেশ ত্রিবেদী। বাংলাদেশ ও ভারতের সম্পর্ককে নতুন পর্যায়ে নিয়া যাইতে পারস্পরিক এবং নিঃশর্ত আস্থার উপর জোর দিলেন ঢাকায় নিযুক্ত ভারতীয় হাইকমিশনার দীনেশ ত্রিবেদী। ঢাকার ওয়েস্টিন হোটেলে বাংলাদেশের শীর্ষ ব্যবসায়ী নেতাদের সম্মানে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছিলেন ত্রিবেদী। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশের পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শামা ওবায়েদ ইসলাম এবং ভারতের শিল্প সংগঠন সি আইআই-এর ডিরেক্টর জেনারেল চন্দ্রজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়। ভারতীয় হাইকমিশনার বলেন, দুই দেশই সম্ভাবনাময়। দুই দেশের তরুণ প্রজন্মের লক্ষ্যও প্রায় একই। তাঁহারা উন্নতি চান। কর্মসংস্থান চান। সমৃদ্ধি চান। উন্নত ভবিষ্যৎ চান। তাই তরুণদের স্বপ্নকে সামনে রাখিয়াই ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের ভবিষ্যৎ তৈরি করা প্রয়োজন।ত্রিবেদীর কথায়, দীর্ঘস্থায়ী সম্পর্কের ভিত্তি হইল ‘পারস্পরিক এবং নিঃশর্ত আস্থা’। তাঁহার মতে, প্রতিবেশী দুই দেশের মধ্যে মতপার্থক্য থাকিতেই পারে। কিন্তু সেই সমস্যার সমাধান সম্ভব আলোচনা এবং নিয়মিত যোগাযোগের মাধ্যমে। সাম্প্রতিক সময়েও ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে নানা বিষয়ে টানাপোড়েন রহিয়াছে। তবে দিল্লি সেই সমস্যাগুলি নিয়ে ঢাকার সঙ্গে আলোচনা চালাইয়া যাইতে আগ্রহী বলিয়া ইঙ্গিত দিয়াছেন তিনি। বিশেষ গুরুত্ব পাইয়াছে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সম্ভাব্য বৈঠকের প্রসঙ্গ। ত্রিবেদী বলেন, দুই প্রধানমন্ত্রী মুখোমুখি বসিলে অনেক সমস্যার সমাধান হইতে পারে। তিনি এই বৈঠক নিয়া আশাবাদী বলিয়াও জানান।বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফর নিয়াও ইতিবাচক বার্তা দিয়াছেন তিনি। ত্রিবেদী জানান, দিল্লিতে প্রধানমন্ত্রী মোদীর সঙ্গে তাঁহার বৈঠক হইয়াছিল। সেখানে মোদী তাঁহাকে বলিয়াছেন, দুই দেশের প্রধানমন্ত্রীর বৈঠক হওয়া প্রয়োজন। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী ভারতে গেলে তাঁহাকে যথাযোগ্য সম্মান দেওয়া হইবে বলিয়াও মোদীর আশ্বাসের কথা তুলিয়া ধরেন ত্রিবেদী।বাংলাদেশের ভারত সফরের আমন্ত্রণ নিয়া ঢাকার তরফে আগেও জানানো হইয়াছিল যে বিষয়টি পর্যালোচনা করা হইতেছে। একই সঙ্গে দিল্লি জানাইয়াছে, দুই দেশের সম্পর্ককে ইতিবাচক, গঠনমূলক এবং ভবিষ্যতমুখী পথে এগিয়ে নিয়া যাইতে তাহারা আগ্রহী।অর্থনৈতিক সহযোগিতার ক্ষেত্রেও ব্যবসায়ী মহলের ভূমিকার কথা বলেন ভারতীয় হাইকমিশনার। তাঁহার মতে, কোনও সরকার একা সবকিছু করিতে পারে না। বেসরকারি ক্ষেত্রকেও এই সম্পর্কের সেতু হইয়া উঠিতে হইবে। কর্মসংস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং মানুষের মধ্যে যোগাযোগএই ক্ষেত্রগুলিতে দুই দেশের সহযোগিতা আরও বাড়ানোর কথা বলেন তিনি। বিশেষ করিয়া দুই দেশের তরুণদের জন্য নতুন সুযোগ তৈরির উপর জোর দেন ত্রিবেদী।ভারতের ‘নেবারহুড ফার্স’ নীতির কথাও তুলিয়া ধরেন তিনি। তাঁহার বক্তব্য, প্রতিবেশী হিসেবে বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের বিশেষ সম্পর্ক রহিয়াছে। দুই দেশের মধ্যে অভিন্ন ইতিহাস এবং সংস্কৃতির বন্ধন রহিয়াছে। সাম্প্রতিক সমস্যাগুলি সেই দীর্ঘ সম্পর্ককে ছাপাইয়া যাওয়া উচিত নয়।ত্রিবেদী বলেন, গণতান্ত্রিক সমাজে মতপার্থক্য থাকাটা স্বাভাবিক। তাই সমস্যা থাকা মানেই সম্পর্ক ভাঙিয়া যাওয়ার কারণ নয়। বরং আলোচনার মাধ্যমে সেই সমস্যাগুলি সমাধান করা প্রয়োজন। সাম্প্রতিক টানাপোড়েনের মধ্যেও ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ককে ফের আস্থার জায়গায় নিয়া যাওয়ার চেষ্টা স্পষ্ট। ত্রিবেদীর বার্তায় সেই উদ্যোগেরই প্রতিফলন। তাঁহার কথায়, অতীতকে সঙ্গে রাখিয়াই তাহার সমস্যাগুলি মিটাইয়া সামনে এগোতে হইবে। দুই দেশের তরুণ প্রজন্মের ভবিষ্যৎই হইতে পারে সেই নতুন সম্পর্কের মূল চালিকাশক্তি।

মহারাজা বীর বিক্রমের জন্মবার্ষিকীতে বনদপ্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন, বৃক্ষরোপণে পরিবেশ সংরক্ষণের বার্তা

আগরতলা, ১৯ আগস্ট: আধুনিক ত্রিপুরার রূপকার মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুরের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে রাজ্যের বনদপ্তরের উদ্যোগে শ্রদ্ধা নিবেদন কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের বনমন্ত্রী অনিমেষ দেববর্মা। এছাড়াও বনদপ্তরের উচ্চপদস্থ আধিকারিকসহ অন্যান্য কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানের শুরুতে মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুরের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। বনমন্ত্রী অনিমেষ দেববর্মা মহারাজার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে তাঁর ঐতিহাসিক ভূমিকা ও ত্রিপুরার উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের কথা স্মরণ করেন। এদিন মহারাজার শিক্ষা, সংস্কৃতি, স্থাপত্য, জনকল্যাণ ও সামগ্রিক ত্রিপুরার উন্নয়নের ক্ষেত্রে তাঁর দূরদর্শী চিন্তাভাবনার বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হয়। বক্তারা বলেন, আধুনিক ত্রিপুরার ভিত গড়ে তোলার ক্ষেত্রে মহারাজা বীর বিক্রমের অবদান চিরস্মরণীয়। জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত কর্মসূচির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল বৃক্ষরোপণ। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা এবং সবুজায়নের বার্তা মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে বনদপ্তরের উদ্যোগে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। বনমন্ত্রী অনিমেষ দেববর্মা সহ উপস্থিত আধিকারিকরা এতে অংশ নেন। বনদপ্তরের পক্ষ থেকে জানানো হয়, মহারাজার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের পাশাপাশি পরিবেশ সংরক্ষণ ও সবুজ ত্রিপুরা গড়ে তোলার লক্ষ্যেই এই কর্মসূচি আয়োজন করা হয়েছে। ফলে জন্মবার্ষিকীর এই অনুষ্ঠান একদিকে যেমন মহারাজার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের উপলক্ষ হয়ে ওঠে, তেমনই পরিবেশ রক্ষার গুরুত্বপূর্ণ বার্তাও তুলে ধরে।

৫০তম বর্ষে তেলিয়ামুড়ার বুলেট ক্লাবের দুর্গাপূজা, খুঁটিপুজোয় উন্মোচিত এবারের থিম

তেলিয়ামুড়া, ১৯ আগস্ট: তেলিয়ামুড়ার অন্যতম বনেদি ক্লাব হিসেবে পরিচিত বুলেট ক্লাবের দুর্গাপূজা এ বছর ৫০তম বর্ষে পদার্পণ করেছে। এই বিশেষ উপলক্ষে বুধবার ক্লাব প্রাঙ্গণে আয়োজিত হয় দুর্গাপূজার খুঁটিপুজো। প্রতিবারের মতো এবছরও বুলেট ক্লাবের দুর্গাপূজাকে ঘিরে বিশেষ আকর্ষণের প্রত্যাশা করছেন শহরবাসী।

এদিন সকাল ১১টায় পুরোহিতের মন্ত্রোচ্চারণের মধ্য দিয়ে বুলেট ক্লাবের ৫০তম দুর্গাপূজার খুঁটিপুজো সম্পন্ন হয়। খুঁটিপুজোর পর ক্লাবের সদস্যদের উপস্থিতিতে প্রবীণ সদস্যদের হাত দিয়ে এবারের দুর্গাপূজার থিমের ছবি আনুষ্ঠানিকভাবে উন্মোচন করা হয়।

বুলেট ক্লাবের সম্পাদক পার্থসারথি রায় জানান, এ বছর ক্লাবের দুর্গাপূজা ৫০তম বর্ষে পা দিয়েছে। তাই সুবর্ণজয়ন্তী বর্ষকে স্মরণীয় করে তুলতে পুজোমণ্ডপে থাকছে বিশেষ আয়োজন।তিনি জানান, এবারের পুজোর অন্যতম আকর্ষণ হবে থ্রিডি লাইটের মাধ্যমে দেবী দুর্গাকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন উপস্থাপনা। পাশাপাশি অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে শুভ শক্তির জয়ের বার্তাও বিশেষভাবে তুলে ধরা হবে। ক্লাব কর্তৃপক্ষের আশা, এই বিশেষ আয়োজন শুধু তেলিয়ামুড়াবাসীকেই নয়, গোটা খোয়াই জেলার মানুষকেও আকৃষ্ট করবে। দুর্গাপূজার দিনগুলিতে ক্লাব প্রাঙ্গণে দর্শনার্থীদের ভিড় হবে এবং সকলে এবারের বিশেষ আয়োজন উপভোগ করবেন বলে আশাবাদী বুলেট ক্লাবের সদস্যরা।

ইস্পাত-কাঠামো’র পুনর্গঠন

শাসন থেকে সেবার পথে- এক ধাপে সংস্কার

ড. জিতেন্দ্র সিং

১৯৪৭ সালে ব্রিটিশরা যখন দেশ ছেড়ে নিজেদের দেশে ফিরে গেল, তখন তারা প্রায় পেছনে ভাবার মতো একটি কথা রেখে গিয়েছিল: “স্টিল ফ্রেম।” ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস বা ভারতীয় সিভিল সার্ভিসকে তারা এই নামেই অভিহিত করত। এটি ছিল সেই প্রশাসনিক কাঠামো যার ওপর ভিত্তি করে ব্রিটিশ রাজ তার কর্তৃত্ব টিকিয়ে রেখেছিল। ইস্পাত সহজে বাঁকে না, আর সেটাই ছিল এর মূল বৈশিষ্ট্য। একটি সাম্রাজ্যকে সুদৃঢ়ভাবে ধরে রাখার জন্যই এটি গড়ে তোলা হয়েছিল, কোন শাসিত জনগণের কথা শোনার জন্য নয়। স্বাধীনতার পরবর্তী কয়েক দশক ধরে আমরা সেই কাঠামোটিই উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছিলাম, তাকে নতুন নাম দিয়েছিলাম, খাদি পোশাকে সজ্জিত করলাম এবং নিজেদের বোঝালাম যে এটি এখন আমাদেরই নিজস্ব। কিন্তু নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে তৈরি কোনো কাঠামো যে আপনা-আপনিই জনসেবার উপযোগী হয়ে উঠবে, তা কিন্তু নয়। আর আমাদের প্রজাতন্ত্রের শুরুর দিকের বহু দশক জুড়ে ভারত তার ঔপনিবেশিক শাসকের তৈরি সেই কাঠামোর ভেতরেই জীবন কাটিয়েছে- সেই একই নথিপত্র তিন কপি করে জমা দেওয়া, সেই একই উঁচু বেদির সামনে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে থাকা এবং কারোর ভাগ্য নির্ধারণের জন্য কোনো এক “সাহেব”-এর সিদ্ধান্তের অপেক্ষায় থাকা।

আমার কর্মজীবনের একটি বড় অংশ কেটেছে এই কাঠামোর ভেতরেই। প্রথমে একজন সাধারণ নাগরিক ও পেশাজীবী হিসেবে এবং পরে ভারত সরকারের ‘কর্মী, জন-অভিযোগ ও পেনশন’ বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি হিসেবে। এই বিভাগটির মূল কাজই হলো প্রশাসনিক কাঠামোর দৃঢ়তা ও কার্যকারিতাকে যাচাই করা এবং কোথায় আমূল সংস্কার বা পুনর্গঠন প্রয়োজন, তা চিহ্নিত করা। তাই যখন আমাকে প্রশ্ন করা হয় যে ভারত তার আমলাতন্ত্রে সংস্কার এনেছে কি না, তখন আমার উত্তরটি কোনো প্রতিষ্ঠানকে রক্ষার তাগিদে সৃষ্ট আত্মরক্ষামূলক মনোভাব বা এর ওপর আস্থা হারিয়ে ফেলা কোনো ব্যক্তির হতাশাপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি- এর কোনোটিই নয়। বরং এই উত্তরটি এমন একজনের, যিনি খুব কাছ থেকে, একেবারে ভেতর থেকে একটি ব্যবস্থার নীরব অথচ দৃঢ় পুনর্গঠন প্রক্রিয়া প্রত্যক্ষ করেছেন। স্বাধীনতার পর থেকে যে ব্যবস্থায় কোনো অর্থবহ পরিবর্তন আনা হয়নি এবং যা হয়তো আজও অপরিবর্তিতই থেকে যেত, যদি না প্রথাভাঙা ও যুগান্তকারী চিন্তাধারার জন্য পরিচিত নরেন্দ্র মোদী ভারতের ১৫তম প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করতেন।

আমরা কোথায় শুরু করেছি তা বিবেচনা করুন। ২০১৪ সালে, কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে একজন নাগরিকের অভিযোগের সমাধান করতে গড়ে ১৫৭ দিন সময় লেগে যেত, তাও যদি এটির আদৌ সমাধান করা হতো। এটি ফাইল করার অর্থ হল সারা দেশে ছড়িয়ে থাকা সবেমাত্র দশ হাজার অভিযোগকারী অফিসারের সাথে একটি সিস্টেমে নেভিগেট করা, তাদের বেশিরভাগই পৌঁছানো যায় না, তাদের সমস্তই কোনও বাস্তব সময়সীমার জন্য দায়ী নয়। চাকরির জন্য সরকারি অফিসের বাইরে সারিবদ্ধ একজন যুবক, একজন বিধবা তার স্বামীর পেনশন ফাইলের পেছনে ছুটছেন, একজন কৃষক জানতে চাইছেন কেন তার ফসল বীমা দাবিটি কিছু মন্ত্রকের আলমারি থেকে উধাও হয়ে গেছে, এরা সবাই একই দেয়ালে মিলিত হয়েছে। নাগরিকদের অপেক্ষা করার জন্য ডিজাইন করা একটি ব্যবস্থা। এটি নিছক অদক্ষতা ছিল না। এটি ছিল একটি প্রশাসনের শেষ জীবন্ত ধ্বংসাবশেষ যা প্রবেশের পরিবর্তে ভয় পাওয়ার জন্য নির্মিত হয়েছিল।

বর্তমান পরিস্থিতির সাথে অতীতের এই তুলনা কোনো ব্যক্তিগত মতামতের বিষয় নয়, বরং পরিসংখ্যানই এর প্রমাণ। অভিযোগ নিষ্পত্তির সময়সীমা ১৫৭ দিন থেকে কমে ১৫ দিনে নেমে এসেছে। এই ব্যবস্থায় নিষ্পত্তিকৃত অভিযোগের সংখ্যা বছরে প্রায় ৩ লাখ থেকে বেড়ে প্রায় ২৭ লাখে- অর্থাৎ প্রায় নয় গুণ পৌঁছেছে। পাশাপাশি অভিযোগ নিষ্পত্তির ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সংখ্যা দশ গুণেরও বেশি বেড়ে এক লাখ ছাড়িয়েছে। কেবল চলতি বছরের মার্চ মাসেই কেন্দ্রীয় সচিবালয় টানা পঁয়তাল্লিশতম মাসের মতো এক লাখ অভিযোগ নিষ্পত্তির মাইলফলক স্পর্শ করেছে। আমরা “সিপিজিআরএএমএস”- অর্থাৎ কেন্দ্রীয় জন-অভিযোগ নিষ্পত্তি ও পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থাকে এমন একটি প্ল্যাটফর্মে উন্নীত করেছি যা এখন বাইশটি ভাষায় কাজ করতে সক্ষম। এটি কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করে নাগরিকের অভিযোগ পড়ে তা সঠিক দপ্তরে পৌঁছে দেয়; এমনকি প্রত্যন্ত গ্রামের কোনো কৃষকও তার নিজের ভাষায় ও কণ্ঠস্বরের মাধ্যমে অভিযোগ জানাতে পারেন। এই কাজের জন্য আমরা একটি চ্যাটবুট তৈরি করেছি যার নাম সচেতনভাবেই রাখা হয়েছে “সমাধান দিদি”- অর্থাৎ “যে বোন সমাধান নিয়ে আসেন”। আগে গ্রামের কোনো বাসিন্দাকে অভিযোগ জানানোর জন্য জেলা সদরের অফিসে যেতে হতো এবং অনিশ্চয়তার মধ্যে অপেক্ষা করতে হতো। কিন্তু এখন তিনি নিজের পঞ্চায়েতের “কমন সার্ভিস সেন্টার” (সিএসসি) থেকেই এই কাজটি করতে পারেন। আর প্রতি মাসের ২০ তারিখকে বিশেষভাবে “সিএসসি-সিপিজিআরএএমএস দিবস” হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে, যাতে এই পরিষেবাটি সমাজের একেবারে শেষ প্রান্তের মানুষের কাছেও পৌঁছে যায়।

কিন্তু গভীর পরিবর্তন, যাকে আমি ইস্পাত ফ্রেমের প্রকৃত সংস্কার হিসেবে বিবেচনা করি, সেটি ডিজিটাল প্লাম্বিং নয়। আমরা আমাদের সরকারি কর্মচারীদের প্রথম স্থানে কীভাবে গড়ে তুলি তার দিক থেকে এটি একটি পরিবর্তন। সত্তর বছর ধরে, একজন কর্মকর্তাকে বিচার করা হয়েছিল যে তিনি সঠিক পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন কিনা, তিনি নাগরিকের সমস্যার সমাধান করেছেন কিনা তা দিয়ে, যাকে একটি ‘বিধি-ভিত্তিক’ সংস্কৃতি বলা যেতে পারে। ২০২০ সালে, আমরা মিশন কর্মযোগী চালু করেছি, যা সিভিল সার্ভিসেস ক্যাপাসিটি বিল্ডিংয়ের জন্য একটি জাতীয় প্রোগ্রাম। এটিকে একটি ‘ভুমিকা-ভিত্তিক’ সংস্কৃতিতে স্থানান্তরিত করা হয়েছে, যেখানে একজন অফিসারকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় এবং মূল্যায়ন করা হয় তার চাকরি আসলে তার কাছে কী দাবি করে, ঔপনিবেশিক যুগের কোনো পুস্তকে উল্লেখ থাকা নিয়ম দিয়ে নয়। আজ, গ্রাম-স্তরের ক্লার্ক থেকে ভারত সরকারের সচিব পর্যন্ত ১.৬৫ কোটিরও বেশি সরকারি কর্মচারী, iGOTKarmayogi নামে একটি সাধারণ ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে শিখছেন, যা এখন হিন্দি এবং অন্যান্য সতেরোটি ভারতীয় ভাষায় পাঁচ হাজারেরও বেশি কোর্স বহন করছে। প্রথমবারের মতো, আমরা আনুষ্ঠানিকভাবে এই শিক্ষাকে একজন অফিসারের বার্ষিক কর্মক্ষমতা মূল্যায়ন প্রতিবেদনের সাথে সংযুক্ত করেছি, বার্ষিক মূল্যায়ন যার উপর পদোন্নতি হয়, যাতে ক্রমাগত শেখা আর ভালোভাবে অনুশীলন করে না বরং একজনের কর্মজীবনের সাথে সরাসরি সংযুক্ত একটি মেট্রিক। এটি কর্মক্ষমতার জবাবদিহিতা, যা নিছক একটি স্লোগান হিসাবে নয়, একটি প্রক্রিয়া হিসাবে উঠে এসেছে।

কর্মকর্তাদের কীভাবে নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় তা থেকে ঔপনিবেশিক অবশিষ্টাংশ বের করার জন্য আমরা নীরবে কিন্তু অবিচলভাবে কাজ করে চলেছি। ২০১৬ সাল থেকে, নিম্ন ও মধ্যম স্তরের সরকারি চাকরি, গ্রুপ সি এবং নন-গেজেটেড গ্রুপ বি পোস্টগুলির জন্য সাক্ষাৎকার ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে, যেখানে আগে একটি সাক্ষাতার ব্যবস্থাকে ঐতিহ্যগতভাবে পক্ষপাতিত্ব বলে বোঝাতো। কেন্দ্রীয় সরকারি অফিস থেকে ঘুষ ব্যবস্থা প্রায় বিলুপ্ত করা হয়েছে, এবং চব্বিশটি রাজ্য এবং আটটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল এখন এই ব্যবস্থাকে অনুসরণ করেছে। সরকারি ফর্ম পূরণ করার জন্য বিশ্বস্ত হওয়ার আগে একজন প্রার্থীর পাল্টা স্বাক্ষর এবং একটি গেজেটেড অফিসারের দ্বারা সত্যায়িত হওয়ার পুরনো প্রয়োজনীয়তাকে আমরা দূর করে দিয়েছি, এটি একটি ঔপনিবেশিক যুগের অনুশীলন যা প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত প্রতিটি নাগরিককে জালিয়াতির জন্য দোষী বলে মনে করতো। আমরা সফল প্রার্থীদের আমলাতান্ত্রিক আনুষ্ঠানিকতার জন্য তাদের পুলিশ ভেরিফিকেশনের জন্য কয়েক মাস অপেক্ষা করার পরিবর্তে তাদের নতুন চাকরিতে অস্থায়ীভাবে যোগ দিতে দিচ্ছি। আমরা ১৬ শতাধিক অপ্রচলিত আইন বাতিল করে দিয়েছি- যা আমাদেরকে একবার শাসন করেছিল আর বর্তমানে সেগুলি কেবল আমাদের সে সময়কে স্মরণ করিয়ে দেওয়া ছাড়া এগুলির আর কোনো উদ্দেশ্য ছিল না। এবং আজ যখন আমি তরুণ অফিসারদের সাথে দেখা করি, আমি তাদের স্পষ্টভাবে বলি যে এখনও আমাদের জন্য সবচেয়ে বড় সংস্কার প্রয়োজন, আর সেটি হল মনের, অর্থাৎ আমাদের ‘ঔপনিবেশিক মানসিকতা’র। প্রধানমন্ত্রী যখন আমাদের মন্ত্রককে নর্থ ব্লকের বাইরে, যে ভবনটি একটি সাম্রাজ্য পরিচালনার জন্য পাথর স্থাপন করা হয়েছিল, সেটি সরিয়ে নিয়েছিলেন নতুন কর্তব্য ভবনে, তখন এটি কেবল একটা ঠিকানার পরিবর্তনই ছিল না। এটি একটি বিবৃতি ছিল যে, কর্তব্য এবং নিয়ন্ত্রণ ভারতীয় রাষ্ট্রের কার্যকরী শব্দ হওয়া উচিত।

এই সবকিছুর পাশাপাশি আরও একটি নীরব সংস্কার প্রক্রিয়া চলছে, যার লক্ষ্য অফিসের বাইরের কোনো নাগরিক নন, বরং সেই নারীরা যাঁরা অফিসের কাজকর্ম ভেতর থেকে সচল রাখেন। স্বাধীন ভারতের ইতিহাসে দীর্ঘ সময়জুড়ে, সরকারি চাকরিতে কর্মরত কোনো নারী যদি সন্তান জন্মদানের পরপরই তাকে হারাতেন, তবে শোক পালনের জন্য তাঁর কোনো আনুষ্ঠানিক ছুটির সংস্থান ছিল না। অথচ আজ তিনি ৬০ দিনের ‘বিশেষ মাতৃত্বকালীন ছুটি’র অধিকারী। ২০২২ সালে আমরা এই সুবিধার পরিধি আরও বিস্তৃত করেছি- যাকে আমি কেবল দীর্ঘদিনের বকেয়া একটি মানবিক পদক্ষেপ হিসেবেই অভিহিত করতে পারি এবং এখন সারোগেসির মাধ্যমে যারা মা হয়েছেন, তাঁদের জন্যও এই সুবিধা উন্মুক্ত করা হয়েছে। আমরা ‘শিশু-যত্ন ছুটি’র ক্ষেত্রে এমন ব্যবস্থা রেখেছি যাতে কর্মস্থল পরিবর্তনের সাথে সাথে মায়েরাও এই সুবিধা সাথে নিয়ে যেতে পারেন; এমনকি বিদেশ ভ্রমণের সময়ও তাঁরা এটি ব্যবহার করতে পারেন। এছাড়া, অন্যদের জন্য যেখানে বছরে সর্বোচ্চ তিনবার এই ছুটি নেওয়ার নিয়ম রয়েছে, সেখানে একজন ‘সিঙ্গেল মাদার’ বা একক মা বছরে ছয়বার পর্যন্ত এই ছুটি নিতে পারেন। কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানির অভিযোগ জানানোর মতো সাহস যিনি দেখান, তিনি এখন অভিযোগের তদন্ত চলাকালীন ৯০ দিনের ছুটির অধিকারী হন এবং এই ছুটি তাঁর নিজস্ব ছুটির হিসাব থেকে কাটা হয় না। দিব্যাঙ্গ নারী কর্মকর্তারা নবজাতক সন্তান লালন-পালনের জন্য মাসিক ভাতা পান এবং যেকোনো সরকারি কর্মচারীর বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন সন্তানের জন্য শিক্ষা ভাতার পরিমাণ দ্বিগুণ করা হয়েছে। এসবের কোনো কিছুই জিডিপি-র কোনো চার্টে উঠে আসবে না; তবে এর প্রতিফলন দেখা যায় সেই নারীদের সিদ্ধান্তে- যাঁরা এমন সব পরিস্থিতিতেও সরকারি চাকরিতে টিকে থাকার পথ বেছে নেন, যা একসময় নীরবে তাঁদের চাকরি ছাড়তে বাধ্য করত। পাশাপাশি, এর মাধ্যমে বোঝা যায় যে সিভিল সার্ভিস বা সরকারি প্রশাসন ব্যবস্থা কি সত্যিই লিঙ্গ সমতার চর্চা করছে, নাকি এটি কেবল বছরে একদিন কোনো ব্যানারে প্রদর্শিত হওয়ার মতো একটি বিষয়মাত্র। অবশ্যই, এর কোনোটিই গুরুত্বপূর্ণ নয়, যদি না তা একজন সাধারণ নাগরিকের জীবনে কোনো পরিবর্তন নিয়ে আসে, এবং এটি তা আনেও। গত কয়েক বছরে রোজগার মেলার মাধ্যমে বিতরণ করা বারো লক্ষেরও বেশি নিয়োগপত্রের মাধ্যমে এর প্রতিফলন দেখা যায়, যা যোগাযোগ ও প্রভাবের পুরোনো মাধ্যম ছাড়াই পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। মুসৌরির একটি কমন ফাউন্ডেশন কোর্সে এর প্রতিফলন রয়েছে, যেখানে একজন আইএএস অফিসার এবং একজন আইপিএস অফিসার তাদের নিজ নিজ গণ্ডি পাহারা দেওয়ার পরিবর্তে পাশাপাশি প্রশিক্ষণও নেন, যাতে বহু বছর পর যখন তারা কোনো নাগরিকের সঙ্গে দেখা করেন, তখন তারা তিনটি প্রতিযোগী বিভাগের পরিবর্তে একটি একক সরকার হিসেবে কাজ করেন। একজন পেনশনভোগীর মধ্যে এর প্রতিফলন রয়েছে, যিনি এখন ব্যাংকের লাইনে না দাঁড়িয়ে নিজের বাড়ি থেকেই একটি ডিজিটাল লাইফ সার্টিফিকেট তৈরি করতে পারেন; একজন তরুণ পরীক্ষার্থীর মধ্যে, যিনি প্রতিটি পরীক্ষার জন্য একই ফর্ম পূরণ না করে ইউপিএসসি পোর্টালে একবারই নিবন্ধন করেন; এবং ২০১৪ সাল থেকে সরকারি চাকরিতে ওবিসিদের প্রতিনিধিত্ব উনিশ শতাংশ থেকে বেড়ে সাতাশ শতাংশ হওয়ার মধ্যেও এর প্রতিফলন রয়েছে। ব্রিটিশরা আমাদের জন্য যে ইস্পাতের কাঠামো রেখে গিয়েছিল, তা রাতারাতি ভেঙে ফেলার মতো ছিল না, আর তা করা উচিতও নয়। প্রতিষ্ঠানগুলোর স্মৃতি থাকে, এবং স্মৃতির নিজস্ব উপযোগিতা রয়েছে। এই বারো বছরে আমরা যা করার চেষ্টা করেছি, তা হলো- নীরবে, ধাপে ধাপে, শাসনের পর শাসনের মাধ্যমে একে পুনর্গঠন করা, যাতে যে কাঠামোটি একসময় একটি সাম্রাজ্যকে ধরে রেখেছিল, তা এখন এমন কিছুকে ধারণ করে যা আমাদের সংবিধান তার জনগণকে দেওয়া প্রকৃত প্রতিশ্রুতির কাছাকাছি: এমন এক সরকার যা শাসন না করে সেবা করে, এবং কেবল সভাপতিত্ব না করে জবাবদিহি করে।

(লেখক ভারত সরকারের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, ভূবিজ্ঞান বিভাগের স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী এবং প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের কর্মী, পারমাণবিক শক্তি ও মহাকাশ বিভাগের প্রতিমন্ত্রী)

সর্বভারতীয় পরীক্ষার সংস্কারে টেকনোক্র্যাট নিয়োগ

শিক্ষা ব্যবস্থার নব দিগন্ত না সাময়িক প্রলেপ ?

সুনীল মাইতি
(বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক ও শিক্ষক)

সাম্প্রতিককালে দেশের কেন্দ্রীয় পরীক্ষা ব্যবস্থা--- বিশেষ করে প্রবেশিকা ও নিয়োগ পরীক্ষার স্বচ্ছতা; নিরপেক্ষতা এবং পরিচালন পদ্ধতির আমূল সংস্কারে এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ নিয়েছেন দেশের প্রধানমন্ত্রী। সর্বভারতীয় পরীক্ষার মূল পরিকাঠামো পুনর্গঠন এবং প্রশ্নপত্র ফাঁস; প্রযুক্তিগত বিভ্রাট এবং দুর্নীতি বন্ধে এবার সরাসরি টেকনোক্র্যাট (প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ) ও বিশেষজ্ঞদের দায়িত্বে নিয়ে আসার এই উদ্যোগ স্বাভাবিকভাবেই জাতীয় স্তরে এক তীব্র ও সময়োপযোগী আলোচনার জন্ম দিয়েছে। বর্তমান ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার প্রেক্ষাপটে এই সিদ্ধান্ত কতটা কার্যকরী; ফলপ্রসু এবং দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব ফেলতে সক্ষম তা আজ গভীরভাবে বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। ভারতবর্ষের শিক্ষা ব্যবস্থা ও সর্বভারতীয় পরীক্ষা কাঠামো দীর্ঘদিন ধরে কিছু দীর্ঘস্থায়ী ব্যাধিতে আক্রান্ত। লক্ষ লক্ষ ছাত্রছাত্রীর ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হয় জাতীয় স্তরে বাছাই পরীক্ষাগুলোর ওপর। কিন্তু সাম্প্রতিক অতীতে বিভিন্ন সর্বভারতীয় প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রশ্ন ফাঁস; সার্ভার বিকল হওয়া কিংবা ভুয়ো পরীক্ষার্থীর প্রবেশের মতো যে সব ঘটনা সামনে এসেছে; তা পুরো ব্যবস্থার বিশ্বাসযোগ্যতাকে মারাত্মকভাবে নাড়িয়ে দিয়েছে। ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য এর চেয়ে বড় দুর্ভাগ্য আর হতে পারে না; যেখানে বছরের পর বছর কঠোর পরিশ্রম করা যোগ্য শিক্ষার্থীরা দুর্নীতির কারণে পিছিয়ে পড়ে। এই প্রশাসনিক নৈতিক ব্যর্থতার অভিঘাত দূর করতেই রাষ্ট্রপ্রধানের এই নতুন বার্তা প্রশাসন কেবল সাধারণ আমলাদের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকবে না; আধুনিক যুগের প্রযুক্তিগত চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় নেতৃত্ব দিতে হবে বিশেষজ্ঞদেরই।

সর্বভারতীয় পরীক্ষার সংস্কারে টেকনোক্র্যাট নিয়োগের সিদ্ধান্তের অন্যতম প্রধান যুক্তি হলো পরীক্ষার প্রশ্নপত্র তৈরি থেকে শুরু করে মূল্যায়ন এবং ফল প্রকাশ পুরো প্রক্রিয়াটিকে সর্বাধুনিক এনক্রিপশন(Encryption); আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (AI); ডেটা সিকিউরিটি (Data Security) এবং প্রযুক্তির (Technology) আওতায় নিয়ে আসা। গতানুগতিক আমলাতান্ত্রিক পরিচালনায় যা প্রায়শই অদক্ষতার পরিচয় দেয়; সেখানে উন্নত প্রযুক্তির দক্ষতা প্রয়োগ অনেক বেশি ত্রুটিমুক্ত হতে পারে। টেকনোক্র্যাটরাএমন একটি প্রযুক্তি-সুরক্ষিত ব্যবস্থার রূপরেখা তৈরি করতে পারেন যেখানে প্রশ্নপত্রের গোপনীয়তা রক্ষা করা সহজ হবে এবং যেকোনো ধরনের অসদুপায় বা অসংগতি মুহূর্তের মধ্যে এআই ড্যাশবোর্ডে ধরা পড়বে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে; প্রধানমন্ত্রীর এই সিদ্ধান্ত সময়োপযোগী এবং প্রযুক্তি-নির্ভর আধুনিক ভারতের ভাবমূর্তির সাথে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ।

তবে মুদ্রাটির অপর পিঠটিও উপেক্ষা করার মত নয়।প্রশ্ন ওঠে কেবলমাত্র প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করলেই কি ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার গোড়ায় জমে থাকা জট খোলা সম্ভব?

প্রথমত; ভারতকে বুঝতে হবে তার বৈচিত্র্যের মধ্যে দিয়ে। সর্বভারতীয় পরীক্ষা কেবল দিল্লির প্রযুক্তি গবেষণাগারের সিদ্ধান্তনয়; এর সাথে যুক্ত দেশের দূরদূরান্তের প্রান্তিক অঞ্চলের সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের বাস্তব জীবন। ভারতের পরিকাঠামো এখনোও বহু জায়গায় দুর্বল— যেখানে নিরবচ্ছিন্ন ইন্টারনেট সংযোগ বা আধুনিক কম্পিউটার ল্যাবের সুযোগ অপ্রতুল। পটেকনোক্র্যাটরা যদি কেবল প্রযুক্তিগত কাঠিন্য বাড়ানোর দিকে নজর দেন এবং ভারতের এই আর্থ-সামাজিক বৈষম্যের চিত্রটিকে উপেক্ষা করেন; তবে তা সাধারণ পরীক্ষার্থীদের জন্য উপকারের চেয়ে বেশি প্রতিবন্ধকতা তৈরি করতেপারে। প্রযুক্তির আধুনিকীকরণ যেন কোনোভাবেই গ্রামীণ ও পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য পরীক্ষার প্রক্রিয়াকে আরও জটিল বা দুর্বোধ্য করে না তোলে; সেদিকে বিশেষ খেয়াল রাখতে হবে।

দ্বিতীয়ত; পরীক্ষার সংস্কার কেবল প্রশ্নপত্রের নিরাপত্তা বা ডিজিটাল নজরদারির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এটি সরাসরি যুক্ত আমাদের শিখন -পদ্ধতি ও মূল্যায়ন ব্যবস্থার গুণমানের সাথে। টেকনোক্র্যাটরা একটি পরীক্ষাকে নিরাপদ এবং প্রযুক্তিগতভাবে ত্রুটিহীন করে তুলতে পারেন; কিন্তু পরীক্ষার শিক্ষাগত মানদণ্ড (Pedagogical framework) ঠিক কেমন হওয়া উচিত— তা নির্ধারণের কাজ কেবল প্রযুক্তিবিদদের নয়; শিক্ষাবিদদের। মুখস্ত বিদ্যা বা কেবল কোচিং- সেন্টার-নির্ভরতার বাইরে গিয়ে কিভাবে শিক্ষার্থীর মৌলিক চিন্তা ও বিশ্লেষণাত্মক ক্ষমতা যাচাই করা যায়; তা নির্ধারণ করার জন্য প্রয়োজন অভিজ্ঞ শিক্ষাবিদ ও মনস্তাত্ত্বিকদের উপস্থিতি। ফলে; সংস্কারের নামে যদি শিক্ষাবিদদের ভূমিকাকে গৌণ করে সম্পূর্ণ দায়িত্ব বিশেষজ্ঞদের হাতে তুলে দেওয়া হয়; তবে তা শিক্ষার মৌলিক উদ্দেশ্যকেই ক্ষতিগ্রস্ত করবে।

তৃতীয়ত; আমলাতন্ত্র এবং টেকনোক্র্যাসি বা প্রযুক্তিবিদদের মধ্যে সমন্বয়সাধন অন্যতম বড় প্রশাসনিক চ্যালেঞ্জ। ভারতের যেকোনো নীতি রূপায়নে আমলাতান্ত্রিক লালফিতের ফাঁস একটি পরিচিত অভিজ্ঞতা। সেখানে নতুন প্রযুক্তিবান্ধব বিশেষজ্ঞদের যুক্ত করা হলে আভ্যন্তরীণ সমন্বয়হীনতা তৈরি হওয়ার ঝুঁকি থেকেই যায়। যদি নতুন ব্যবস্থার নীতি নির্ধারণ এবং রূপায়ণে স্বচ্ছতা নিশ্চিত না করা যায়; তবে প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞদের উপস্থিতি কেবল একটি বাহারি প্রচারণায় পর্যবসিত হতে পারে।

তাহলেই পদক্ষেপকে কিভাবে সম্পূর্ণ কার্যকরী করে তোলা সম্ভব? প্রকৃতপক্ষে; এই নতুন উদ্যোগকে সফল করতে হলে একটি ত্রিভুজীয় মডেল বা সমন্বিত কৌশল প্রয়োজন। এই মডেলে একদিকে থাকবেন প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ বা টেকনোক্র্যাট; যাঁরা সাইবার নিরাপত্তা; এ আই ভিত্তিক মূল্যায়ন এবং স্বচ্ছ পরিকাঠামো নিশ্চিত করবেন; অন্যদিকে থাকবেন অভিজ্ঞ শিক্ষাবিদ ও মূল্যায়ন বিশেষজ্ঞ; যাঁরা মূল পরীক্ষার পাঠ্যক্রম এবং প্রশ্নের গুনগত মান রক্ষা করবেন; এবং তৃতীয়ত থাকবে প্রশাসনিক পরিকাঠামো; যা মাঠপর্যায়ে পরীক্ষা পরিচালনায় আইন-শৃঙ্খলা ও প্রশাসনিক শৃঙ্খলা রক্ষা করবে।

পাশাপাশি; টেকনোক্র্যাটদের প্রাথমিক মনোযোগ হওয়া উচিত কেবল পরীক্ষার সময় নিরাপত্তা নিশ্চিত করা নয়; বরং সমগ্র পরীক্ষা ব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণ ও ডিজিটালাইজেশনের সামঞ্জস্য বজায় রাখা। দেশের প্রতিটি জেলায় আধুনিক; সুসজ্জিত এবং সুরক্ষিত টেস্ট সেন্টার তৈরি করা প্রয়োজন; যাতে কোনো পরীক্ষার্থীকে কেবল অনলাইন পরীক্ষার সুযোগ পেতে শত শত কিলোমিটার দূরে যেতে না হয়।

সর্বভারতীয় পরীক্ষার সংস্কারে টেকনোক্র্যাটদের নিয়োগের যে সিদ্ধান্ত প্রধানমন্ত্রী নিয়েছেন; তা নিঃসন্দেহে সঠিক অভিমুখে একটি সাহসী ও ইতিবাচক পদক্ষেপ। এটি দেশের ভঙ্গুর পরীক্ষা ব্যবস্থার প্রতি ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকদের হারানো আস্থা ফিরিয়ে আনার দুর্দান্ত সুযোগ। তবে এই উদ্যোগ কেবল তখনই বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার ক্ষেত্রে চিরস্থায়ী ও সকল পরিবর্তন আনবে; যখন প্রযুক্তিকে চালিকাশক্তি হিসেবে ব্যবহার করা হবে কিন্তু শিক্ষার মূল উপাদান; অর্থাৎ সমতা; মানবিক মূল্যবোধ ও শিক্ষামূলক উৎকর্ষকে এর কেন্দ্রবিন্দুতে রাখা হবে। প্রযুক্তির শীতল কাঠামোর সাথে শিক্ষাবিদদের স্পর্শের সঠিক মেলবন্ধন ঘটলেই ভারতের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে একটি স্বচ্ছ; মেধাভিত্তিক ও বৈষম্যহীন নতুন পরীক্ষার পরিবেশ উপহার দেওয়া সম্ভব হবে

তমলুক; পূর্ব মেদিনীপুর
মোবাইল নাম্বার ৬২৯৫৫৩৩১০৭

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

প্রদেশ কংগ্রেস ভবনে বীর বিক্রম কিশোর মাণিক্যের জন্মবার্ষিকী পালন। ছবি নিজস্ব

রাহুল গান্ধী চাইলে সংসদে বিরোধীরা স্লোগান ও হট্টগোল করত না: কিরেন রিজিজু

নয়াদিল্লি, ১৯ আগস্ট (আইএএনএস): লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী চাইলে সদ্য সমাপ্ত বাদল অধিবেশনে বিরোধী সাংসদরা সংসদে হট্টগোল ও স্লোগান দিতেন না বলে মন্তব্য করেছেন কেন্দ্রীয় সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু। বুধবার আইএএনএস-কে দেওয়া একান্ত সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, রাহুল গান্ধীই কংগ্রেসের একমাত্র নেতা যিনি তাঁর দলের সাংসদদের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন।

রিজিজু বলেন, রাহুল গান্ধীর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছে এবং ফোনেও কথা হয়েছে। বিরোধী দলনেতা হিসেবে তিনি রাহুল গান্ধীকে যথেষ্ট সম্মান করেন বলেও জানান। তবে সংসদের কাজকর্ম স্বাভাবিক রাখতে সরকারের প্রচেষ্টা সফল হয়নি বলে দাবি করেন তিনি।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেন, "রাহুল গান্ধী চাইলে কংগ্রেস সাংসদরা হাউসের কার্যক্রম চলাকালীন গালিগালাজ, স্লোগান ও হট্টগোল করতেন না। কংগ্রেসে একমাত্র রাহুল গান্ধীই তাঁর সাংসদদের আচরণ সংশোধন করতে পারেন।"

ইতালির প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনিকে নিয়ে কংগ্রেসের একটি অনুষ্ঠানে করা মন্তব্য প্রসঙ্গে রিজিজু বলেন, কোনও দেশের প্রধানমন্ত্রী সম্পর্কে কথা বলার সময় সম্মান বজায় রাখা উচিত। শীর্ষ সাংবিধানিক বা সরকারি পদকে অসম্মান করলে তা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি এবং দেশের জন্যও দুর্নাম বয়ে আনে বলে মন্তব্য করেন তিনি।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির 'দিমাগি নকশাল' মন্তব্য প্রসঙ্গে রিজিজু বলেন, যারা দেশের এবং সংবিধানের বিরুদ্ধে অস্ত্র তুলে নিয়েছে, তাদের প্রায় নিশ্চিহ্ন করা হয়েছে। তবে একই মতাদর্শের কিছু মানুষ এখনও শহর, প্রতিষ্ঠানসহ বিভিন্ন জায়গায় রয়েছে বলে দাবি করেন তিনি। তাঁর অভিযোগ, সেনা, সিআরপিএফ, আইটিবিপি, বিএসএফ, এসএসবি, এনএসজি বা সিআইএসএফের কোনও জওয়ান নকশালদের হাতে নিহত হলে এই 'মাওবাদী মানসিকতার' মানুষরা আনন্দ প্রকাশ করে।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের বিরুদ্ধে কথিত অসংসদীয় মন্তব্যের জেরে রাহুল গান্ধীর বিরুদ্ধে জারি হওয়া প্রিভিলেজ নোটিস প্রসঙ্গে রিজিজু বলেন, প্রত্যেকেরই প্রতিষ্ঠিত নিয়ম ও পদ্ধতিকে সম্মান করা উচিত। কেউ নিয়ম ভঙ্গ করলে নিয়ম অনুযায়ীই প্রিভিলেজ নোটিস জারি করা হয়।

ইন্ডিয়া জোটের বিভিন্ন দলের নেতাদের সঙ্গে তাঁর কথাবার্তা প্রসঙ্গে রিজিজু বলেন, বিরোধী শিবির বর্তমানে কিছুটা বিভক্ত এবং আত্মবিশ্বাসের অভাবে ভুগছে। নির্বাচনে জিততে ব্যর্থ হলে তারা সংসদে নিজেদের হতাশা প্রকাশ করে বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

কংগ্রেস সংসদীয় দলের চেয়ারপার্সন সোনিয়া গান্ধীর 'বন্দে মাতরম-এর পূর্ণ পরিবেশন নিয়ে আপত্তি প্রসঙ্গে রিজিজু বলেন, 'বন্দে মাতরম কোনও নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দল বা ধর্মের গান নয়, এটি জাতীয় সংগীত। প্রত্যেক ভারতীয়েরই তা গাওয়া এবং সম্মান করা উচিত বলে মন্তব্য করেন তিনি।

বাদল অধিবেশনে অমিত শাহ সংসদের কার্যক্রমে অনুপস্থিত ছিলেন বলে বিরোধীদের অভিযোগ প্রসঙ্গে রিজিজু দাবি করেন, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী প্রতিদিন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সংসদ চত্বরে থাকতেন। কিন্তু বিরোধীদের হট্টগোলের মধ্যে তাঁর পক্ষে কার্যক্রমে যোগ দেওয়া সম্ভব ছিল না। বিরোধীরা এ বিষয়ে গুজব ছড়াচ্ছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি।

ভারতীয় ভূখণ্ডে চিনা অনুপ্রবেশ নিয়ে রাহুল গান্ধীর অভিযোগ প্রসঙ্গে রিজিজু বলেন, এই দাবি সঠিক নয় এবং এমন মন্তব্য করা উচিত নয়। অরুণাচল প্রদেশের বিভিন্ন এলাকায় সীমান্ত সংক্রান্ত সমস্যা রয়েছে, তবে তার মূল কারণ বুঝতে হবে বলে জানান তিনি।

রিজিজুর দাবি, অরুণাচল প্রদেশে ভারত ও চিনের মধ্যে দীর্ঘ সীমান্ত এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে নির্ধারিত হয়নি। বহু এলাকায় সীমান্ত স্তম্ভ নেই এবং মাটিতে সুনির্দিষ্ট সীমারেখাও চিহ্নিত করা হয়নি। এই সমস্যা নতুন নয় বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

তিনি বলেন, আগে চিন সীমান্তের দিকে রাস্তা ও পরিকাঠামো তৈরি করলেও ভারতের দিকে পরিকাঠামো উন্নয়নের কাজ ২০১৪ সালের পর জোরদার হয়। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি নীতি পরিবর্তন করে সীমান্ত এলাকায় রাস্তা নির্মাণে গুরুত্ব দিয়েছেন বলে দাবি করেন তিনি। তাঁর কথায়, তকসিং পর্যন্ত রাস্তা ২০১৯ সালে তৈরি করা হয়।

রিজিজু আরও বলেন, সীমান্তে ভারতীয় সেনা ও আইটিবিপির টহল বাড়ানো হয়েছে। সীমান্তবর্তী এলাকার বাসিন্দাদের উদ্বেগকে গুরুত্ব দিয়ে পরিকাঠামো উন্নয়নের কাজ চালিয়ে যেতে হবে। তবে বাংলাদেশ থেকে এসেছে বলে দাবি করে কোনও ভুয়ো ভিডিও ছড়িয়ে বিভ্রান্তি তৈরি করা সশস্ত্র বাহিনীর মনোবলকে ক্ষতিগ্রস্ত করে বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

চিনের অনুপ্রবেশ দেখাতে রাহুল গান্ধী ছবি নিয়ে এসেছিলেনএই প্রসঙ্গে রিজিজু বলেন, সেনাবাহিনী দেশকে রক্ষা করে। কোনও সেনা জেনারেলকে 'সড়ক কা গুন্ডা' বলা অত্যন্ত নিন্দনীয় এবং কংগ্রেসের এ বিষয়ে আত্মসমীক্ষা করা উচিত।

ডিলিমিটেশন বিল নিয়ে রিজিজু বলেন, সরকার কংগ্রেসের সঙ্গে আলোচনা করতে চায়। কংগ্রেসের অবস্থানে পরিবর্তন এসে ইতিবাচক কিছু উঠে এলে বিষয়টি আরও বিবেচনা করা হবে।

কংগ্রেস ও প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীকে নিয়ে বিজেপি সাংসদ নিশিকান্ত দুবের মন্তব্য স্বাধীন মতপ্রকাশের আওতায় পড়ে কি নাএই প্রশ্নে রিজিজু বলেন, কোনও ব্যক্তিগত মন্তব্যের ব্যাখ্যা তিনি দিতে পারবেন না।

'ককরোচ জনতা পার্টি'-র প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ দিপকে নিয়ে প্রশ্নের জবাবে তিনি দাবি করেন, দিপকে আম আদমি পার্টির কর্মী। রাজনৈতিকভাবে পরাজিত হয়ে আপ এ ধরনের কৌশল অবলম্বন করছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি। প্রধানমন্ত্রী মোদি ছাত্রদের উদ্বেগের কথা অবশ্যই শোনেন, তবে বিষয়টিকে রাজনৈতিক রং দেওয়া উচিত নয় বলে মন্তব্য করেন রিজিজু।

ভারতে নেপাল বা বাংলাদেশের মতো পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে বলে বিরোধীদের মন্তব্য প্রসঙ্গে রিজিজু বলেন, কংগ্রেস বা অন্য কোনও দলের এমন কোনও নেতাকে সমর্থন করা উচিত নয়, যিনি সংবিধানের বিরুদ্ধে কাজ করেন বা দেশে অরাজকতা তৈরির চেষ্টা করেন।

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান ভারত সফর করলে 'সম্মানজনক অভ্যর্থনা' জানানো হবে: হাইকমিশনার

ঢাকা, ১৯ আগস্ট (আইএএনএস): বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান ভারত সফরে গেলে তাঁকে 'সম্মানজনক অভ্যর্থনা' জানানো হবে বলে জানিয়েছেন ঢাকায় নিযুক্ত ভারতের হাইকমিশনার দীনেশ ত্রিবেদী। স্থানীয় সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদনে এই তথ্য জানানো হয়েছে।

ঢাকার একটি হোটেলে বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় ব্যবসায়ী নেতা এবং কনফেডারেশন অব ইন্ডিয়ান ইন্ডাস্ট্রি (সিআইআই)-এর প্রতিনিধি দলের সম্মানে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে ত্রিবেদী বলেন, বাংলাদেশে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাতের পর তিনি সরাসরি দিল্লি যান এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে তাঁর একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক হয়। মোদি তাঁকে একটি বিষয়ই বলেছেনদুই দেশের প্রধানমন্ত্রীর সাক্ষাৎ হওয়া প্রয়োজন।

বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় সংবাদপত্র 'দ্য ডেইলি স্টার'-এর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ভারতীয় হাইকমিশনার জানান, প্রধানমন্ত্রী মোদি বলেছেন, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী ভারত সফরে এলে তাঁর প্রাপ্য 'সম্মানজনক অভ্যর্থনা' জানানো হবে।

গত সপ্তাহে নয়াদিল্লিতে প্রধানমন্ত্রী মোদির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন ত্রিবেদী। এর একদিন আগে ঢাকায় প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছিলেন তিনি।

তারেক রহমানের সম্ভাব্য ভারত সফরকে 'স্মরণীয়' করে তোলার কথা উল্লেখ করে ত্রিবেদী বলেন, এই সফর দুই দেশের সাধারণ মানুষ ও ব্যবসায়িক মহলউভয়ের জন্যই লাভজনক হতে পারে। তিনি স্বীকার করেন, সাম্প্রতিক সময়ে ভারত-বাংলাদেশ দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে কিছু 'ছন্দপতন' দেখা দিয়েছে। তবে তাঁর মতে, এই সমস্যাগুলি দুই দেশের দীর্ঘদিনের সম্পর্ককে দুর্বল করে দেওয়া উচিত নয়।

তিনি বলেন, দুই দেশের মধ্যে কিছু সমস্যা রয়েছে, তা তিনি পুরোপুরি বোঝেন। তবে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি মুখোমুখি বৈঠকে বসলে সেই সমস্যাগুলির সমাধান করা সম্ভব।

অতীত ভুলে যাওয়ার আহ্বান না জানিয়ে ত্রিবেদী বলেন, অতীতকে মনে রেখে দুই দেশের উচিত মতপার্থক্য দূর করে এগিয়ে যাওয়া এবং সম্পর্ককে স্থবির হতে না দেওয়া।

ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের ক্ষেত্রে জনগণের মধ্যে যোগাযোগ, কর্মসংস্থান, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য পরিষেবার মতো ক্ষেত্রগুলিতে সহযোগিতা আরও বাড়ানোর ওপর জোর দেন ভারতীয় হাইকমিশনার। তিনি বলেন, ভারতের 'প্রতিবেশী প্রথম' নীতি বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্ককে নয়াদিল্লি কতটা গুরুত্ব দেয়, তারই প্রতিফলন।

ভারতের বিদেশমন্ত্রী ও লোকসভার স্পিকারের সফর এবং তাঁর নিজের ঢাকায় দায়িত্ব গ্রহণ-সহ সাম্প্রতিক একাধিক উচ্চপর্যায়ের যোগাযোগের কথা উল্লেখ করে ত্রিবেদী বলেন, দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে নতুন গতি আনতে ভারত আগ্রহী। সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলিতে ভারতীয় আধিকারিকরা বাংলাদেশের নেতৃত্বের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করছেন বলেও জানান তিনি। দুই দেশের মধ্যে মতপার্থক্য দূর করার পাশাপাশি বাংলাদেশের মানুষের উদ্বেগ বোঝার ওপরও গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে বলে জানান তিনি।

ত্রিবেদী বলেন, ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ককে 'সমান অংশীদারিত্বের সম্পর্ক' হিসেবে দেখা উচিত।

এদিকে, মঙ্গলবার ঢাকায় ভারতীয় হাইকমিশনের উদ্যোগে আয়োজিত ব্যবসায়িক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে সিআইআই-এর সফররত প্রতিনিধি দল এবং বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় ব্যবসায়ী মহলের প্রতিনিধিরা অংশ নেন। দুই দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক ও বাণিজ্যিক সহযোগিতা এগিয়ে নিয়ে যাওয়া এবং ব্যবসা-টু-ব্যবসা সম্পর্ক আরও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে অনুষ্ঠানে আলোচনা হয়।

চিনা অনুপ্রবেশের অভিযোগ খারিজ রিজিজুর, সীমান্ত পরিকাঠামোয় কংগ্রেসের নীতিকে দায়ী করলেন

নয়াদিল্লি, ১৯ আগস্ট (আইএএনএস): অরুণাচল প্রদেশে চিনা অনুপ্রবেশ নিয়ে লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধীর অভিযোগ খারিজ করে কেন্দ্রীয় সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু বলেছেন, ভারত-চিন সীমান্তের দীর্ঘদিনের অমীমাংসিত ও আনুষ্ঠানিকভাবে নির্ধারিত না হওয়ার বিষয়টি না বুঝে এমন মন্তব্য করা উচিত নয়। বুধবার আইএএনএস-কে দেওয়া একান্ত সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, অরুণাচল প্রদেশের সীমান্তবর্তী এলাকার উদ্বেগকে বাস্তব পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে দেখা প্রয়োজন।

রিজিজুর দাবি, সীমান্তের স্পষ্ট চিহ্নিতকরণ না থাকায় পরিস্থিতি জটিল হয়েছে। একইসঙ্গে তিনি অভিযোগ করেন, পূর্ববর্তী কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকারগুলির নীতির কারণে সীমান্তের ভারতীয় দিকে পরিকাঠামো উন্নয়ন পিছিয়ে ছিল।

রাহুল গান্ধী বারবার কেন্দ্রের বিরুদ্ধে চিনা অনুপ্রবেশের তথ্য গোপন করা এবং দেশের ভূখণ্ড রক্ষায় ব্যর্থতার অভিযোগ তুলেছেন। সেই প্রেক্ষিতেই রিজিজু বলেন, এ ধরনের বক্তব্য বিভ্রান্তি তৈরি করতে পারে এবং মাটির বাস্তব পরিস্থিতি না বুঝে এমন দাবি করা উচিত নয়।

আইএএনএস-কে রিজিজু বলেন, "অরুণাচল প্রদেশের বিভিন্ন এলাকায় সীমান্ত সংক্রান্ত সমস্যা রয়েছে। এর মূল কারণ বুঝতে হবে। অরুণাচল প্রদেশে ভারত ও চিনের মধ্যে দীর্ঘ সীমান্ত এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে নির্ধারিত হয়নি। সীমান্ত স্তম্ভ নেই এবং মাটিতে সীমানা স্পষ্টভাবে চিহ্নিতও করা হয়নি। এটি কোনও সাম্প্রতিক সমস্যা নয়। তিব্বত পৃথক সত্তা থাকার সময়ও তিব্বত ও ভারতের মধ্যকার সীমান্ত নির্ধারিত ছিল না।"

সীমান্তবর্তী এলাকার বাসিন্দাদের উদ্বেগ যে বাস্তব, তা স্বীকার করেও রিজিজু বলেন, যাচাই না করা ভিডিও বা বিভিন্ন দাবির মাধ্যমে বিষয়টি তুলে ধরলে সাধারণ মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি তৈরি হতে পারে।

তিনি বলেন, "বিভিন্ন ভিডিও শেয়ার করে মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি ছড়ানো ভুল। সীমান্ত নিয়ে অবশ্যই সমস্যা রয়েছে। অরুণাচল প্রদেশের কিছু গ্রামবাসী সীমান্ত নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন এবং তাঁদের উদ্বেগের যথেষ্ট কারণ রয়েছে, কারণ সেখানে সীমান্ত নির্ধারিত নয়।"

রিজিজু আরও জানান, দুর্গম ও অত্যন্ত উচ্চ পার্বত্য অঞ্চল হওয়ায় ঐতিহাসিকভাবে ওই এলাকায় স্থায়ী বসতি গড়ে ওঠেনি। বহু এলাকা মূলত শিকার ও পশুচারণের কাজে ব্যবহৃত হত। সীমান্তের সুনির্দিষ্ট চিহ্নিতকরণ না থাকায় ভারত ও চিনের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে উত্তেজনা রয়েছে বলেও জানান তিনি।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর মতে, এই সমস্যার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল সীমান্তবর্তী এলাকায় পরিকাঠামো উন্নয়নের গতি। তাঁর অভিযোগ, চিন অনেক আগে থেকেই রাস্তা ও অন্যান্য পরিকাঠামো নির্মাণ শুরু করলেও কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন সরকারগুলি ভারতের দিকে ভিন্ন নীতি অনুসরণ করেছিল।

পূর্ববর্তী ইউপিএ সরকারের সমালোচনা করে রিজিজু বলেন, তৎকালীন প্রতিরক্ষামন্ত্রী এ কে অ্যান্টনি সংসদে জানিয়েছিলেন যে ভারতীয় সীমান্তের দিকে পরিকাঠামো নির্মাণ না করাই সরকারের নীতি ছিল। অন্যদিকে চিন ধারাবাহিকভাবে নিজেদের পরিকাঠামো উন্নত করে গিয়েছে বলে দাবি করেন তিনি।

রিজিজুর দাবি, ২০১৪ সালে নরেন্দ্র মোদি নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকার ক্ষমতায় আসার পর পরিস্থিতির পরিবর্তন শুরু হয়। কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ সীমান্ত এলাকায় রাস্তা ও যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নের ওপর জোর দেওয়া হয়।

তিনি বলেন, "প্রধানমন্ত্রী মোদি নীতি পরিবর্তন করেছেন এবং এখন আমাদের দিকেও রাস্তা তৈরি হচ্ছে। আমি ব্যক্তিগতভাবে শেষ সীমান্তবর্তী গ্রাম মাজায় গিয়েছি। সেখানে সীমান্তরক্ষী বাহিনীর সদস্য এবং সেনা জওয়ানদের সঙ্গে দেখা করেছি। রাস্তা নির্মাণের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। ১৯৪৭ সালের পর এত বছর ধরে সীমান্তে কোনও রাস্তা তৈরি হয়নি। প্রধানমন্ত্রী মোদির নেতৃত্বে সেই রাস্তা তৈরি হয়েছে।"

তকসিং পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণের কথাও উল্লেখ করেন রিজিজু। তাঁর দাবি, প্রত্যন্ত সীমান্ত এলাকায় যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত করার লক্ষ্যে পরিকাঠামো নির্মাণের কাজ এগিয়ে নেওয়া হয়েছে।

তিনি বলেন, "আগে আমাদের রাস্তার যোগাযোগ ছিল না। প্রধানমন্ত্রী মোদি ২০১৯ সালে তকসিং পর্যন্ত রাস্তা তৈরি করিয়েছেন। আমাদের দিকে রাস্তা না থাকলেও চিন রাস্তা তৈরি করেছিল। এর ফলে চিনা সেনা কিছু উচ্চ পার্বত্য এলাকায় অবস্থান নিয়ে সীমান্ত পরিকাঠামো তৈরি করে। এখন আমরা নিজেদের পরিকাঠামো তৈরি করে তার জবাব দিচ্ছি।"

তবে চিন ভারতের কোনও গ্রাম দখল করেছেএই দাবি খারিজ করে রিজিজু বলেন, সীমান্ত স্পষ্টভাবে নির্ধারিত না থাকায় কিছু বিতর্কিত এলাকায় সমস্যা রয়েছে।

তিনি বলেন, "তারা আমাদের কোনও গ্রাম দখল করেছে, এমনটা নয়। সীমান্ত নির্ধারিত না থাকায় একটি নির্দিষ্ট অংশে তারা শিবির স্থাপন করেছে। আমাদের মানুষ মনে করেন, ভারতের ভূখণ্ড আরও কিছুটা এগিয়ে রয়েছে। অন্যদিকে, সেখানকার স্থানীয়রা ওই জমিকে নিজেদের বলে দাবি করেন।"

সংবেদনশীল সীমান্ত এলাকায় ভারতীয় সেনা এবং ইন্দো-তিব্বত সীমান্ত পুলিশ (আইটিবিপি)-র টহল আরও শক্তিশালী করা হয়েছে বলেও জানান রিজিজু। লংজুর ওপারে একটি উপত্যকায় চিনা বাহিনীর তৈরি কাঠামোর কথাও উল্লেখ করেন তিনি। তাঁর দাবি, ওই এলাকায় চিনের নিয়ন্ত্রণ কয়েক দশক ধরে রয়েছে।

আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবতের কানাডা সফরের অনুমতির দাবি, কার্নি সরকারকে ১০০-র বেশি সংগঠনের চিঠি

ওয়াশিংটন, ১৯ আগস্ট (আইএএনএস): রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ (আরএসএস)-এর প্রধান মোহন ভাগবতের কানাডা সফরের অনুমতি দেওয়ার দাবি জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নির সরকারের কাছে আবেদন জানিয়েছে ১০০-র বেশি কানাডীয় হিন্দু ও নাগরিক অধিকার সংগঠন। ভাগবতকে কানাডায় প্রবেশে অযোগ্য ঘোষণা করার দাবিও তারা প্রত্যাখ্যান করেছে।

কার্নি এবং তিন শীর্ষ মন্ত্রীর উদ্দেশে লেখা এক যৌথ চিঠিতে সংগঠনগুলি জানিয়েছে, ভাগবতকে ঘিরে অভিবাসন বা জননিরাপত্তা সংক্রান্ত যে কোনও সিদ্ধান্ত বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ এবং যথাযথ আইনি প্রক্রিয়ার ভিত্তিতে নেওয়া উচিত। কোনও রাজনৈতিক চাপের ভিত্তিতে এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া ঠিক নয়।

চিঠিটি জননিরাপত্তা মন্ত্রী গ্যারি আনন্দসাঙ্গারী, অভিবাসন মন্ত্রী লেনা মেটলেজ ডিয়াব এবং বিদেশমন্ত্রী অনিতা আনন্দের কাছেও পাঠানো হয়েছে।

চিঠিতে বলা হয়েছে, নিউ ডেমোক্রেটিক পার্টির (এনডিপি) সাংসদ জেনি কোয়ান ও হিদার ম্যাকফারসন এবং আরও কয়েকটি সংগঠন কানাডা সরকারকে ভাগবতকে দেশে প্রবেশের অনুমতি না দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে।

চিঠির স্বাক্ষরকারী সংগঠনগুলি জানিয়েছে, ভাগবতের সম্ভাব্য সফর কানাডার হিন্দু সম্প্রদায়ের কাছে গুরুত্বপূর্ণ। তাদের দাবি, কানাডায় হিন্দু সম্প্রদায়ের সদস্য সংখ্যা ১০ লক্ষেরও বেশি। আরএসএসকে ভারতের একটি বড় সংগঠন হিসেবে উল্লেখ করে তারা জানায়, সংগঠনটি সামাজিক পরিষেবা, সমাজকল্যাণমূলক উদ্যোগ, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড এবং জনপরিসরের আলোচনায় সক্রিয়।

ভাগবতকে কানাডায় নিষিদ্ধ করার দাবির প্রসঙ্গে চিঠিতে বলা হয়েছে, এমন পদক্ষেপ প্রমাণ, যথাযথ আইনি প্রক্রিয়া, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, ধর্মীয় স্বাধীনতা এবং কানাডার আইনের অধীনে সমান অধিকারের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে প্রশ্ন তুলতে পারে।

চিঠিতে আরও বলা হয়েছে, ওই দুই সাংসদ ভাগবতের বিরুদ্ধে বিদ্বেষমূলক বক্তব্যের ইতিহাস, ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে হিংসার পক্ষে অবস্থান, নির্দিষ্টভাবে ভয় দেখানো এবং অপরাধী বা তালিকাভুক্ত সন্ত্রাসী সংগঠনের সঙ্গে যোগাযোগ থাকার মতো অভিযোগ করেছেন।

তবে সংগঠনগুলির দাবি, এগুলি অত্যন্ত গুরুতর অভিযোগ এবং স্পষ্ট, বিশ্বাসযোগ্য ও স্বাধীনভাবে যাচাইযোগ্য প্রমাণ ছাড়া এগুলিকে রাজনৈতিক বক্তব্যের বাইরে প্রতিষ্ঠিত সত্য হিসেবে বিবেচনা করা উচিত নয়।

ভাগবতের সফরের বিরোধিতা করা সাংসদ ও সংগঠনগুলির কাছে অভিযোগের সমর্থনে প্রমাণ প্রকাশেরও দাবি জানিয়েছে স্বাক্ষরকারী সংগঠনগুলি। তাদের বক্তব্য, কোনও প্রমাণ থাকলে তা কানাডার প্রচলিত আইন ও সরকারি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মূল্যায়ন করা উচিত।

ভাগবতের উপস্থিতিতে 'সামাজিক অস্থিরতা' তৈরি হতে পারে বা কানাডীয় নাগরিকদের নিরাপত্তা হুমকির মুখে পড়তে পারেএমন দাবিও চিঠিতে প্রশ্নের মুখে ফেলা হয়েছে। সংগঠনগুলির বক্তব্য, কানাডার অভিবাসন ও জননিরাপত্তা সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠিত আইন, বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ এবং যথাযথ আইনি প্রক্রিয়ার ভিত্তিতেই হওয়া উচিত, অনুমান বা রাজনৈতিক বক্তব্যের ভিত্তিতে নয়।

সংগঠনগুলি স্বীকার করেছে, রাজনৈতিক মতপার্থক্য, শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ এবং ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক বা রাজনৈতিক নেতাদের সমালোচনা গণতান্ত্রিক সমাজে বৈধ। তবে প্রমাণিত নয় এমন অভিযোগের ভিত্তিতে কোনও সফররত নেতাকে বাদ দিলে বহুত্ববাদ ও ন্যায্যতা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে বলে তারা সতর্ক করেছে।

চিঠিতে আরও বলা হয়েছে, ভাগবতের বিরুদ্ধে প্রচারকে অনেক কানাডীয় হিন্দু স্বাভাবিকভাবেই হিন্দুবিদ্বেষ বা 'হিন্দুফোবিয়া'-র প্রতিফলন হিসেবে দেখতে পারেন। পাশাপাশি কয়েকজন রাজনৈতিক প্রতিনিধি বা সংগঠনের মতামতকে সমস্ত কানাডীয় নাগরিক বা কানাডীয় হিন্দু সম্প্রদায়ের মতামত হিসেবে তুলে ধরা উচিত নয় বলেও জানানো হয়েছে।

চিঠিতে বলা হয়েছে, কানাডার প্রয়োজন আরও বেশি সংলাপ, বিভাজন নয়; আরও বেশি প্রমাণ, অভিযোগ নয়; রাজনৈতিক চাপ নয়, যথাযথ আইনি প্রক্রিয়া এবং এমন একটি বহুত্ববাদী পরিবেশ যেখানে কোনও সম্প্রদায়ের সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক নেতাদের স্বাগত জানানোর অধিকারকে খর্ব করা হবে না।

নথিতে কানাডা ইন্ডিয়া ফাউন্ডেশন, কানাডিয়ান হিন্দু চেম্বার অব কমার্স, হিন্দু স্বয়ংসেবক সংঘ, ভিএইচপি কানাডা, বিএপিএস ইনক, হিন্দু-শিখ ইউনিটি ফোরাম কানাডা-সহ ১০১টি সংগঠনের নাম রয়েছে। এর মধ্যে বিভিন্ন মন্দির এবং আঞ্চলিক সম্প্রদায়ভিত্তিক সংগঠনও রয়েছে। নথির শুরুতে '১০১-এরও বেশি' সংগঠনের কথা বলা হলেও শেষের অংশে স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে ৫০০-রও বেশি সংগঠন ও নাগরিক অধিকার গোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্বের দাবি করা হয়েছে।১৯২৫ সালে ভারতে প্রতিষ্ঠিত আরএসএস একটি বৃহৎ স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনে পরিণত হয়েছে। সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও জনজীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সক্রিয় একাধিক সহযোগী সংগঠনের নেটওয়ার্ক রয়েছে এর। মোহন ভাগবত ২০০৯ সাল থেকে সংগঠনের সরসংঘচালক বা প্রধানের দায়িত্বে রয়েছেন।

বাইকে ঘোরানোর নাম করে নাবালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগ, মধ্যপ্রদেশের সাতনায় গ্রেফতার ২

সাতনা, ১৯ আগস্ট (আইএএনএস): বাইকে ঘোরানোর নাম করে এক নাবালিকাকে নির্জন এলাকায় নিয়ে গিয়ে ধর্ষণের অভিযোগে দুই যুবককে গ্রেফতার করেছে মধ্যপ্রদেশের সাতনা জেলার পুলিশ। বুধবার পুলিশ জানিয়েছে, সাতনার কোলগাঁও থানার অন্তর্গত নাই বস্তি এলাকায় এই ঘটনা ঘটে।

নাবালিকা ও তার পরিবারের সদস্যদের অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ তদন্ত শুরু করে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গত ১৪ জুলাই ইনস্টাগ্রামের মাধ্যমে নাবালিকার সঙ্গে পরিচয় হয় অভিযুক্ত সঞ্জু ওরফে অংশুল সাহুর (২৪)। এরপর সোশ্যাল মিডিয়া ও ফোনের মাধ্যমে দু'জনের নিয়মিত যোগাযোগ ছিল। রেওয়া জেলার খামহারিয়া এলাকার বাসিন্দা সাহু বর্তমানে সাতনার হনুমান ধারা-নাই বস্তি এলাকায় থাকেন। অভিযোগ, গত ১৭ আগস্ট তিনি তাঁর বন্ধু সচিন ওরফে বিবেক রাওয়াতকে (১৯) সঙ্গে নিয়ে নাবালিকার বাড়িতে পৌঁছন। রেওয়া জেলার গাঙ্গেভ এলাকার বাসিন্দা রাওয়াতও বর্তমানে সাতনার হনুমান নগর-নাই বস্তি এলাকায় থাকেন।পুলিশের দাবি, দুই যুবক নাবালিকাকে বাইকে করে নাই বস্তি এলাকায় নিয়ে যায় এবং তাকে বাইকে ঘোরানোর কথা বলে। সেখানে সাহু নাবালিকাকে যৌন নির্যাতন করেন বলে অভিযোগ। নাবালিকা বাধা দেওয়ার চেষ্টা করলে তাকে ভয় দেখিয়ে হুমকি দেওয়া হয় বলেও অভিযোগ।

নারী সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে সচেতনতামূলক কর্মসূচি আয়োজন করবে ত্রিপুরা মহিলা কমিশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৮ আগস্ট:ত্রিপুরা মহিলা কমিশনের উদ্যোগে আগামী ২১ আগস্ট থেকে ৩১ আগস্ট পর্যন্ত গোমতী ও দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার বিভিন্ন ব্লকে একাধিক সচেতনতামূলক কর্মসূচির আয়োজন করা হবে। মহিলাদের সঙ্গে সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করাই এই কর্মসূচির মূল লক্ষ্য।কর্মসূচিতে মহিলাদের স্বাস্থ্য ও সুস্থতা, মানব পাচার, সাইবার নিরাপত্তা, গার্হস্থ্য হিংসা, পিওএসএইচ অ্যাক্ট, বাল্যবিবাহ এবং মাদকাসক্তি সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা ও সচেতনতামূলক কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হবে। মহিলা ও কিশোরীদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করা, তাঁদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা প্রতিরোধে জনসচেতনতা গড়ে তোলার ওপর কর্মসূচিতে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে।

এই কর্মসূচিতে ২১ আগস্ট দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার ভারতচন্দ্রনগর, বকাফা, রাজনগর ও ঋষ্যমুখ এবং ৩১ আগস্ট জোলাইবাড়ি, সাতচাঁদ, পোয়াংবাড়ি ও রূপাইছড়ি ব্লকে এই কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হবে। পাশাপাশি গোমতী জেলায় ২৫ আগস্ট করবুক, শিলাছড়ি, অমরপুর ও অম্পি এবং ২৭ আগস্ট, তেপানিয়া, কাকড়াবন, কিল্লা ও মাতাবাড়ি ব্লকে অনুরূপ এই কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হবে।

সীমান্তঘেঁষা কাঁঠালছড়ি গ্রামে দুর্গাপূজার প্রস্তুতি, বাজেট ১ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা

সাব্রুম, ১৮ আগস্ট:দুর্গাপূজাকে সামনে রেখে প্রস্তুতি শুরু হয়েছে সাব্রুম নগর পঞ্চায়েতের ৯ নম্বর ওয়ার্ডের বাংলাদেশ সীমান্তঘেঁষা কাঁঠালছড়ি গ্রামে। কাঁটাতারের বেড়ার এপারে ভারতের অংশে অবস্থিত এই গ্রামের অধিকাংশ মানুষই কৃষিকাজের উপর নির্ভরশীল।সবুজে ঘেরা মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশে অবস্থিত কাঁঠালছড়ি গ্রামটি বরাবরই নজর কাড়ে। গ্রামের সর্বস্তরের মানুষের অংশগ্রহণে প্রতিবছরই এখানে দুর্গাপূজার আয়োজন করা হয়। এবছরও তার ব্যতিক্রম হচ্ছে না। দুর্গাপূজার আর প্রায় ৬০ দিন বাকি থাকতেই পূজার প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছেন উদ্যোক্তারা।পূজার আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এবছর প্রায় ১ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা বাজেট ধরে দুর্গাপূজার আয়োজন করা হচ্ছে। পূজাকে কেন্দ্র করে গ্রামের সকল স্তরের মানুষ একত্রিত হয়ে আনন্দ-উৎসবে মেতে ওঠেন। ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের পাশাপাশি পারস্পরিক সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যের পরিবেশও তৈরি হয় গোটা গ্রামজুড়ে। তবে সীমান্তঘেঁষা এই গ্রামের দুর্গাপূজার আয়োজনে রয়েছে কিছু বিশেষ বিধিনিষেধ। উদ্যোক্তারা জানান, কাঁটাতারের ওপারেই বাংলাদেশ সীমান্ত। সীমান্তের নিরাপত্তা ও নির্ধারিত নিয়মের কারণে পূজার দিনগুলিতে রাত ১০টার মধ্যেই যাবতীয় আয়োজন শেষ করতে হয়।সীমান্তের কাঁটাতারের এপারে ছোট্ট এই গ্রামে দুর্গাপূজাকে ঘিরে ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে উৎসাহ-উদ্দীপনা। কৃষিনির্ভর গ্রামটির মানুষজন এখন অপেক্ষায় উৎসবের দিনগুলির।

Page 3_5_7- JAGARAN.pmd 2 20-08-2026, 00:35

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

পিঠ পরিষ্কার রাখার সহজ ৫টি কৌশল

স্নানের সময় পিঠে হাত না পৌঁছলেই সমস্যা নেই, পরিষ্কার করার এই ৫ কায়দা জেনে নিন

রূপচর্চা বা শরীর পরিষ্কার করার তালিকায় আমরা মুখ, হাত কিংবা পায়ের দিকে যতটা নজর দিই, পিঠের যত্ন কিন্তু প্রায়ই উপেক্ষিত থেকে যায়। কারণটা খুবই সাধারণ স্নানের সময় শরীরের পিছন দিকে হাত না পৌঁছনো। তবে পিঠের সঠিক যত্ন না নিলে সেখানে মৃত কোষ জমা, স্ক্যাল্প থেকে গড়িয়ে পড়া কন্ডিশনার জমে রোমকূপ বন্ধ হওয়া এবং এর ফলে পিঠে ব্রণ বা 'ব্যাকনে-র মতো সমস্যা তৈরি হয়। চিকিৎসকদের মতে, পিঠ পরিষ্কার রাখতে অতিরিক্ত কষ্ট করার প্রয়োজন নেই; সঠিক কিছু উপাদানের ব্যবহারে হাত না পৌঁছালেও পিঠ রাখা সম্ভব একদম পরিষ্কার ও সতেজ।

নিয়মিত স্নানের সময় পিঠ পরিষ্কার রাখার সহজ ৫টি কৌশল:

বাজারচলতি লম্বা হাতলযুক্ত কাঠের বডি ব্রাশ বা দুই প্রান্তে হাতল থাকা কাপড়ের 'ব্যাক স্ক্রাবার' ব্যবহার করা সবচেয়ে সহজ উপায়। এগুলো হাতল ধরে সহজেই পিঠের মাঝখানে পৌঁছানো যায় এবং আলতো হাতে ঘষলে ত্বকের মৃত কোষ উঠে যায়। আজকাল সিলিকন উপাদানে তৈরি ডাবল-সাইডেড ব্যাক স্ক্রাইভার স্ট্র্যাপ অত্যন্ত জনপ্রিয়। এটি ধরে পিঠের ওপর-নিচে ঘষলে স্ক্যাল্প বা পিঠের অতিরিক্ত তেল কেটে যায় এবং রক্ত সঞ্চালন বৃদ্ধি পায়। স্নানের সময় সরাসরি হাত দিয়ে ঘষা সম্ভব না হলে বডি ওয়াশ একটি বড় লুফায় নিয়ে প্রচুর ফেনা তৈরি করে পিঠের ওপর চাপ দিন। এরপর শাওয়ারের জলের প্রেসার বাড়িয়ে পিঠ ধুয়ে ফেলুন। জলের তোড়েই সিংহভাগ ধুলোবালি ধুয়ে পরিষ্কার হয়ে যায়।

সপ্তাহে অন্তত একদিন চালের গুঁড়ো, বেসন ও দইয়ের মিশ্রণ কিংবা ভালো মানের বডি স্ক্রাব লম্বা স্ক্রাবারে মাখিয়ে পিঠে ব্যবহার করুন। এটি পিঠের রোমকূপ উন্মুক্ত করে এবং ব্রণের প্রবণতা কমায়।

শ্যাম্পু বা কন্ডিশনার ব্যবহারের সময় চুল সামনের দিকে এনে ধোওয়া উচিত। পিঠের ওপর কন্ডিশনার লাগলে তা থেকে ব্যাকটেরিয়া ও চটচটে ভাব তৈরি হয়, যা জল দিয়ে খুব ভালোভাবে ধুয়ে ফেলা জরুরি।

পিঠের যত্ন কেবল সৌন্দর্যের অংশ নয়, এটি ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতারও অত্যন্ত জরুরি অঙ্গ। প্রতিদিন স্নানের সময় এই সামান্য কয়েকটি নিয়ম মেনে চললেই ত্বক থাকবে একদম মসৃণ ও স্বাস্থ্যোজ্জ্বল।

তালের মুচমুচে লুচি

ভাদ্র মাস মানেই বাঙালির রান্নাঘরে তালের সুগন্ধ। তাল দিয়ে ক্ষীর, পায়েস বা তালের বড়া তো বছর বছর তৈরি হয়ই, তবে এবারের উৎসবের মরসুমে প্রাতরাশ বা সান্ধ্যকালীন জলখাবারে একটু বদল আনতে পারেন। অত্যন্ত সহজ উপায়ে ঘরেই বানিয়ে ফেলা যায় মুচমুচে অথচ নরম তুলতুলে 'তালের লুচি'। স্বাদ ও গন্ধে যা যেকোনও সাধারণ লুচিকে অনায়াসে টেক্কা দিতে পারে।

যা যা লাগবে

গমের আটা বা ময়দা — ২ কাপ

ঘন তালের কাথ বা পাল্প — ১/২ কাপ

গুঁড়ো চিনি — ২ টেবিল চামচ

মৌরি (সামান্য থেঁতো করা) — ১/২ চা চামচ

ঘি বা সাদা তেল (ময়ান দেওয়ার জন্য) — ২ টেবিল চামচ

নুন — এক চিমটে

ছাঁকা তেলে ভাজার জন্য — পরিমাণমতো সাদা তেল

এভাবে তৈরি করুন

পাকা তাল ভালো করে ধুয়ে ছাল ছাড়িয়ে অল্প জল দিয়ে চটকে ঘন নির্যাস বের করে নিন। সেই নির্যাস সুতির কাপড়ে বা খাঁজকাটা ছাঁকনিতে ছেঁকে দিন, যাতে কোনও আঁশ না থাকে। এরপর কড়াইতে তালের নির্যাস ও গুঁড়ো চিনি একসঙ্গে দিয়ে হালকা আঁচে ৪-৫ মিনিট ফুটিয়ে একটু ঘন করে নিন এবং ঠান্ডা হতে দিন। একটি বড় পাত্রে ময়দা, এক চিমটে নুন, সামান্য থেঁতো করা মৌরি এবং ২ চামচ গরম ঘি বা তেল দিন। এবার হাত দিয়ে ময়দা ভালো করে ঘষে ঘষে ময়ান দিন। ময়ান যত ভালো হবে, লুচি ততটাই ফুলকো হবে।

এবার ময়দার মধ্যে জল না দিয়ে, আগে থেকে তৈরি রাখা ঘন তালের নির্যাস অল্প অল্প করে মেশাতে থাকুন। ভালো করে ঠেসে ঠেসে নরম অথচ শক্ত একটি মণ্ড তৈরি করুন। প্রয়োজন মনে হলে খুব সামান্য হালকা গরম জল ব্যবহার করতে পারেন। মণ্ড তৈরি হলে ঢাকনা দিয়ে ১৫-২০ মিনিট রেখে দিন। এবার মণ্ড থেকে ছোট ছোট লেচি কেটে নিন। বেলনিতে সামান্য তেল মাখিয়ে হালকা হাতে গোল গোল করে লুচির আকারে বেলে নিন। কড়াইতে পর্যাপ্ত পরিমাণে সাদা তেল ধোঁয়া ওঠা গরম করে নিন। এবার একটি করে লুচি ফুটন্ত তেলে ছেড়ে ছাঁকা চামচ দিয়ে হালকা চাপ দিন। চোখের পলকে ফুলকো ও সোনালি রঙের তালের লুচি ভেসে উঠবে। গরম গরম তালের লুচি আলুর দম, ছোলার ডাল কিংবা ঘড়া তালের ক্ষীরের সঙ্গে পরিবেশন করুন। তালের মিষ্টি সুবাস ও মৌরির সোঁদা গন্ধে এই পদটি জমে উঠবে নিমেষেই।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এখন ঘরে ঘরে

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা এখন ঘরের অন্দরে পৌঁছে গিয়েছে। স্কুলের জটিল অঙ্ক মেলাতেই হোক কিংবা মনের গহিনের না-বলা কথা ভাগ করে নেওয়া, আজকের নতুন প্রজন্মের কিশোর-কিশোরীরা প্রযুক্তির সঙ্গে দিনরাত এক করে ফেলছে। এত দিন স্কুলের হোমওয়ার্ক নিয়ে ফাঁকিবাজির যে অবাধ সুযোগ ছিল, নতুন নিয়মে কিন্তু তাতে এক নিমেষে তালা পড়ে গেল। আগে যেখানে চ্যাটবটে প্রশ্ন লিখে দিলেই মুহূর্তের মধ্যে তৈরি হয়ে যেত আস্ত প্রবন্ধ বা জটিল অঙ্কের সমাধান, এখন আর তা হবে না। থালায় সাজিয়ে সরাসরি উত্তর দেওয়ার বদলে চ্যাটবট এবার থেকে ছাত্র ছাত্রীদের পথপ্রদর্শক হিসেবে সাহায্য করবে। অর্থাৎ কীভাবে পড়াশোনা করলে উত্তরটা নিজে থেকে বের করা যায়, ধাপে ধাপে সেই পথ বাতলে দেবে সে। সহজ কথায়, নিজের মাথা না খাটিয়ে চটজলদি টুকে নেওয়ার দিন এবার শেষ। শুধু পড়াশোনাই নয়, সবচেয়ে বড় বাঁধন দেওয়া হয়েছে কিশোর মনের সুরক্ষায়। নিজের ক্ষতি করা, খাওয়া-দাওয়ার বিশৃঙ্খলা কিংবা প্রাপ্তবয়স্কদের উপযোগী কোনও প্রসঙ্গ উঠলেই চ্যাটবট কথা বলা একেবারে বন্ধ করে দেবে। আসলে ২০২৫ সালে আমেরিকার 'কমন সেন্স মিডিয়া'-র এক সমীক্ষায় দেখা গিয়েছিল, ওখানকার প্রায় ৭০ শতাংশ কিশোর-কিশোরী একাকীত্ব কাটাতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা রোবটের সঙ্গেই আড্ডা দিচ্ছে! মানুষের সঙ্গে বন্ধুত্ব ছেড়ে যন্ত্রকে রক্তমাংসের মানুষ ভেবে ভুল করছে অনেকে। কিশোর মনের এই বিপজ্জনক মোহের কথা মাথায় রেখেই নতুন ব্যবস্থায় চ্যাটবট সাফ জানিয়ে দেবে, সে শুধুই একটা যন্ত্র, তার নিজের কোনও অনুভূতি বা আবেগ নেই। সবচেয়ে বড় চমক আনা হয়েছে অভিভাবকদের নজরদারিতে। মা-বাবারা নিজেদের অ্যাকাউন্টের সঙ্গে সন্তানের অ্যাকাউন্ট জুড়ে দিয়ে নির্দিষ্ট 'কোয়ায়েট আওয়ার্স' বা পড়ার সময় বেঁধে দিতে পারবেন, যাতে ওই সময়ে চ্যাটবট কোনওভাবেই খোলা না যায়। তবে ব্যক্তিগত চ্যাট লুকিয়ে পড়ার সুযোগ না থাকলেও, সন্তান যদি কোনও বড় বিপদে পড়তে যায়, যেমন নিজেকে শেষ করার ভাবনা বা খাওয়ার মারাত্মক অনিয়ম, তখনই স্বয়ংক্রিয়ভাবে অভিভাবকের ফোনে পৌঁছে যাবে জরুরি সতর্কবার্তা। কিশোর ও অভিভাবক উভয়ের সম্মতিতেই এই নজরদারি চালু করা যাবে। তবে ওপেনএআই-এর গ্লোবাল পলিসি ভাইস প্রেসিডেন্ট অ্যান ও'লিয়ারি স্পষ্ট জানিয়েছেন, মা-বাবা এই ব্যবস্থা চালু না করলেও চ্যাটবটের সুরক্ষা দেওয়াল নিজে থেকেই ছোটদের সুরক্ষিত রাখবে। ১৮ বছরের কম বয়স লুকিয়ে বড়দের মতো কথা চালালেও প্রযুক্তির বুদ্ধিমান নজরদারি স্বয়ংক্রিয়ভাবে তাদের এই নিরাপদ গণ্ডিতেই আটকে দেবে।

বর্ষাকালে জামাকাপড়ে ভিজা গন্ধ কীভাবে দূর করবেন

বর্ষাকাল মানেই একদিকে স্বস্তির বৃষ্টি, অন্যদিকে জামাকাপড় শুকানো নিয়ে নিত্যদিনের ঝামেলা। রোদ না থাকায় অনেক সময় কাপড় ভালোভাবে শুকোয় না। তার উপর ঘাম, শরীরের আর্দ্রতা এবং দীর্ঘক্ষণ ভেজা অবস্থায় থাকার কারণে ধোয়া কাপড়েও একটা স্যাঁতসেঁতে বা ঘামের গন্ধ থেকে যায়। বিশেষ করে স্কুলের পোশাক, তোয়ালে, মোজা বা সিন্থেটিক কাপড়ে এই সমস্যা বেশি চোখে পড়ে। তবে কয়েকটি সহজ ঘরোয়া পদ্ধতি মেনে চললে এই গন্ধ অনেকটাই কমানো যায়।

কাপড় ধোয়ার আগে ভিজিয়ে রাখুন যে কাপড়ে ঘামের গন্ধ বেশি, সেগুলি অন্যান্য কাপড়ের সঙ্গে সরাসরি না দিয়ে কিছুক্ষণ আলাদা করে ভিজিয়ে রাখতে পারেন। সাধারণ ডিটারজেন্ট মেশানো জলে ভিজিয়ে রাখলে কাপড়ের জমে থাকা ঘাম ও ময়লা আলগা হতে সাহায্য করে। এরপর স্বাভাবিক নিয়মে ধুয়ে নিন।

ভেজা কাপড় জমিয়ে রাখবেন না

বর্ষাকালে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলঘামে ভেজা বা সামান্য ভেজা কাপড় দীর্ঘক্ষণ ঝুড়িতে ফেলে না রাখা। এতে আর্দ্র পরিবেশ তৈরি হয় এবং দুর্গন্ধ আরও বাড়তে পারে। সম্ভব হলে কাপড় দ্রুত ধুয়ে ফেলুন এবং ভালোভাবে শুকিয়ে নিন। কাপড় মেলার সময় একটু ফাঁক রাখুন বৃষ্টির দিনে ঘরের ভিতরে কাপড় শুকোতে হলে একটির সঙ্গে আরেকটি কাপড় গায়ে গায়ে লাগিয়ে মেলবেন না। প্রতিটি কাপড়ের মধ্যে কিছুটা জায়গা রাখুন, যাতে বাতাস চলাচল করতে পারে। জানালার কাছে বা বাতাস চলাচল করে এমন জায়গায় কাপড় মেললে শুকোতে সুবিধা হবে। ভিনিগার ব্যবহার করতে পারেন কিছু ক্ষেত্রে সাদা ভিনিগার কাপড়ের দুর্গন্ধ কমাতে সাহায্য করতে পারে। ধোয়ার সময় অল্প পরিমাণ সাদা ভিনিগার ব্যবহার করা যায়। তবে ব্লিচের সঙ্গে কখনও ভিনিগার মেশাবেন না, কারণ এতে ক্ষতিকর গ্যাস তৈরি হতে পারে। কোনও নতুন কাপড়ে ব্যবহার করার আগে কাপড়ের পরিচর্যার নির্দেশিকাও দেখে নেওয়া ভালো। কাপড় পুরোপুরি শুকিয়েছে কি না দেখুন কাপড় বাইরে থেকে শুকনো মনে হলেও ভাঁজের জায়গা বা মোটা অংশে আর্দ্রতা থেকে যেতে পারে। তাই আলমারিতে রাখার আগে কাপড়টি সম্পূর্ণ শুকনো কি না দেখে নিন। সামান্য স্যাঁতসেঁতে কাপড়ও দীর্ঘদিন বন্ধ জায়গায় রাখলে দুর্গন্ধ তৈরি করতে পারে।

আলমারিতেও নজর দিন

অনেক সময় সমস্যাটা কাপড়ে নয়, আলমারির ভিতরের আর্দ্রতায়। বর্ষাকালে আলমারি নিয়মিত কিছুক্ষণ খোলা রাখুন এবং কাপড় খুব গাদাগাদি করে রাখবেন না। আলমারির ভিতর আর্দ্রতা বেশি হলে দুর্গন্ধের পাশাপাশি ছত্রাকও তৈরি হতে পারে।

বেগুনসহ বাজারের একাধিক সবজিতে বিষ

চকচকে বেগুন দেখলেই কি ব্যাগ ভরে কিনে আনেন? তবে এই নিখুঁত আর সুন্দর সবজির আড়ালেই লুকিয়ে রয়েছে মারাত্মক বিষ। অতিরিক্ত রাসায়নিক সার ও কীটনাশক দিয়ে এগুলোকে এমন লোভনীয় করে তোলা হয়। বাজারে গিয়ে একটু খুঁত থাকা বা পোকায় খাওয়া সবজি আমরা সাধারণত এড়িয়ে চলি। অথচ কৃষি বিশেষজ্ঞদের মতে এই ধরনের সবজিতেই রাসায়নিকের প্রয়োগ সবচেয়ে কম হয়। তাই খুব বেশি নিখুঁত সবজি দেখার বদলে স্বাভাবিক চেহারার সবজি কেনা বুদ্ধিমানের কাজ। অনেক সময় দেখা যায় পটল বা কাঁচা লঙ্কার রং অস্বাভাবিক রকমের সবুজ। এই ধরনের সবজিতে ম্যালাকাইট গ্রিন নামের এক মারাত্মক রাসায়নিক মেশানো হয় যা শরীরে ক্যানসারের ঝুঁকি বাড়ায়। তাই অতিরিক্ত উজ্জ্বল বা গাঢ় রঙের সবজি কেনা থেকে বিরত থাকাই ভালো। সবজিতে কীটনাশকের উপস্থিতি বোঝার আরও একটি সহজ উপায় হল গন্ধ। যদি কোনও সবজি থেকে স্বাভাবিক গন্ধের বদলে ওষুধের মতো উটকো গন্ধ বেরোয়, তবে তা এড়িয়ে চলুন। কারণ অতিরিক্ত স্প্রে করার ফলেই সবজির গায়ে এমন গন্ধ থেকে যায়। অসময়ের ফুলকপি, বেগুন দেখলে লোভ হয়? কিন্তু এই অসময়ের ফসল ফলাতে কৃষকরা বাধ্য হয়ে প্রচুর রাসায়নিক ব্যবহার করেন। তাই সুস্থ থাকতে সব সময় মরসুমি সবজি খাওয়ার অভ্যাস তৈরি করা জরুরি। শুধু জলে ধুলে বিষ যায় না। এক গামলা জলে ১ চা চামচ বেকিং সোডা দিয়ে সবজি ১৫ মিনিট ভিজিয়ে রাখুন, তারপর পরিষ্কার জলে ধুয়ে নিন। হাতের কাছে বেকিং সোডা না থাকলে? হালকা গরম জলে ভিনিগার বা নুন মিশিয়ে ধুলেও কীটনাশকের প্রভাব অনেকটা কমে যায়। খোসা ছাড়িয়ে খাবেন বলেও আগে ধোয়া মাস্ট। মনে রাখবেন, দেখতে খারাপ হলেও প্রাকৃতিক সবজিই শরীরের জন্য সবচেয়ে নিরাপদ। তাই বাইরের চাকচিক্যে না ভুলে সঠিক সবজি চেনার কৌশল আজই জেনে নিন।

বৃষ্টিভেজা দিনে পাতে উঠুক 'এঁচোড়ের খিচুড়ি'

বর্ষার মেঘলা আকাশ কিংবা ছুটির আলসে দুপুরে পাত পেড়ে ধোঁয়া ওঠা খিচুড়ি খাওয়ার মজাই আলাদা। তবে চাল-ডালের খিচুড়িতে একটু বৈচিত্র্য আনতে যুক্ত করতে পারেন 'গাছ পাঁঠা' অর্থাৎ এঁচোড়। আমিষ বা নিরামিষযেকোনো পদের স্বাদকে টেক্কা দিতে পারে এই বিশেষ 'এঁচোড়ের খিচুড়ি'। ঘরোয়া কিছু সাধারণ উপকরণ দিয়ে কীভাবে তৈরি করবেন রেস্তোরাঁ স্বাদের এই পদ, রইল তার সহজ রেসিপি।

যা যা লাগবে—

গোবিন্দভোগ চাল: ২৫০ গ্রাম

সোনা মুগ ডাল: ২৫০ গ্রাম

এঁচোড়: ৩০০ গ্রাম (ডুমো ডুমো করে কাটা) আলু: ২টি (মাঝারি মাপে কাটা) আদা বাটা: ১ টেবিল চামচ জিরে গুঁড়ো: ১ চা চামচ হলুদ গুঁড়ো: ১ চা চামচ কাশ্মীরি লঙ্কা গুঁড়ো: ১ চা চামচ কাঁচা লঙ্কা: ৪-৫টি (মাঝখান থেকে চেরা)

গোটা ফোড়ন: গোটা জিরে (১/২ চা চামচ), তেজপাতা (২টি), শুকনো লঙ্কা (২টি), গোটা গরম মশলা (এলাচ, লবঙ্গ ও দারচিনি)

ঘি: ২ টেবিল চামচ

সরষের তেল: পরিমাণমতো

নুন ও চিনি: স্বাদ অনুযায়ী

এভাবে রান্না করুন

প্রথমে কেটে রাখা এঁচোড়ের টুকরোগুলো নুন ও সামান্য হলুদ গুঁড়ো দিয়ে প্রেশার কুকারে একটি সিটি দিয়ে ভাপিয়ে নিন। সেদ্ধ হয়ে গেলে জল ঝরিয়ে সরিয়ে রাখুন। শুকনো কড়াইতে সোনা মুগ ডাল হালকা লালচে ও সুগন্ধ বেরোনো পর্যন্ত ভেজে ধুয়ে নিন। গোবিন্দভোগ চাল ভালো করে ধুয়ে জল ঝরিয়ে রাখতে হবে। কড়াইতে সরষের তেল গরম করে ভাপানো এঁচোড় ও আলুর টুকরোগুলো সামান্য নুন-হলুদ ছড়িয়ে লালচে করে ভেজে তুলে নিন। ওই তেলেই তেজপাতা, শুকনো লঙ্কা, গোটা জিরে এবং গোটা গরম মশলা ফোড়ন দিন। সুন্দর গন্ধ বেরোলে আদা বাটা, জিরে গুঁড়ো, হলুদ গুঁড়ো, কাশ্মীরি লঙ্কা গুঁড়ো এবং সামান্য জল দিয়ে মশলা ভালো করে কষিয়ে নিন। কষানো মশলার মধ্যে ভেজে রাখা আলু, এঁচোড়, ভাজা ডাল এবং ধুয়ে রাখা গোবিন্দভোগ চাল দিয়ে মাঝারি আঁচে ২-৩ মিনিট হালকা হাতে নেড়ে নিন। অন্য একটি পাত্রে পরিমাণমতো জল ফুটিয়ে নিন। এবার চাল-ডাল ও এঁচোড়ের মিশ্রণটি গরম জলে ঢেলে দিন। সঙ্গে স্বাদমতো নুন ও চেরা কাঁচা লঙ্কা যোগ করে ঢেকে দিন। চাল ও ডাল সেদ্ধ হওয়া পর্যন্ত মাঝারি আঁচে ফুটতে দিন। চাল-ডাল ভালোভাবে সেদ্ধ হয়ে মাখামাখা হয়ে এলে স্বাদ অনুযায়ী সামান্য চিনি মিশিয়ে দিন। সবশেষে ওপর থেকে দুই চামচ গাওয়া ঘি ও সামান্য গরম মশলা গুঁড়ো ছড়িয়ে আঁচ বন্ধ করে ৫ মিনিট ঢাকা দিয়ে রাখুন। গরম গরম এঁচোড়ের খিচুড়ির সঙ্গে বেগুন ভাজা, আলুর চপ বা একটু আম তেল পরিবেশন করলেই তৈরি বৃষ্টিদিনের নিখুঁত ভূরিভোজ।

সর্দিতে নাক বন্ধ? ভুলেও বারবার নাক ঝাড়বেন না

ঋতু পরিবর্তনের সময় সর্দি হলেই সবচেয়ে বড় জ্বালা হল নাক বন্ধ হয়ে যাওয়া। শ্বাস নিতে কষ্ট হয়, মাথার ভেতরটা যেন ভার হয়ে থাকে। আর এমন হলে অনেকেই বারবার রুমাল বা টিস্যু দিয়ে জোর করে নাক ঝাড়তে শুরু করেন। কিন্তু চিকিৎসকদের মতে, এইভাবে জোরে ও বারবার নাক ঝাড়লে সমস্যা আরও বাড়তে পারে। নাকের ভেতরের সংবেদনশীল অংশে জ্বালা বা ক্ষত তৈরি হতে পারে, এমনকী রক্তপাতও হতে পারে। ফলে নাক আরও বেশি বন্ধ লাগতে পারে। তাহলে কী করবেন? ওষুধের দোকানে যাওয়ার আগে একদম সাধারণ ৫টি উপায়ে নাক বন্ধের সমস্যা থেকে কিছুটা স্বস্তি পেতে পারেন:

গরম বাষ্প নিন: গরম শাওয়ারের বাষ্প বা নিরাপদভাবে উষ্ণ বাষ্প নিলে নাকের ভেতরের জমে থাকা শ্লেষ্মা কিছুটা পাতলা হতে পারে। ফলে নাক বন্ধের সমস্যা থেকে সাময়িক আরাম মিলতে পারে। তবে ফুটন্ত জলের পাত্রের ওপর মুখ নিয়ে সরাসরি ভাপ নেওয়া উচিত নয়, এতে পুড়ে যাওয়ার ঝুঁকি থাকে। প্রচুর জল পান করুন: সর্দি হলে পর্যাপ্ত জল পান করা জরুরি। হালকা গরম জল, ঈষদুষ্ণ চা বা গরম সুপ খান। পর্যাপ্ত তরল পান করলে শরীর হাইড্রেটেড থাকে এবং ঘন শ্লেষ্মা কিছুটা পাতলা হতে সাহায্য করতে পারে। নুন জলের ড্রপ: নাক পরিষ্কার রাখতে ফার্মেসিতে পাওয়া স্টেরাইল স্যালাইন নাসাল ড্রপ বা স্প্রে ব্যবহার করা যেতে পারে। এটি নাকের ভেতরের জমে থাকা শ্লেষ্মা ও ময়লা পরিষ্কার করতে এবং নাক বন্ধের সমস্যা থেকে কিছুটা স্বস্তি দিতে সাহায্য করতে পারে। ঘরে তৈরি নুনজল নাকে দেওয়ার ক্ষেত্রে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও জলের নিরাপত্তার বিষয়টি অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে। গরম সেঁক দিন: একটি পরিষ্কার তোয়ালে হালকা গরম জলে ভিজিয়ে নিংড়ে নিন। তারপর সেটি নাকের ওপর ও কপালজুড়ে কিছুক্ষণ ধরে রাখতে পারেন। এতে উষ্ণতার কারণে আরাম মিলতে পারে এবং নাক ও মুখের আশপাশের চাপ বা অস্বস্তি কিছুটা কমতে পারে। মাথা উঁচু করে ঘুমান: রাতে শুলেই যেন নাক আরও বেশি বন্ধ হয়ে আসে। তাই ঘুমানোর সময় মাথা সামান্য উঁচুতে রাখার চেষ্টা করুন। এতে নাক বন্ধ থাকার কারণে তৈরি হওয়া অস্বস্তি কিছুটা কমতে পারে এবং শ্বাস নিতে আরাম লাগতে পারে। কখন ডাক্তারের কাছে যাবেন? তবে মনে রাখবেন, এই ঘরোয়া উপায়গুলো সাধারণ সর্দির ক্ষেত্রে সাময়িক উপশমের জন্য। যদি নাক বন্ধের সমস্যা কয়েকদিনেও না কমে বা ক্রমশ বাড়তে থাকে, তীব্র মাথা ব্যথা বা কান ব্যথা শুরু হয়, কিংবা সঙ্গে দীর্ঘস্থায়ী বা বেশি জ্বর আসে, তবে মোটেই দেরি করবেন না।

মানি প্ল্যান্টের পাতা হলুদ হয়ে যাওয়া কি গাছ মরে যাওয়ার ইঙ্গিত?

ঘরের বাতাস পরিশ্রুত রাখার পাশাপাশি অন্দরমহলের সৌন্দর্য বাড়াতে প্রায় প্রতিটি গৃহস্থালিতেই মানি প্ল্যান্টের দেখা মেলে। তবে অনেকেই হঠাৎ লক্ষ্য করেন সাধের মানি প্ল্যান্টের সবুজ পাতাগুলো আস্তে আস্তে হলুদ হতে শুরু করেছে। সাধারণ গৃহস্থদের মনে প্রশ্ন জাগে, পাতা হলুদ হওয়া মানেই কি গাছটি ধীরে ধীরে মরে যাচ্ছে? বিশেষজ্ঞদের মতে, পাতা হলুদ হওয়া গাছের মৃত্যুর চূড়ান্ত লক্ষণ নয়; বরং এটি একটি সতর্কবার্তা বা গাছের শারীরিক অসমতার প্রাথমিক লক্ষণ। সঠিক সময়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিলে গাছটিকে সম্পূর্ণ সতেজ ও প্রাণবন্ত করে তোলা সম্ভব।

কেন হলুদ হয় মানি প্ল্যান্টের পাতা?

মানি প্ল্যান্টের পাতা হলুদ হওয়ার প্রধান কারণ ভুল মাত্রায় জল প্রয়োগ। টবের মাটি অতিরিক্ত ভিজে বা কর্দমাক্ত থাকলে গোড়া পচতে শুরু করে, যা পাতায় হলুদ ছোপ তৈরি করে। আবার দীর্ঘকাল জল না পেলেও জলশূন্যতায় পাতা হলুদ ও রুক্ষ হয়ে পড়ে। অতিরিক্ত কড়া রোদ সরাসরি পাতায় লাগলে পাতা পুড়ে হলুদ হয়ে যায়। অন্যদিকে, একেবারে অন্ধকার বা আলো-বাতাসহীন জায়গায় রাখলেও ক্লোরোফিল তৈরি বন্ধ হয়ে পাতা বিবর্ণ হতে থাকে। মাটিতে নাইট্রোজেন, পটাশিয়াম বা ম্যাগনেসিয়ামের ঘাটতি হলে পাতা হলুদ হয়। আবার প্রয়োজনের চেয়ে বেশি কেমিক্যাল সার দিলে 'ফার্টিলাইজার বার্ন' হয়ে গাছ দুর্বল হয়ে পড়ে। টবে অতিরিক্ত ক্লোরিন বা ফ্লোরাইডযুক্ত শক্ত জল ব্যবহার করলেও মানি প্ল্যান্টের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। মাটির উপরের স্তর অন্তত এক ইঞ্চি শুকোলে তবেই পুনরায় জল দিন। টবের নিচে যেন জল নিষ্কাশনের সুব্যবস্থা থাকে। গাছটিকে সরাসরি কড়া রোদে না রেখে এমন জায়গায় রাখুন যেখানে প্রচুর পরোক্ষ আলো ও বাতাস চলাচল করে। পাশাপাশি, হলুদ হয়ে যাওয়া পাতাগুলোকে কাঁচি দিয়ে কেটে ফেলে দিন, যাতে গাছের সার্বিক পুষ্টি নষ্ট না হয়। সামান্য যত্ন ও নজরাদারিতেই আপনার মানি প্ল্যান্ট আবার নতুন সবুজ পাতায় ভরে উঠবে।

মুখ্যমন্ত্রী

● **প্রথম পাতার পর**

ও অর্থনৈতিক দূরদর্শিতার কথা স্মরণ করে তিনি বলেন, ১৯৩৫ সালে মহারাজা আগরতলা পুরসভা গঠন করেছিলেন, যা ভারতের প্রাচীনতম পুরসভাগুলোর অন্যতম। ট্রেজারি স্থাপন এবং ব্যাংক প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তিনি তৎকালীন রাজ্যে আর্থিক শৃঙ্খলার ভিত তৈরি করেছিলেন। তাঁর সেই উন্নয়ন ভাবনাকে অনুসরণ করেই বর্তমান সরকার রাজ্যের পরিকাঠামো ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন আনছে। শিক্ষাক্ষেত্রে মহারাজা বীর বিক্রমের অবদানের কথা তুলে ধরে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, মহারাজাই ত্রিপুরায় উচ্চশিক্ষার ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন। এমবিবি কলেজ থেকে আজকের এমবিবি বিশ্ববিদ্যালয়, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, আর্ট কলেজ সহ শিক্ষাক্ষেত্রের বহু গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানের পিছনে তাঁর দূরদর্শী চিন্তার অবদান রয়েছে। তৎকালীন সময়ে জার্মানি, আমেরিকা ও ইতালি সফর করে তিনি বিশ্বমানের শিক্ষা ও স্থাপত্যের ধারণা অর্জন করেছিলেন এবং সেই অভিজ্ঞতাকে ত্রিপুরার উন্নয়নে কাজে লাগিয়েছিলেন।

বাংলার সাহিত্য ও সংস্কৃতির সঙ্গে ত্রিপুরার ঐতিহাসিক ও আত্মিক সম্পর্কের প্রসঙ্গ তুলে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, মহারাজা রত্ন মাণিক্য থেকে মহারাজা বীর বিক্রম মাণিক্যের সঙ্গে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিবিড় সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। কবিগুরুকে ”ভারত ভাস্কর” উপাধিতে ভূষিত করার মধ্য দিয়ে মাণিক্য রাজবংশের মহানুভবতার পরিচয় পাওয়া যায়। বাংলা ও ত্রিপুরার মধ্যে যে আত্মিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক, তা মাণিক্য রাজবংশই সুদৃঢ় করেছিল। ১৯৪১ সালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় মহারাজা বীর বিক্রম দুর্গত মানুষকে আশ্রয় দিয়েছিলেন, যা মানবিকতার এক অনন্য দৃষ্টান্ত।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, মহারাজা ও মাণিক্য রাজাদের আমলে তৈরি ঐতিহাসিক স্থাপত্য ও ঐতিহ্যকে সংরক্ষণ করে সেগুলিকে রাজ্যের পর্যটন ও অর্থনৈতিক বিকাশের সঙ্গে যুক্ত করার উপরও গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছে রাজ্য সরকার। তিনি বলেন, ত্রিপুরার পর্যটনকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আরও আকর্ষণীয় করে তুলতে উজ্জয়ন্ত প্রাসাদ, নীরমহল এবং কসবা কালী মন্দিরের উন্নয়নে সরকার উদ্যোগ নিয়েছে। পর্যটকদের সুবিধার্থে আগরতলার পুষ্পবন্ত প্যালেসকে ফাইভ-স্টার হোটেলে গড়ে তোলার কাজও চলছে। পাশাপাশি আগরতলা, উদয়পুর ও ধর্মনগরকে কেন্দ্র করে ”স্যাটেলাইট টাউন” গড়ে তোলার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

রাজ্যের বর্তমান আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরা বর্তমানে অপরাধের হার হ্রাসের ক্ষেত্রে দেশের অন্যতম উল্লেখযোগ্য স্থানে রয়েছে। ফলে রাজ্যে শান্তির পরিবেশ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে উত্তর-পূর্বাঞ্চলে শান্তি প্রতিষ্ঠার যে নিরন্তর প্রয়াস চলছে, তার ইতিবাচক প্রতিফলন আজ সর্বত্র দেখা যাচ্ছে। উগ্রপন্থার পথ ছেড়ে বহু যুবক জীবনের মূলস্রোতে ফিরে এসেছে এবং তাদের পুনর্বাসনের জন্য সরকার বিশেষ প্যাকেজও ঘোষণা করেছে।

জনজাতি অংশের মানুষের উন্নয়নে সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগের কথা তুলে ধরে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বিভিন্ন প্রকল্প খাতে বরাদ্দ আগের থেকে অনেক বৃদ্ধি করা হয়েছে। বাজেটের হিসাব ছাড়াও জনজাতি এলাকার উন্নয়নে আরো অনেক বেশি খরচ করা হচ্ছে। রাজ্যে অনেক জাতীয় সড়ক নির্মিত হচ্ছে, যেগুলো বেশিরভাগ জনজাতি অধ্যুষিত এলাকাকে অতিক্রম করছে। মহারাজা বীর বিক্রমের স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে জনজাতি অংশের মানুষের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও কর্মসংস্থানের উপর সরকার বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ২০৪৭ সালের মধ্যে বিকশিত ভারত এবং বিকশিত ত্রিপুরা গড়ে তোলার যে লক্ষ্য বর্তমান সরকার গ্রহণ করেছে, তার অন্যতম অনুপ্রেরণা মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মাণিক্য বাহাদুরের দূরদর্শী চিন্তা ও উন্নয়ন ভাবনা। মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মাণিক্য বাহাদুরের দৃষ্টিভঙ্গি ও আদর্শ নিয়ে এগিয়ে যেতে পারলেই তাঁর জন্মদিন পালনের প্রকৃত সার্থকতা আসবে।

অনুষ্ঠানে শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের মন্ত্রী সান্ত্বনা চাকমা বলেন, মহারাজা বীর বিক্রম কেবল একজন শাসক ছিলেন না, তিনি ছিলেন আধুনিক ত্রিপুরার স্বপ্নদ্রষ্টা। শিক্ষা, যোগাযোগ, নগর পরিকল্পনা ও সংস্কৃতির বিকাশে তাঁর দূরদর্শী চিন্তা আজও অনুপ্রেরণা জোগায়। প্রকৃত উন্নয়ন কেবল রাস্তা বা অট্টালিকা নির্মাণে সীমাবদ্ধ নয়; মানুষের মধ্যে শিক্ষা, জ্ঞান ও সংস্কৃতির বিকাশেই মহারাজা বিশ্বাসী ছিলেন। মন্ত্রী বলেন, বিগত দিনে মহারাজার জন্মজয়ন্তী পালনে কোন সদিচ্ছা দেখা যায়নি।

বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর মহারাজাকে তাঁর প্রাপ্য সম্মান দিয়েছে। তাঁর জন্মদিনে সরকারি ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে এবং আগরতলা বিমানবন্দর তাঁর নামে নামাঙ্কিত করা হয়েছে। শিল্প মন্ত্রী এছাড়াও তার ভাষণে জনজাতি কল্যাণে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগের কথা তুলে ধরেন।

অনুষ্ঠানে বিধায়ক অভিষেক দেবরায় বলেন, মহারাজা বীর বিক্রম যখন উচ্চশিক্ষার কথা ভেবেছিলেন, তখন ত্রিপুরায় এর জন্য প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো প্রায় ছিল না। মহারাজা উপলব্ধি করেছিলেন যে, একটি রাজ্যের প্রকৃত উন্নয়ন কেবল অট্টালিকা বা রাজপ্রাসাদ নির্মাণের মাধ্যমে সম্ভব নয়; শিক্ষার আলোই জাতিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। তাঁর উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত এমবিবি কলেজ এবং অসংখ্য বিদ্যালয় আজও ত্রিপুরার শিক্ষার মেরুদণ্ড হয়ে রয়েছে। বিধায়ক বলেন, জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলের সমান অধিকারে বিশ্বাসী ছিলেন মহারাজা বীর বিক্রম। তাঁর মন্ত্রিসভায় জনজাতি ও বাঙালি উভয় অংশের মানুষের প্রতিনিধিত্ব ছিল। শিল্প ও সাহিত্যের প্রতি তাঁর অনুরাগ এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে তাঁর হৃদ্যতা ত্রিপুরার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে সমৃদ্ধ করেছে।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্যে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্তে মহারাজা বীর বিক্রমকে একজন মহান দূরদর্শী, শিক্ষাবিদ ও সমাজ সংস্কারক হিসেবে অভিহিত করেন। তিনি বলেন, ত্রিপুরাকে আধুনিক ও গণতান্ত্রিক প্রশাসনিক কাঠামোর দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে মহারাজা নিরলসভাবে কাজ করেছিলেন। এছাড়াও সচিব তার ভাষণে ভারতের স্বাধীনতা ও দেশভাগের সন্ধিক্ষণে মহারাজার জাতীয়তাবাদী ভূমিকার কথা তুলে ধরেন।

অনুষ্ঠানে শিক্ষা, সংস্কৃতির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান এবং সমৃদ্ধ বৌদ্ধ ও জনজাতি সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও প্রসারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার স্বীকৃতিস্বরূপ ড. ধাম্মাপিয়াকে মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মাণিক্য বাহাদুর স্মৃতি পুরস্কার-২০২৬ প্রদান করা হয়। পুরস্কারস্বরূপ মুখ্যমন্ত্রী তাঁর হাতে শাল, স্মারক, মানপত্র এবং ১ লক্ষ টাকার চেক তুলে দেন। অনুষ্ঠানের শুরুতে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহা সহ অন্যান্য অতিথিগণ মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মাণিক্যের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। অনুষ্ঠানে মহারাজার জীবন ও কর্মের বিভিন্ন দিক নিয়ে একটি তথ্যচিত্রও প্রদর্শিত হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আগরতলা পুরনিগমের মেয়র তথা বিধায়ক দীপক মজুমদার। এদিন সকালে কামান চৌমুহনিস্থিত ”জিরো পয়েন্ট”-এ স্থাপিত মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মাণিক্যের মর্মর মূর্তিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডাঃ) মানিক সাহা। উপস্থিত ছিলেন আগরতলা পুরনিগমের মেয়র তথা বিধায়ক দীপক মজুমদার সহ কর্পোরেটরগণ।

হামলা, ভাঙচুর

● **প্রথম পাতার পর**

হয়। বাড়িটি কৈলাসহর রামকৃষ্ণ মহাবিদ্যালয়ের সংলগ্ন হওয়ায় কলেজ চত্বরে পর্যাপ্ত সিসিটিভি নজরদারি না থাকা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে।

ঘটনার পর পুলিশের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে আইনজীবীর পরিবার। তাঁদের অভিযোগ, রাতে একাধিকবার থানায় ফোন করা হলেও দীর্ঘ সময় পর পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। যদিও ঘটনার প্রকৃত কারণ এবং অভিযুক্তদের পরিচয় এখনও নিশ্চিত নয়।এদিকে, ১৯ আগস্ট দুপুর ২টা নাগাদ আইনজীবীর পরিবারের পক্ষ থেকে কৈলাসহর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে বলে থানা সূত্রে জানা গেছে। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। সিসিটিভি ক্যামেরা সরিয়ে নেওয়ার কারণ এবং ঘটনার সঙ্গে কারা জড়িত, তদন্তের মাধ্যমে তা স্পষ্ট হবে বলে আশা করা হচ্ছে।ঘটনাকে কেন্দ্র করে কৈলাসহর শহরের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে নতুন করে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। দ্রুত তদন্ত করে অভিযুক্তদের চিহ্নিত করে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন স্থানীয়রা।

ধৃত এক

● **প্রথম পাতার পর**

রাজনগর এলাকায় নাবালিকাদের আটক করা হলে সেখানেই অভিযোগ গ্রহণ এবং ঘটনার প্রাথমিক তদন্তের পদক্ষেপ নেওয়া উচিত ছিল।

তবে নাবালিকাদের ঠিক কোথা থেকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, ওই যুবকের প্রকৃত উদ্দেশ্য কী ছিল এবং আদৌ পাচারের কোনও ঘটনা ঘটেছিল কি নাতা তদন্তের পরই স্পষ্ট হবে। ঘটনার সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ তদন্তের পাশাপাশি নাবালিকাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দাবি জানিয়েছেন স্থানীয়রা। এখন দেখার বিষয়, এই ঘটনায় সংশ্লিষ্ট প্রশাসন ও পুলিশ কী ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

ইডি'র হানা

● **প্রথম পাতার পর**

দাবি, সন্দেহজনক আর্থিক লেনদেন এবং সম্ভাব্য বিদেশি অর্থের লেনদেন সংক্রান্ত অভিযোগের ভিত্তিতেই এই তল্লাশি অভিযান চালানো হয়েছে। পাশাপাশি সীমান্তবর্তী এলাকায় শাহজাহান মিয়ার কথিত কিছু কার্যকলাপের সঙ্গে যোগাযোগ রয়েছে কি না, তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে সূত্রের খবর। তল্লাশি অভিযানের আগে বেশ কয়েকদিন ধরে তাঁর গতিবিধির ওপর নজরদারি চালানো হচ্ছিল বলেও দাবি করা হয়েছে। ইডির এই অভিযান ত্রিপুরা পুলিশের কাছেও আকস্মিক ছিল বলে সূত্রের দাবি। স্থানীয় পুলিশের সঙ্গে সমন্বয় ছাড়াই ইডি স্বাধীনভাবে এই অভিযান পরিচালনা করে বলে জানা গেছে। দিনভর বাড়ি ও দোকান, দুই জায়গাতেই শাহজাহান মিয়াকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়।

অভিযানের কারণ সম্পর্কে শাহজাহান মিয়া বলেন, কেন তাঁর বাড়ি ও দোকানে এই তল্লাশি চালানো হচ্ছে, সে বিষয়ে তিনি নির্দিষ্টভাবে কিছু জানেন না। বুধবার দুপুর পর্যন্ত তাঁর বাড়ি বা দোকান থেকে কোনও বড় ধরনের সামগ্রী উদ্ধারের খবর পাওয়া যায়নি। তবে তল্লাশির সময় কিছু নথিপত্র ইডির আধিকারিকরা সংগ্রহ করেছেন বলে সূত্রের দাবি।

এখনও পর্যন্ত এই মামলায় ইডির পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে কোনও বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ করা হয়নি। অভিযোগের প্রকৃতি বা তদন্তের নির্দিষ্ট বিষয়ও সরকারি ভাবে নিশ্চিত করা হয়নি। সংগ্রহ করা নথিপত্র ও অন্যান্য তথ্য খতিয়ে দেখে সন্দেহজনক আর্থিক লেনদেন কিংবা সীমান্তপারের কোনও নেটওয়ার্কের সঙ্গে যোগাযোগ রয়েছে কি না, তা নির্ধারণের চেষ্টা চলছে বলে সূত্রের খবর। আজ দুপুর পর্যন্ত শাহজাহান মিয়ার বাড়ি ও দোকান, দুই জায়গাতেই ইডির তল্লাশি ও জিজ্ঞাসাবাদ চলছিল। তদন্ত এগোনোর সঙ্গে সঙ্গে এই অভিযান সম্পর্কে আরও তথ্য সামনে আসতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

প্রদ্যোৎ

● **প্রথম পাতার পর**

আজ আমরা মহারাজাকে সম্মান জানাই এবং তাঁর নাম করে ভোটও চাই। কিন্তু তাঁর যে স্বপ্ন ছিল, তিপ্রাসা অঞ্চলের জমি তিপ্রাসা মানুষের হাতেই থাকবে, সেই স্বপ্ন এখনও বাস্তবায়িত হয়নি। জমির স্বত্বের বিষয়টিকেও বিশেষ গুরুত্ব দেন প্রদ্যোত। তাঁর মতে, যে জমিতে মানুষ বসবাস করছেন, তার আইনি মালিকানা না থাকলে প্রকৃত নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। এ ক্ষেত্রে মিজোরাম এবং অসম, মেঘালয় ও নাগাল্যান্ডের বিভিন্ন জনজাতি অধ্যুষিত এলাকার উদাহরণ তুলে ধরে তিনি বলেন, সেখানে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর জমি সংক্রান্ত সুরক্ষা তুলনামূলকভাবে শক্তিশালী। ষষ্ঠ তফসিলভুক্ত এলাকায় জমির পাট্টা বা স্বত্বের নথি দেওয়ার ক্ষেত্রে সমস্যার বিষয়টিও তুলে ধরেন তিনি। প্রদ্যোতের দাবি, কোনও দরিদ্র তিপ্রাসা পরিবার যেন ভূমিহীন না থাকে, সেটাই ছিল মহারাজা বীর বিক্রমের অন্যতম স্বপ্ন।

তিনি বলেন, আমরা যদি সত্যিই মহারাজাকে সম্মান জানাতে চাই, তাহলে তাঁর স্বপ্ন পূরণ করতে হবে। একইসঙ্গে তিপ্রাসা পরিবারগুলির হাতে নথিভুক্ত জমির স্বত্ব তুলে দেওয়া এবং সেই জমির অধিকার পরবর্তী প্রজন্মের হাতে পৌঁছে দেওয়ার দাবি জানান তিনি।

রাজনৈতিক পদ-পদবির স্থায়িত্ব নিয়েও প্রশ্ন তোলেন প্রদ্যোত। তাঁর বক্তব্য, মন্ত্রী, বিধায়ক, এমডিসি, এক্সিকিউটিভ মেম্বার কিংবা চেয়ারম্যানরা একসময় তাঁদের পদ ছেড়ে চলে যাবেন। কিন্তু জমির অধিকার ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য দীর্ঘস্থায়ী নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারে।

তিপ্রাসাদের অধিকার সুরক্ষিত রেখে একটি ঐক্যবদ্ধ ত্রিপুরা গড়ে তোলার আহ্বান জানান তিনি। তাঁর মতে, মহারাজা বীর বিক্রমের উত্তরাধিকার শুধু অনুষ্ঠান ও শ্রদ্ধার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা উচিত নয়। তাঁর স্বপ্ন অনুযায়ী জমি সুরক্ষা এবং তিপ্রাসা পরিবারের ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করার জন্য বাস্তব পদক্ষেপ নেওয়াই হবে প্রকৃত শ্রদ্ধা।

বার্তার শেষে প্রদ্যোত কিশোর মাণিক্য দেববর্মা ত্রিপুরাবাসীর প্রতি আহ্বান জানান, মহারাজার জন্মদিনে তাঁর ঐতিহ্যের পাশাপাশি তাঁর চিন্তা, আদর্শ ও স্বপ্নকেও স্মরণ করতে হবে।

WALK-IN-INTERVIEW

Applications are invited from the eligible female candidates who are residing in Gram Panchayat/ VC area as mentioned in column no. 3 for the recruitment of Anganwadi Helper on purely No Work No Honorarium" through WALK-IN-INTERVIEW Process which will be held on 02/09/ 2026(Wednesday) from 10 am onwards in the chamber of the CDPO, Jolaibari ICDS Project, South Tripura along with filled up bio-data in prescribed application form (available in the office of the undersigned) with all necessary documents. No application will be received after 5 PM of 31/08/ 2026(Monday). For more details, interested Candidates may visit to the office of the undersigned.

List of vacant AWCS:

Sl No.	Name of AWC	Name of GP/ VC	Name of Block	Name of Vacant Post
1	2	3	4	5
1	Pumpaiya Para AWC	Kalashimukh VC	Jolaibari R.D Block	Anganwadi Helper
2	West Charakbai (Old) AWC	West Charakbai GP	Jolaibari R.D Block	Anganwadi Helper

(DIPAK KUMAR DEB)
Child Development Project Officer
Jolaibari ICDS Project,
Jolaibari, South Tripura.

ICA/D-846/26

ভয়াবহ আগুন

● **প্রথম পাতার পর**

ধোঁয়া দ্রুত ছড়িয়ে পড়ায় বাসিন্দারা কার্যত আটকে পড়েন।

শুধু তাই নয়, ভবনটির প্রবেশ ও বের হওয়ার পথও অত্যন্ত সরু ছিল বলে জানা গিয়েছে। ঘন কালো ধোঁয়ার মধ্যে আতঙ্কিত বাসিন্দারা কোন পথ দিয়ে বাইরে বেরোবেন, তা বুঝতে পারছিলেন না। ফলে উদ্ধারকাজও কঠিন হয়ে পড়ে।

এক কলকাতা পুলিশ আধিকারিক জানান, প্রথমে মনে করা হয়েছিল একটি মাত্র হোটেলে আগুন লেগেছে। পরে তদন্তে জানা যায়, একই ভবনের বিভিন্ন তলায় একাধিক হোটেল ও গেস্ট হাউস চলছিল। প্রতিটি তলায় ছিল ছোট ছোট ঘর এবং সরু করিডর। দমকল নিরাপত্তার পর্যাপ্ত ব্যবস্থা ছিল কি না, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে।

পুলিশের প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী, ভবনের তৃতীয় তলায় একটি হোটেল থেকে প্রথম আগুন ছড়িয়ে পড়ে। আগুনের তীব্রতা খুব বেশি না হলেও ধোঁয়া ক্রমশ পুরো ভবনে ছড়িয়ে যায়। ধোঁয়ায় দিকভ্রান্ত হয়ে পড়েন সেখানে থাকা মানুষজন। অনেকেই দ্রুত বের হওয়ার পথ খুঁজে পাননি। স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি, মির্জা গালিব স্ট্রিট এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে বহু কম খরচের হোটেল ও গেস্ট হাউস রয়েছে। দেশের বিভিন্ন প্রান্তের পর্যটক ছাড়াও বিদেশি নাগরিকরাও এসব হোটেলে থাকেন। স্থানীয় এক ওষুধের দোকানের মালিকের দাবি, চিকিৎসার জন্য কলকাতায় আসা বাংলাদেশের বহু নাগরিকও এই এলাকার সস্তার হোটেলগুলিতে থাকেন। ফলে নিহতদের মধ্যে বাংলাদেশের নাগরিকও থাকতে পারেন বলে স্থানীয়দের আশঙ্কা।

অন্যদিকে, স্থানীয় বিজেপি নেতা সন্তোষ পাঠক অভিযোগ করেছেন, এই এলাকায় দীর্ঘদিন ধরেই বেআইনিভাবে বহু হোটেল গড়ে উঠেছে। তাঁর দাবি, বামফ্রন্ট সরকারের আমলে এই প্রবণতা শুরু হলেও পরবর্তী তৃণমূল সরকারের সময়েও তা চলতে থাকে।

পাঠকের আরও অভিযোগ, ওই নির্দিষ্ট ভবনে অতিরিক্ত ঘর তৈরির জন্য কাঠামোগত পরিবর্তন করা হয়েছিল এবং কিছু স্তম্ভেরও ক্ষতি করা হয়েছে। এর ফলে ভবনের কাঠামো দুর্বল হওয়ার পাশাপাশি চলাচলের জায়গাও অত্যন্ত সংকীর্ণ হয়ে পড়ে বলে তাঁর দাবি।

স্থানীয় বিজেপি নেতার অভিযোগ, ভবনটি মূলত আবাসিক ব্যবহারের জন্য তৈরি হলেও পরবর্তীতে তা বেআইনিভাবে বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহার করা শুরু হয়। যদিও এই অভিযোগগুলির সত্যতা তদন্তের পরই নিশ্চিত হবে।

ভয়াবহ এই অগ্নিকাণ্ডের পর এখন মূল প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে, ভবনটিতে প্রয়োজনীয় অগ্নিনিরাপত্তা ব্যবস্থা, জরুরি বহির্গমন পথ এবং পর্যাপ্ত বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা আদৌ ছিল কি না। তদন্ত এগোনোর সঙ্গে সঙ্গে সেই প্রশ্নগুলিরই উত্তর খুঁজছে পুলিশ ও দমকল বিভাগ।

এদিকে, কলকাতার কেন্দ্রস্থলে মির্জা গালিব স্ট্রিটের একটি হোটেল ভবনে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে এখনও পর্যন্ত ৯ জনের মৃত্যুর ঘটনায় পূর্বতন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন তৃণমূল কংগ্রেস সরকারকে তীব্র আক্রমণ করলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর অভিযোগ, দীর্ঘদিনের প্রশাসনিক গাফিলতি ও অগ্নিনিরাপত্তা বিধি কার্যকর করার ক্ষেত্রে অবহেলার ফলেই এই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছে।

বুধবার সামাজিক মাধ্যমে দেওয়া এক বার্তায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, মির্জা গালিব স্ট্রিটের হোটেলে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় তিনি গভীরভাবে মর্মাহত। উদ্ধার ও ত্রাণকাজের পাশাপাশি ঘটনার প্রকৃত কারণ খতিয়ে দেখতে তদন্ত চলছে বলেও জানান তিনি।

মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ, কলকাতা-সহ রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় বছরের পর বছর পরিকাঠামো ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলির নির্মাণ ও পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় অগ্নিনিরাপত্তা বিধি যথাযথভাবে মানা হয়নি। হোটেল ও অন্যান্য ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠলেও বাধ্যতামূলক নিরাপত্তা পরিদর্শন ও নিয়ম মেনে চলার বিষয়টি উপেক্ষিত হয়েছে বলে দাবি তাঁর।তিনি বলেন, পূর্বতন প্রশাসন নিয়ম মেনে চলার বিষয়টি কার্যকরভাবে নজরদারি করেনি। বর্তমানে তাঁর সরকার সেই পুরনো ব্যবস্থার ক্ষত মেরামত করে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা মানদণ্ড কার্যকর করতে কাজ করছে। অগ্নিকাণ্ডে মৃতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আহতদের সর্বোচ্চ মানের চিকিৎসা ও প্রয়োজনীয় সহায়তা নিশ্চিত করতে প্রশাসনকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্তের জন্য ইতিমধ্যেই পাঁচ সদস্যের একটি বিশেষ তদন্তকারী দল বা ছজছ্ব গঠন করা হয়েছে। প্রকৃত সত্য সামনে আনা এবং দোষীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিশ্চিত করার কথাও জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।এদিকে, পুলিশ ও পশ্চিমবঙ্গ দমকল দফতরের প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, হোটেলের অগ্নিকাণ্ডে মৃত ৯ জনের মধ্যে দুই মহিলা ও একটি শিশুও রয়েছে। তাঁদের অধিকাংশের মৃত্যু আগুনে পুড়ে নয়, বরং ধোঁয়ায় শ্বাসরুদ্ধ হয়ে হয়েছে বলে প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে। ঘটনার তদন্ত এখনও চলছে।

আনা হচ্ছে

● **প্রথম পাতার পর**

বলে অভিযোগ তাঁদের।

এদিন প্রতিনিধি দলের পক্ষ থেকে সমস্যাগ্রস্ত কয়েকটি পরিবারের পাশে দাঁড়িয়ে আর্থিক সহযোগিতাও করা হয়। পাশাপাশি, দীর্ঘদিনের যোগাযোগ সমস্যার বিষয়টি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নজরে এনে দ্রুত সমাধানের উদ্যোগ নেওয়া হবে বলে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।

ঘটনাটি সামনে আসার পর রাজনৈতিক মহলেও আলোচনা শুরু হয়েছে। স্থানীয়দের একাংশের বক্তব্য, উন্নয়নের নানা দাবি করা হলেও দুর্গম জনজাতি এলাকায় এখনও ন্যূনতম যোগাযোগ ব্যবস্থা নিশ্চিত করা যায়নি। তাঁদের প্রশ্ন, স্বাধীনতার এত বছর পরও কেন একটি গ্রামের বাসিন্দাদের জরুরি রোগীকে কাঁধে করে নিয়ে যেতে হবে?

উল্লেখ্য, এলাকাটি মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়ার বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত। পাশাপাশি, ত্রিপুরার জনজাতি অধ্যুষিত এলাকাগুলিতে উন্নয়ন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই নানা দাবি উঠে আসছে। বিশেষ করে দুর্গম এডিসি ভিলেজগুলিতে রাস্তা, স্বাস্থ্য পরিষেবা ও অন্যান্য মৌলিক পরিকাঠামো আরও উন্নত করার দাবি জানিয়ে আসছেন বাসিন্দারা।

এখন প্রতিনিধি দলের পরিদর্শনের পর দেবকান্ত পাড়ার দীর্ঘদিনের রাস্তার সমস্যা কত দ্রুত সমাধানের পথে এগোয়, সেদিকেই তাকিয়ে রয়েছেন এলাকার বাসিন্দারা।

3rd Claimant Notice

WHEREAS, it has been brought to the notice of the undersigned by I/C FPU-Jampuijala vide his OR No.22/FPU-JMPJ/24-25/OR Dated, 04/05/2024 and Memo No F.4//FPU-JMPJ/24- 25/ OR/223-24, Dated, 30/06/2024, that vehicle bearing Registration No. TR03-C-1832 (Bolero Pickup) was seized while performing patrolling duty by I/C FPU-Jampuijala along with staff has intercepted 01 (one) no. vehicle bearing Registration No.TR03-C-1832 (Bolero Pickup) illegally Collection Sawn Timber over 0.719 cum at Rantanpur (Langmahati) area on 04/05/ 2024 at about 05.30 PM under Charilam Range area of questionable origin.

WHEREAS, in exercise of the powers conferred upon me vide Notification No.F.7 (86)/For-FP-86/14469 dt. 09/06/1987 and No.F.13 (103)/For/Estt/2014/50233 dated 12/02/2015 of the Forest Department Government of Tripura as Authorized Officer for the purpose under Sub-Sec 2 of Sec 52 (A) of Indian Forest Act, (Tripura Second Amendment) Act, 1986, it is contemplated to confiscate the said vehicle bearing registration No. TR03-C-1832 (Bolero Pickup) for illegal collection and carrying of sawn Timber over 0. 719 cum of Forest produce of questionable origin in commission of Forest offence under section 41, 41(B), 42, 52 & 52(A) of Indian Forest Act, 1927, and made there under.

NOW THEREFORE, now once again it is brought to the notice of the authorized owner of the said vehicle Registration No. TR03-C-1832 (Bolero Pickup) prefer their claim over the same vehicle to Authorized Officer (SDFO Bishalgarh) within 10 (ten) days from the date of issue of this notice either by his/her legally authorized person along with all relevant documents in original ownership of the vehicle.

If the owner of the vehicle of their authorized representative fails to prefer any claim for the said vehicle before the undersigned within the stipulated period, the decision regarding the confiscation of the said vehicle shall be taken ex-party.

Issued under my seal and signature of this day on 17th August 2026.

[Ishang Lal,IFS] (Authorized Officer)
Sub-Divisional Forest Officer
Bishalgarh Forest Sub-Division

ICA/D-849/26

3rd Claimant Notice

WHEREAS, it has been brought to the notice of the undersigned by the I/C FPU- Jampuijala Vide his OR No.16/FPU-JMPJ/2023-24/OR dated, 25/05/2023 and Memo No.F.4/FPU-JMPJ/ 2022-23/ OR/ 123-124 dt, 25/05/2023 that vehicle bearing Registration No. TR01-N-1792 was seized while performing patrolling duty by I/C FPU-Jampuijala along with his staff has intercepted 01 (one) no. Vehicle bearing Registration No. TR01-N-1792 illegally collection of Round Timber over 2.047 cum without document on 13/05/2023 at about 9.15 AM at Udaijamadhar Para (Takerjala) under Jampuijala Range area of questionable origin.

WHEREAS, in exercise of the powers conferred upon me vide Notification No.F.7 (86)/For-FP-86/14469 dt. 09/06/1987 and No.F.13 (103)/For/Estt/2014/50233 dated 12/02/2015 of the Forest Department Government of Tripura as Authorized Officer for the purpose under Sub-Sec 2 of Sec 52 (A) of Indian Forest Act, (Tripura Second Amendment) Act, 1986, it is contemplated to confiscate the said vehicle bearing registration No. TR01-N-1792 for illegal collection and carrying of round Timber over 2.047 cum of Forest produce of questionable origin in commission of Forest offence under section 41, 41(B), 42, 52 & 52(A) of Indian Forest Act, 1927, and made there under.

NOW THEREFORE, now once again it is brought to the notice of the authorized owner of the said vehicle Registration No. TR01-N-1792 o prefer their claim over the same vehicle to Authorized Officer (SDFO Bishalgarh) within 10 (ten) days from the date of issue of this notice either by his/her legally authorized person along with all relevant documents in original ownership of the vehicle.

If the owner of the vehicle of their authorized representative fails to prefer any claim for the said vehicle before the undersigned within the stipulated period, the decision regarding the confiscation of the said vehicle shall be taken ex-party.

Issued under my seal and signature of this day on 17th August 2026.

[Ishang Lal,IFS] (Authorized Officer)
Sub-Divisional Forest Officer
Bishalgarh Forest Sub-Division

ICA/D-843/26

যুবকের

● **প্রথম পাতার পর**

থানায় নিখোঁজ সংক্রান্ত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। তবে বুধবার পর্যন্ত দিলওয়ারের কোনও সন্ধান মেলেনি বলে পরিবার সূত্রে জানা গেছে।

পরিবারের আরও দাবি, দিলওয়ার সম্প্রতি সীমান্তরক্ষী বাহিনীতে (বিএসএফ) চাকরির জন্য সুযোগ পেয়েছিলেন। তাঁর এভাবে নিখোঁজ হয়ে যাওয়ায় পরিবারের সদস্যদের মধ্যে উদ্বেগ আরও বেড়েছে।

চারদিন ধরে যুবকের কোনও সন্ধান না মেলায় তাঁর পরিবারের সদস্যরা চরম উৎকণ্ঠার মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন। তাঁকে দ্রুত খুঁজে বের করার জন্য পুলিশের কাছে আবেদন জানিয়েছে পরিবার।

বিপ্লবের

● **প্রথম পাতার পর**

হয়েছে বলেও উল্লেখ করেন তিনি। সাক্ষাৎকালে বিপ্লব কুমার দেব কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর হাতে পুষ্পস্তবক তুলে দেন। দুজনের মধ্যে সৌজন্য বিনিময়ের পাশাপাশি নতুন দায়িত্ব ও আগামী দিনের কর্মকৌশল নিয়েও আলোচনা হয়েছে বলে রাজনৈতিক মহলে জল্পনা তৈরি হয়েছে।

বিপ্লব কুমার দেবের এই সাক্ষাৎকে ঘিরে বিজেপির রাজনৈতিক মহলেও আগ্রহ তৈরি হয়েছে। নতুন দায়িত্বে তাঁর ভূমিকা এবং আগামী দিনে সংগঠন ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তাঁর কর্মকাণ্ড কোন দিকে এগোয়, সেদিকেই নজর রয়েছে সংশ্লিষ্ট মহলের।

আহত ছাত্র

● **আটের পাতার পর**

অবস্থার অবনতি হওয়ায় জিবি হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। পরিবারের দাবি, নয়নের পায়ের একটি হাড় ভেঙে যাওয়ার পাশাপাশি মাথায় গুরুতর আঘাত রয়েছে। চিকিৎসকরা জরুরি অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন হতে পারে বলেও জানিয়েছেন বলে পরিবারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

নয়নের দিদি সুনাই দেবনাথ, পুলিশের কাছে দুর্ঘটনায় জড়িত গাড়িটিকে দ্রুত খুঁজে বের করার আবেদন জানিয়েছেন। তাঁর অভিযোগ, ঘটনার তিন দিন পেরিয়ে গেলেও এখনও গাড়িটির সন্ধান মেলেনি।

পরিবারের পক্ষ থেকে দ্রুত তদন্ত করে দুর্ঘটনায় জড়িত ট্রিপারটি শনাক্ত এবং চালককে আইনের আওতায় আনার দাবি জানানো হয়েছে। পাশাপাশি গুরুতর আহত নয়নের উন্নত চিকিৎসার জন্য দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ারও আবেদন জানিয়েছে পরিবার।

অভিযোগ

● **প্রথম পাতার পর**

সুপারের কাছেও অভিযোগ জানিয়েছেন বলে দাবি করেন তিনি।

তবে দুটি ঘটনাতেই অভিযোগের সত্যতা সম্পর্কে তিনি কোনও চূড়ান্ত মন্তব্য করতে চাননি। জিতেন্দ্র চৌধুরী বলেন, অভিযোগ ওঠা মানেই তা সত্যিএমনটা ধরে নেওয়া যায় না। সঠিক তদন্তের মাধ্যমে অভিযোগের সত্যতা যাচাই করা এবং প্রকৃত ঘটনা সামনে আনা জরুরি। তদন্তে অভিযোগ প্রমাণিত হলে দোষীদের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণের দাবিও জানান তিনি।

একইসঙ্গে রাজ্য পুলিশের একাংশের আধিকারিকদের বিরুদ্ধে কেন ধারাবাহিকভাবে অভিযোগ উঠছে, তা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি। তাঁর বক্তব্য, বিভিন্ন সময়ে পুলিশের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ সামনে আসছে। এসব অভিযোগের তদন্ত কতদূর এগিয়েছে এবং তদন্তে দোষ প্রমাণিত হলে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, তা সাধারণ মানুষের কাছে স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন।পুলিশের মহানির্দেশকের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন জিতেন্দ্র চৌধুরী। তাঁর মতে, পুলিশের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগগুলিকে গুরুত্ব দিয়ে দেখা এবং নিরপেক্ষ তদন্ত নিশ্চিত করা প্রশাসনের দায়িত্ব। কোনও অভিযোগ যাতে তদন্তের অভাবে চাপা না পড়ে, সেদিকেও নজর দেওয়ার আহ্বান জানান তিনি।এদিন মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষিত 'জিরো টলারেন্স' নীতির প্রসঙ্গও তুলে ধরেন সিপিআই(এম) রাজ্য সম্পাদক। তাঁর প্রশ্ন, বাস্তবে প্রশাসন ও পুলিশ কি এই নীতির ভিত্তিতে আইন অনুযায়ী কাজ করছে? আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থার বিরুদ্ধে একের পর এক অভিযোগ সামনে আসায় সাধারণ মানুষের মধ্যে উদ্বেগ তৈরি হলে তা রাজ্যের পক্ষে কোনওভাবেই শুভ লক্ষণ নয় বলেও মন্তব্য করেন তিনি।তবে গোটা ত্রিপুরা পুলিশ বাহিনীকে কাঠগড়ায় দাঁড় করানোর পক্ষপাতী নন বলেও স্পষ্ট করেন জিতেন্দ্র চৌধুরী। পুলিশের অতীত ভূমিকার প্রশংসা করে তিনি বলেন, ত্রিপুরা পুলিশের গৌরবময় ইতিহাস রয়েছে এবং বাহিনীর প্রতি তাঁর যথেষ্ট সম্মান রয়েছে। কিন্তু পুলিশের একটি অংশের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ গোটা বাহিনীর ভাবমূর্তিতে নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে বলে মন্তব্য করেন তিনি।রাজ্যের পুলিশ আধিকারিকদের উদ্দেশে তিনি বলেন, কোনও রাজনৈতিক দলের অন্যায় নির্দেশের কাছে মাথা নত না করে সংবিধান ও আইনের প্রতি দায়বদ্ধ থেকে পুলিশকে কাজ করতে হবে। পুলিশের কোনও অন্যায় বা বেআইনি কর্মকাণ্ডের কারণে যেন সাধারণ মানুষ আরও আতঙ্কিত বা উদ্বিগ্ন না হয়ে পড়েন, সেদিকেও সতর্ক থাকার আহ্বান জানান তিনি।সবশেষে রাজ্যবাসীকেও সতর্ক থাকার আবেদন জানান জিতেন্দ্র চৌধুরী। একইসঙ্গে পুলিশের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগগুলির নিরপেক্ষ তদন্ত, প্রকৃত সত্য উদঘাটন এবং অভিযোগ প্রমাণিত হলে দোষীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানান তিনি।

অভিযান

● **আটের পাতার পর**

পুলিশের অভিযানের খবর পেয়ে অবৈধ দেশীয় মদ তৈরির সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিরা ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। ফলে অভিযানে কাউকে আটক করা সম্ভব হয়নি।

খোয়াই থানার ওসি প্রজিত মালাকার জানান, অবৈধ দেশীয় মদ তৈরির বিরুদ্ধে পুলিশের অভিযান আগামী দিনগুলিতেও অব্যাহত থাকবে। এলাকায় বেআইনি মদ কারবার বন্ধ করতে পুলিশ কঠোর পদক্ষেপ নেবে বলেও তিনি জানান।

বাহাদুরের ১১৮

● **আটের পাতার পর**

বিক্রম কিশোর মাণিক্য বাহাদুরের দূরদর্শী নেতৃত্ব, শিক্ষা, সংস্কৃতি, প্রশাসন এবং আধুনিক ত্রিপুরা গঠনে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ অবদানের কথা তুলে ধরেন। তিনি মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মাণিক্য বাহাদুরের জীবন ও কর্মের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি বলেন, মহারাজা বীর বিক্রম ছিলেন একজন প্রগতিশীল ও দূরদর্শী শাসক। তাঁর শাসনকালে ত্রিপুরায় শিক্ষা, এবং বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন হয়েছিল। অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিগণ মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মাণিক্য বাহাদুরের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান উপলক্ষে একটি মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয়।

শাহের

● **প্রথম পাতার পর**

তুলে ধরেন তিনি। অমিত শাহ বলেন, শিক্ষা, পরিকাঠামো এবং প্রশাসনিক ক্ষেত্রে মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মাণিক্য বাহাদুরের অনন্য অবদানের জন্য তাঁকে 'আধুনিক ত্রিপুরার রূপকার' হিসেবে স্মরণ করা হয়। তাঁর দূরদর্শী নেতৃত্ব ও জনকল্যাণমুখী শাসনের উত্তরাধিকার আজও অনুপ্রেরণা জোগায়।উন্নত ত্রিপুরা গড়ার সংকল্পকে মহারাজার চিরন্তন উত্তরাধিকার অনুপ্রাণিত করে বলেও উল্লেখ করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। জন্মজয়ন্তীতে তাঁর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন অমিত শাহ।

খোয়াইয়ে শ্রদ্ধার সঙ্গে পালিত মহারাজা বীর বিক্রমের জন্মজয়ন্তী

খোয়াই, ১৯ আগস্ট: আধুনিক ত্রিপুরার রূপকার মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুরের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে ২০২৬ সালের অনুষ্ঠান বুধবার খোয়াই পুরাতন টাউন হলে যথাযোগ্য মর্যাদায় অনুষ্ঠিত হয়। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন খোয়াইয়ের বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী, জেলা পরিষদের সভাধিপতি অপর্ণা সিংহ রায়, বিশিষ্ট সমাজসেবী সমীর কুমার দাস, অতিরিক্ত জেলাশাসক অভেদানন্দ বৈদ্য, খোয়াই পৌর পরিষদের চেয়ারপারসন দেবাশীষ নাথ শর্মা, বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব অনুকূল চন্দ্র দাস সহ অন্যান্য বিশিষ্টজনেরা।

অনুষ্ঠানের শুরুতে মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুরের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণের মাধ্যমে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। উপস্থিত অতিথিরা মহারাজার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আধুনিক ত্রিপুরা গঠনে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ অবদানের কথা স্মরণ করেন।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুরের জীবন, কর্ম এবং ত্রিপুরার উন্নয়নে তাঁর দূরদর্শী ভূমিকার বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। শিক্ষা, সংস্কৃতি, প্রশাসন ও পরিকাঠামো উন্নয়নের ক্ষেত্রে মহারাজার অবদানের কথাও তিনি উল্লেখ করেন।

অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে খোয়াইয়ের স্থানীয় শিল্পীদের অংশগ্রহণে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। শিল্পীরা সংগীত ও নৃত্য পরিবেশন করেন। তাঁদের পরিবেশনায় অনুষ্ঠান প্রাঙ্গণে তৈরি হয় উৎসবমুখর পরিবেশ। শ্রদ্ধা নিবেদন ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুরের স্মৃতিকে স্মরণ করার পাশাপাশি তাঁর আদর্শ ও কর্মকে আগামী প্রজন্মের কাছে তুলে ধরার বার্তা দেওয়া হয়।

শান্তিরবাজারে মহারাজা বীর বিক্রমের ১১৮তম জন্মজয়ন্তী পালন

শান্তিরবাজার, ১৯ আগস্ট: ভারতীয় জনতা পার্টির ৩৬ শান্তিরবাজার মণ্ডল কমিটির উদ্যোগে বুধবার যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হল আধুনিক ত্রিপুরার রূপকার মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক্যের ১১৮তম জন্মজয়ন্তী। এ উপলক্ষে শান্তিরবাজার নতুন ব্রিজ সংলগ্ন এলাকায় মহারাজার প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়।

এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ৩৬ শান্তিরবাজার বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক প্রমোদ রিয়াং, দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা কৃষাণ মোর্চার সভাপতি সত্যব্রত সাহা, মণ্ডল কমিটির সহ-সভাপতি রমেশ রিয়াং, সাধারণ সম্পাদক বিকাশ সেন এবং শান্তিরবাজার মণ্ডলের সাধারণ সম্পাদক মম্বু মগ সহ দলের অন্যান্য কার্যকর্তারা।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মণ্ডল কমিটির সাধারণ সম্পাদক মম্বু মগ মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক্যের জীবন ও কর্মের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। তিনি বলেন, মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য ছিলেন আধুনিক ত্রিপুরার অন্যতম প্রধান স্থপতি। শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও রাজ্যের সামগ্রিক উন্নয়নে তাঁর অবদান আজও ত্রিপুরাবাসীকে অনুপ্রাণিত করে।

তিনি আরও বলেন, মহারাজার আদর্শ ও দূরদর্শী চিন্তাভাবনাকে সামনে রেখেই রাজ্যের উন্নয়নে কাজ করে চলেছেন তাঁরা। অনুষ্ঠান শেষে মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক্যের আদর্শ, কর্মজীবন ও ত্রিপুরার উন্নয়নে তাঁর অবদান নিয়ে আলোচনা করা হয়। পাশাপাশি তাঁর দেখানো পথে রাজ্যের উন্নয়নে কাজ করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন উপস্থিত দলীয় কার্যকর্তারা।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

১১৮তম জন্মজয়ন্তীতে মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুরকে টিইউকেএস-এর শ্রদ্ধা

বিশ্রামগঞ্জ, ১৯ আগস্ট: ত্রিপুরার আধুনিক বিকাশের অন্যতম রূপকার ও দূরদর্শী শাসক মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুরের ১১৮তম জন্মজয়ন্তী শ্রদ্ধা ও মর্যাদার সঙ্গে পালন করল ত্রিপুরা উপজাতি কর্মচারী সংগঠন (টিইউকেএস), বিশ্রামগঞ্জ বিভাগীয় কমিটি। বুধবার সংগঠনের উদ্যোগে দিনভর বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্য দিয়ে মহারাজার স্মরণে অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়।

জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে প্রথমে বিশ্রামগঞ্জ প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যান সংগঠনের সদস্যরা। সেখানে চিকিৎসাধীন রোগীদের মধ্যে ফল ও মিষ্টি বিতরণ করা হয়। অসুস্থ মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে এই মানবিক উদ্যোগের মধ্য দিয়ে মহারাজার জনকল্যাণমূলক আদর্শকে সমাজজীবনে প্রতিফলিত করার বার্তা দেওয়া হয়।

এরপর বিশ্রামগঞ্জের পাথালিয়াঘাট দেওয়ান বাজারে নন্দু কুমার দেববর্মার বাসভবনে জন্মজয়ন্তীর বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সেখানে কেক কেটে মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুরের জন্মদিন পালন করা হয়। পাশাপাশি তাঁর প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন উপস্থিত সদস্যরা।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন টিইউকেএস বিশ্রামগঞ্জ বিভাগীয় কমিটির সভাপতি প্রবীর দেববর্মা, সম্পাদক প্রসন্ন কুমার দেববর্মা, উপদেষ্টা পরিষদের চেয়ারম্যান নারায়ণ দেববর্মা সহ সংগঠনের অন্যান্য সদস্য ও শুভানুধ্যায়ীরা।

অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য শুধু একজন রাজা ছিলেন না, তিনি ছিলেন পরিবর্তনমুখী চিন্তার এক দূরদর্শী রাষ্ট্রনায়ক। তাঁর শাসনামলে ত্রিপুরার শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ, প্রশাসন, বাজার ব্যবস্থা এবং সামগ্রিক পরিকাঠামোগত উন্নয়নে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।

বক্তারা আরও বলেন, উচ্চশিক্ষার প্রসারেও মহারাজার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। তাঁর শাসনামলেই ১৯৪৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় মহারাজা বীর বিক্রম কলেজ। পাশাপাশি গ্রামীণ প্রশাসন ও সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণের ক্ষেত্রেও তাঁর চিন্তাভাবনা ছিল সময়ের তুলনায় যথেষ্ট অগ্রসর। গ্রামভিত্তিক প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে তাঁর উদ্যোগ পরবর্তী সময়ে স্থানীয় স্বশাসন ব্যবস্থার বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি তৈরি করেছিল।

মহারাজার চিন্তার কেন্দ্রে ছিল ত্রিপুরার সার্বিক উন্নয়ন ও সাধারণ মানুষের কল্যাণ। শিক্ষা বিস্তার, জনস্বাস্থ্য, যোগাযোগ ব্যবস্থা ও সামাজিক উন্নয়নের পাশাপাশি ত্রিপুরার নিজস্ব সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সংরক্ষণেও তিনি গুরুত্ব দিয়েছিলেন বলে বক্তারা উল্লেখ করেন।

টিইউকেএস-এর সদস্যরা বলেন, মহারাজা বীর বিক্রমের জন্মজয়ন্তী শুধুমাত্র আনুষ্ঠানিকভাবে পালন করার দিন নয়; তাঁর চিন্তা, কর্ম ও জনকল্যাণমুখী দৃষ্টিভঙ্গিকে নতুন প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেওয়ারও একটি গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ। তাঁর উন্নয়ন ভাবনা এবং সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষের পাশে দাঁড়ানোর মানসিকতাকে অনুসরণ করে আগামী দিনেও সংগঠনের পক্ষ থেকে আরও জনমুখী কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে বলে জানান তাঁরা। শ্রদ্ধা নিবেদন, স্মরণ ও সমাজসেবার সমন্বয়ে টিইউকেএস বিশ্রামগঞ্জ বিভাগীয় কমিটির এই আয়োজন মহারাজা বীর বিক্রমের জনকল্যাণমূলক আদর্শকে বর্তমান সমাজজীবনের সঙ্গে যুক্ত করার এক তাৎপর্যপূর্ণ উদ্যোগ হিসেবে উঠে আসে।

কাঞ্চনপুর থানাকে দালালমুক্ত করার দাবিতে সরব এলাকাবাসী, অভিযোগ ঘিরে চাঞ্চল্য

কাঞ্চনপুর, ১৯ আগস্ট: কাঞ্চনপুর থানাকে দালাল ও ফড়িয়ামুক্ত করার দাবিতে নতুন করে সরব হয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশ। থানার অভ্যন্তরীণ কাজে বহিরাগতদের অযাচিত হস্তক্ষেপের অভিযোগ ঘিরে এলাকায় শুরু হয়েছে আলোচনা।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গত ১৬ আগস্ট একটি মামলাসংক্রান্ত বিষয়ে কথা বলতে এক মহিলা কাঞ্চনপুর থানায় আসেন। সেখানে কর্তব্যরত কয়েকজন মহিলা পুলিশকর্মীর সঙ্গে তাঁর দীর্ঘক্ষণ বাকবিতণ্ডা হয় বলে প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠলে থানার ওসি ঘটনাস্থলে এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করেন বলে জানা গেছে।

প্রত্যক্ষদর্শীদের আরও দাবি, ওই সময় থানায় বিভিন্ন কাজে প্রায় ২০ থেকে ২৫ জন সাধারণ মানুষ উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের একাংশের অভিযোগ, থানার স্বাভাবিক কার্যক্রমে বাইরের ব্যক্তিদের অতিরিক্ত হস্তক্ষেপ নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে অসন্তোষ তৈরি হচ্ছে।

অভিযোগ, ওই মহিলা থানার ওসিকে দেখে নেওয়ার হুমকি দেন এবং তাঁকে বদলি করিয়ে দেওয়ারও হুমকি দেওয়া হয়। পাশাপাশি, ওসির ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করার চেষ্টা করা হচ্ছে বলেও অভিযোগ উঠেছে। স্থানীয়দের একাংশের দাবি, ওই মহিলাকে বিভিন্ন মামলাসংক্রান্ত বিষয়ে প্রায়ই থানার আশপাশে দেখা যায় এবং তিনি পুলিশের কাজে অযাচিতভাবে হস্তক্ষেপ করেন। এমনকি বিভিন্ন মামলায় অভিযোগকারী, বাদী ও বিবাদীপক্ষের সঙ্গে আর্থিক লেনদেনে জড়িত থাকার আশঙ্কার কথাও কেউ কেউ তুলেছেন। তবে এসব অভিযোগের কোনও স্বাধীন প্রমাণ এখনও সামনে আসেনি।

এদিকে, থানাকে দালালমুক্ত করার দাবিতে পুলিশের ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষের কাছে ডেপুটেশন দেওয়ার কথা জানিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশ। প্রয়োজনে বৃহত্তর আন্দোলনে যাওয়ারও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তাঁরা।

বাসিন্দাদের বক্তব্য, কেউ নিজেকে সমাজকর্মী বা নেতা হিসেবে পরিচয় দিলেও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থার কাজে অযাচিত প্রভাব বিস্তার করা উচিত নয়। থানায় সাধারণ মানুষের অভিযোগ ও আবেদন গ্রহণের ক্ষেত্রে স্বচ্ছ ও নির্দিষ্ট আইনসম্মত প্রক্রিয়া আরও শক্তিশালী করার দাবিও জানানো হয়েছে।

তবে পুরো বিষয়টি নিয়ে কোনও ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছনোর আগে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের বক্তব্য এবং পুলিশের আনুষ্ঠানিক তদন্ত বা বক্তব্য সামনে আসা জরুরি। অভিযোগের সত্যতা প্রমাণিত হলে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন এলাকাবাসী।

মহারাজা বীর বিক্রমের জন্মজয়ন্তী ঘিরে সাতচাঁদে জেলা ভিত্তিক অনুষ্ঠান

সাব্রুম, ১৯ আগস্ট: ত্রিপুরার ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সঙ্গে গভীরভাবে জড়িয়ে থাকা মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুরের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলায় জেলা ভিত্তিক বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। বুধবার সকাল ১১টায় সাতচাঁদ কমিউনিটি হলে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

রাজ্যের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে এবং দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা পরিষদ, সাতচাঁদ পঞ্চায়েত সমিতি ও সাব্রুম নগর পঞ্চায়েতের সহযোগিতায় আয়োজিত হয় এই অনুষ্ঠান।

অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে মহারাজা বীর বিক্রমের ঐতিহাসিক অবদান এবং ত্রিপুরার উন্নয়নে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিরা বলেন, মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুরের দূরদর্শী চিন্তাভাবনা ও উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড আধুনিক ত্রিপুরার ভিত্তি গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। তাঁর শিক্ষা, সংস্কৃতি, স্থাপত্য ও জনকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডের কথা স্মরণ করে আগামী প্রজন্মের কাছে তাঁর অবদান ও ঐতিহ্য তুলে ধরার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ও উদ্বোধক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা পরিষদের সভাধিপতি দীপক দত্ত। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক মাইলাফ্রু মগ, সাতচাঁদ পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান প্রভাস লোধ এবং সাব্রুম নগর পঞ্চায়েতের চেয়ারপার্সন রমা পোদ্দার দে।

এছাড়াও সম্মানীয় অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাব্রুমের মহকুমা শাসক সুমন রক্ষিত, সাতচাঁদ আরডি ব্লকের বিডিও সৌরদীপ দেবনাথ, ত্রিপুরা স্পোর্টস কাউন্সিলের সদস্য দীপায়ন চৌধুরী, প্রাক্তন বিধায়ক শঙ্কর রায় সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কালাপানিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান রিতা দাস দে।

রাজ্যের উন্নয়নে মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মাণিক্য বাহাদুরের দূরদর্শী চিন্তাভাবনা প্রতিফলিত হচ্ছে: জনজাতি কল্যাণ মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ আগস্ট: জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের উদ্যোগে আজ প্রজ্ঞা ভবনে মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মাণিক্য বাহাদুরের ১১৮তম জন্মবার্ষিকী যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনজাতি কল্যাণ মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা। তাছাড়া অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের সচিব ড. কে. শশী কুমার এবং অধিকর্তা শুভাষিস দাস। মহারাজা বীর বিক্রমের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে জনজাতি কল্যাণ মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা মহারাজার দূরদর্শী চিন্তাভাবনা ও ত্রিপুরার উন্নয়নে তাঁর অবদানের কথা স্মরণ করেন। তিনি বলেন, মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য সুন্দর, সমৃদ্ধ ও প্রগতিশীল ত্রিপুরা গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখেছিলেন। সেই স্বপ্ন পূরণের লক্ষ্যেই রাজ্য সরকার নানা পরিকল্পনা গ্রহণ করে কাজ করছে। এছড়াও মন্ত্রী তাঁর বক্তব্যে জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচির কথা তুলে ধরেন। অনুষ্ঠানে "সুপার ১০০" প্রকল্পের আনুষ্ঠানিক সূচনা করা হয়।

পাশাপাশি জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের বিভিন্ন প্রকল্প ও কর্মসূচির তথ্য সম্বলিত একটি পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়। মাধ্যমিক পরীক্ষায় কৃতিত্ব অর্জনকারী জনজাতি ছাত্র ও ছাত্রী নিবাসের মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের অনুষ্ঠানে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। এছাড়াও ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত রাজ্যস্তরে কৃতিত্ব অর্জনকারী জনজাতি ছাত্রছাত্রীদের পুরস্কৃত করা হয়। "স্মার্ট ক্লাস" উদ্যোগের আওতায় হোস্টেলের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে শিক্ষাসামগ্রী বিতরণ করা হয়। "ক্লিন হোস্টেল গ্রিন হোস্টেল" কর্মসূচি সফলভাবে বাস্তবায়ন করার জন্য শ্রেষ্ঠ ছাত্র ও ছাত্রী নিবাসকে পুরস্কৃত করা হয়। অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে মহারাজা বীর বিক্রমের জীবনী নিয়ে এক ক্যুইজ প্রতিযোগিতারও আয়োজন করা হয়।

উদয়পুরে পুলিশের তৎপরতায় উদ্ধার ১০টি হারিয়ে যাওয়া মোবাইল, মালিকদের হাতে তুলে দিল রাধাকিশোরপুর থানার পুলিশ

উদয়পুর, ১৯ আগস্ট: উদয়পুর মহকুমায় পরপর মোবাইল ফোন হারিয়ে যাওয়ার অভিযোগের ভিত্তিতে বিশেষ অভিযান চালিয়ে ১০টি মোবাইল ফোন উদ্ধার করল রাধাকিশোরপুর থানার পুলিশ। বুধবার উদ্ধার হওয়া মোবাইলগুলি তাদের প্রকৃত মালিকদের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

জানা যায়, গত বেশ কিছুদিন ধরে উদয়পুর মহকুমার বিভিন্ন এলাকা থেকে মোবাইল ফোন হারিয়ে যাওয়ার একাধিক অভিযোগ জমা পড়ছিল রাধাকিশোরপুর থানায়। সাধারণ মানুষের অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নামে পুলিশ। মহকুমা পুলিশ আধিকারিক দেবাঞ্জলি রায় এবং থানার ওসি সঞ্জীব লস্করের নেতৃত্বে হারিয়ে যাওয়া মোবাইল উদ্ধারে বিশেষ অভিযান শুরু করা হয়।

দীর্ঘ তদন্ত ও প্রযুক্তির সহায়তায় অবশেষে ১০টি হারিয়ে যাওয়া মোবাইল ফোন উদ্ধার করতে সক্ষম হয় পুলিশ। বুধবার রাধাকিশোরপুর থানায় আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে এই সাফল্যের কথা জানান গোমতী জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার রাজীব সূত্রধর, মহকুমা পুলিশ আধিকারিক দেবাঞ্জলি রায় এবং থানার ওসি সঞ্জীব লস্কর।

সাংবাদিক সম্মেলনে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার রাজীব সূত্রধর জানান, কেন্দ্রীয় সরকারের সরবরাহ করা অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ও বিশেষ যন্ত্রের সহায়তায় হারিয়ে যাওয়া মোবাইলগুলির অবস্থান শনাক্ত করা সম্ভব হয়েছে। এরপর সেগুলি উদ্ধার করে প্রকৃত মালিকদের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

এদিন থানায় নিজেদের হারিয়ে যাওয়া মোবাইল ফিরে পেয়ে স্বাভাবিকভাবেই খুশি হন মালিকরা। পুলিশের তৎপরতা ও উদ্যোগের প্রশংসা করে রাধাকিশোরপুর থানার পুলিশকে ধন্যবাদ জানান তাঁরা।

এদিকে, সাংবাদিক সম্মেলনে আরও জানানো হয়, পুলিশের পৃথক অভিযানে নেশা কারবারের সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগে ছয়জনকে আটক করা হয়েছে। তবে উদ্ধার হওয়া মোবাইল ফোনগুলির ঘটনায় এখনও পর্যন্ত কাউকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে কি না, সে বিষয়ে পুলিশ বিস্তারিত তথ্য জানায়নি।

পুলিশের এই সাফল্যে সাধারণ মানুষের মধ্যে পুলিশের প্রতি আস্থা আরও বাড়ছে বলে মনে করছেন অনেকে। বিশেষ করে হারিয়ে যাওয়া মোবাইল উদ্ধারে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার পুলিশের তদন্ত প্রক্রিয়ায় নতুন দিশা দেখাচ্ছে বলেও মত সংশ্লিষ্ট মহলের।

কিল্লা সিএলএফ-এর বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত, সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করার ওপর গুরুত্ব

উদয়পুর, ১৯ আগস্ট: কিল্লা আরডি ব্লকের গুণপদ মেমোরিয়াল হলে কিল্লা সিএলএফ-এর বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সিএলএফ-এর প্রতিনিধি, ভিও সদস্য, স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্য এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট অংশীজনরা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন।বার্ষিক সাধারণ সভায় সিএলএফ-এর বিভিন্ন কার্যক্রম, আর্থিক ও প্রশাসনিক বিষয়, স্বনির্ভর গোষ্ঠী এবং ভিওগুলির অগ্রগতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। পাশাপাশি প্রস্তাবিত ভবিষ্যৎ কর্মসূচি এবং ফেডারেশনকে আরও শক্তিশালী করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিয়েও মতবিনিময় করা হয়।অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন গোমতী জেলার অতিরিক্ত জেলা শাসক ও সমাহর্তা (পিপি)। এছাড়াও কিল্লার বিডিও, বিভিন্ন ব্যাংক এবং সমবায় সমিতির প্রতিনিধিরা সভায় উপস্থিত থেকে আলোচনায় অংশ নেন।সভায় কিল্লা সিএলএফ-এর গত বছরের কার্যক্রম ও সাফল্য পর্যালোচনা করা হয়। একইসঙ্গে সংগঠনের সামনে থাকা বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ চিহ্নিত করে সেগুলির মোকাবিলায় সম্ভাব্য কর্মপরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করা হয়। সিএলএফ-এর পরিষেবা প্রদানের মান আরও উন্নত করা এবং স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও ভিও সদস্যদের জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা বৃদ্ধির বিষয়টিও গুরুত্ব পায়।সভায় অংশগ্রহণকারীরা জানান, স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও সংশ্লিষ্ট সংগঠনগুলিকে আরও শক্তিশালী করার পাশাপাশি সদস্যদের আর্থিক ও সামাজিকভাবে স্বনির্ভর করে তুলতে সমন্বিত উদ্যোগ প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে ব্যাংক, সমবায় সমিতি, প্রশাসন এবং সংশ্লিষ্ট সংগঠনগুলির মধ্যে আরও নিবিড় সমন্বয়ের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়।কিল্লা সিএলএফ-এর সুষ্ঠু কার্যক্রম পরিচালনা, সদস্যদের টেকসই উন্নয়ন এবং ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে আগামী দিনেও সম্মিলিতভাবে কাজ করার নতুন অঙ্গীকারের মধ্য দিয়ে এদিনের বার্ষিক সাধারণ সভা শেষ হয়।

ধর্মনগরে শ্রদ্ধার সঙ্গে পালিত মহারাজা বীর বিক্রমের ১১৮তম জন্মজয়ন্তী

ধর্মনগর, ১৯ আগস্ট: আধুনিক ত্রিপুরার রূপকার মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুরের ১১৮তম জন্মজয়ন্তী বুধবার ধর্মনগরে যথাযোগ্য মর্যাদা ও শ্রদ্ধার সঙ্গে পালিত হয়। এ উপলক্ষে সকালে ধর্মনগর রাজবাড়ি এলাকায় অবস্থিত মহারাজার প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ ও মাল্যদানের মাধ্যমে তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়।

শ্রদ্ধা নিবেদন অনুষ্ঠানে বক্তারা মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুরের দূরদর্শী চিন্তাভাবনা এবং ত্রিপুরার সার্বিক উন্নয়নে তাঁর ঐতিহাসিক অবদানের কথা স্মরণ করেন। শিক্ষা, সংস্কৃতি, প্রশাসন, যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং পরিকাঠামো উন্নয়নের ক্ষেত্রে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হয়। বক্তারা বলেন, ত্রিপুরাকে আধুনিকতার পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে মহারাজার উদ্যোগ ও চিন্তাধারা আজও রাজ্যের মানুষের কাছে অনুপ্রেরণার উৎস। তাঁর শাসনামলে আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা, নগর পরিকল্পনা এবং বিভিন্ন পরিকাঠামোগত উন্নয়নের যে ভিত্তি গড়ে উঠেছিল, তা পরবর্তী সময়ে রাজ্যের অগ্রগতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উত্তর ত্রিপুরা জেলা পরিষদের সভাধিপতি অপর্ণা নাথ, ধর্মনগরের বিধায়ক জহর চক্রবর্তী, ধর্মনগর পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন মিতালী রাণী দাস সেন, বিশিষ্ট সমাজসেবী কাজল দাস, সমাজসেবী অরিন্দম দেব সহ অন্যান্য

সরকারের লক্ষ্য রাজ্যবাসীর কল্যাণে সমস্ত মৌলিক পরিষেবা প্রদান করা: মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ আগস্ট: রাজ্যের রাজধানী শহর, জেলা ও মহকুমা হাসপাতালগুলিতে চালু করা হবে সান্ধ্যকালীন ওপিডি পরিষেবা। এছাড়া সমস্ত হাসপাতালগুলিকে ডিজিট্যাল পরিষেবায় অন্তর্ভুক্ত করা হবে। আজ গোবিন্দ বল্লভপন্থ হাসপাতাল সংলগ্ন স্থানে নবনির্মিত ভারতমাতা কেন্টিন ও শেল্টার হাউজ এর উদ্বোধন করে প্রধান অতিথির ভাষণে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা) মানিক সাহা একথা বলেন। জিবিপি হাসপাতালে ভারতমাতা কেন্টিন ও শেল্টার হাউজ চালু হওয়ার ফলে এখন থেকে জিবিপি হাসপাতালে রোগীদের সাথে আসা প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষ স্বল্প ব্যয়ে থাকা ও খাওয়ার সুবিধা পাবেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ভারতমাতা কেন্টিন ও শেল্টার হাউজ নির্মাণ হল রাজ্য সরকারের মানবিকতার ফসল। তিনি বলেন, সরকারের লক্ষ্য রাজ্যবাসীর কল্যাণে সমস্ত মৌলিক পরিষেবা প্রদান করা। তবে পরিকাঠামোর উন্নয়ন করলেই হবেনা, তার সঠিক রক্ষণাবেক্ষণের প্রতিও সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে দায়িত্ব পালন করতে হবে। তিনি বলেন, রাজ্যে বর্তমানে জিবিপি হাসপাতালে বিনামূল্যে কিডনি প্রতিস্থাপন করা হচ্ছে। আগামীতে লিভার, হার্ট সহ নানা অঙ্গ প্রতিস্থাপনের প্রচেষ্টা নেওয়া হবে। তিনি বলেন, দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঠিক চিন্তাধারায় আজ দেশে উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবার পরিকাঠামো গড়ে উঠছে। এর সফলতা দেশের করোনা মহামারী কালীন সময়েও দেশবাসী উপলব্ধি করতে পেরেছেন। চিকিৎসা পরিষেবা বৃদ্ধিতে টিটিএএডিসি এলাকাতে নতুন মেডিক্যাল কলেজ ও ১০০ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতাল গড়েতোলা হবে। চিকিৎসা পরিকাঠামো উন্নয়নের পাশাপাশি চিকিৎসা বিদ্যার পরিধিও বর্তমানে অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। এক্ষেত্রে এমবিবিএস, বিডিএস, নার্সিং শিক্ষাক্ষেত্রে আসন সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়েছে। ২০২৬-২৭ অর্থবছরে রাজ্যে নতুন আয়ুর্বেদিক ও হোমিওপ্যাথিক কলেজগুলিতে পঠন-পাঠন শুরুর প্রচেষ্টা নেওয়া হবে। তিনি বলেন, দেশের ৮২৩টি মেডিক্যাল কলেজের মধ্যে গুণগত শিক্ষা পরিকাঠামোর ক্ষেত্রে রাজ্যের আগরতলা গভ: মেডিক্যাল কলেজ ১৩১তম স্থান পেয়েছে। যা রাজ্যের জন্য গর্বের বিষয়। মুখ্যমন্ত্রী নিরাময় আরোগ্য যোজনায় ৩ লক্ষ ৬০ হাজারের বেশি মানুষ উপকৃত হয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী সুস্থ শৈশব ও সুস্থ কৌশোর অভিযানের আওতায় ৯০ শতাংশ শিশু ও কিশোরদের টিকাকরণের আওতায় আনা হয়েছে। তিনি বলেন, রাজ্যের মানুষের আর্থসামাজিক মান উন্নয়নে ত্রিপুরা আরবান লাইভলিহুড মিশনের বিশেষ অবদান রয়েছে। তার উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত জিবিপি হাসপাতালে এই ভারতমাতা কেন্টিন ও শেল্টার হাউজ নির্মান। এই ভারতমাতা কেন্টিন ও শেল্টার হাউজ নির্মানে ত্রিপুরা আরবান লাইভলিহুড মিশনের প্রায় ৫ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আগরতলা পুরনিগমের মেয়র তথা বিধায়ক দীপক মজুমদার। সম্মানীয় অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্তো, আগরতলা পুরনিগমের কমিশনার সাজুবাহিদ এ, ত্রিপুরা আরবান লাইভলিহুড মিশনের মিশন ডিরেক্টর তড়িৎকান্তি চাকমা প্রমুখ। অনুষ্ঠান শেষে মুখ্যমন্ত্রী ভারতমাতা কেন্টিন ও শেল্টার হাউজের কক্ষগুলি ঘুরে দেখেন এবং এর যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিকদের নির্দেশ দেন। স্বাগত বক্তব্য রাখেন নগর উন্নয়ন দপ্তরের সচিব মিলিন্দ রামটেকে।

ত্রিপুরাসহ সারা দেশে বাঘ সংরক্ষণ কেন ও কীভাবেঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কলেজে বিশেষ আলোচনা

বিলোনিয়া, ১৯ আগস্ট: বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ, জীববৈচিত্র্য রক্ষা এবং পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখতে বাঘ সংরক্ষণের গুরুত্ব নিয়ে বিলোনিয়ার ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কলেজে বিশেষ আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। বিলোনিয়া ইয়ুথ ফোরাম এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কলেজের অভ্যন্তরীণ গুণমান নিশ্চয়তা কোষের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে বাঘসহ বিভিন্ন বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন মধ্যপ্রদেশের জবলপুরের স্টেট ফরেস্ট রিসার্চ ইনস্টিটিউটের প্রাণী বাস্তুবিদ্যা বিভাগের সঙ্গে যুক্ত বিজ্ঞানী ড. অনিরুদ্ধ মজুমদার। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে ড. অনিরুদ্ধ মজুমদার বলেন, বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ শুধুমাত্র একটি নির্দিষ্ট প্রজাতিকে রক্ষা করার বিষয় নয়। এর সঙ্গে গোটা বনাঞ্চল, জীববৈচিত্র্য, পরিবেশের ভারসাম্য এবং মানুষের ভবিষ্যৎও অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। দীর্ঘদিন ধরে মধ্যপ্রদেশে বাঘসহ বিভিন্ন বন্যপ্রাণীর সংরক্ষণ, প্রাণীর আচরণ, আবাসস্থল এবং মানুষ-বন্যপ্রাণীর সহাবস্থান নিয়ে গবেষণা ও কাজ করার অভিজ্ঞতাও তুলে ধরেন তিনি। বাঘ সংরক্ষণের প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "বাঘকে বাঁচাতে হলে প্রথমে তার বন ও প্রাকৃতিক আবাসস্থলকে বাঁচাতে হবে। বাঘ সংরক্ষণ মানে শুধু বাঘের সংখ্যা বৃদ্ধি নয়তার খাদ্য, আবাসস্থল, প্রাকৃতিক চলাচলের পথ এবং সমগ্র বাস্তুতন্ত্রকে সুরক্ষিত রাখা।"

তাঁর মতে, বন ধ্বংস, আবাসস্থল সংকুচিত হওয়া, অবৈধ শিকার এবং মানুষ-বন্যপ্রাণী সংঘাত বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের ক্ষেত্রে অন্যতম বড় চ্যালেঞ্জ। এই সমস্যাগুলি মোকাবিলায় বৈজ্ঞানিক গবেষণার পাশাপাশি স্থানীয় মানুষের অংশগ্রহণ এবং জনসচেতনতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলেও তিনি উল্লেখ করেন। মধ্যপ্রদেশে তাঁর গবেষণামূলক কাজের বিভিন্ন দিকও অনুষ্ঠানে তুলে ধরা হয়। স্টেট ফরেস্ট রিসার্চ ইনস্টিটিউটের বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে চিতাবাঘের উপস্থিতি ও মানুষ-চিতাবাঘ সংঘাত, বন্যপ্রাণীর জনসংখ্যা ও আবাসস্থল মূল্যায়ন এবং বান্ধবগড়ে বারাসিংহা সংরক্ষণ ও পুনঃপ্রবর্তনের মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজের সঙ্গে তাঁর যুক্ত থাকার বিষয়টি আলোচনায় উঠে আসে। অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে সরাসরি মতবিনিময় করেন ড. মজুমদার। বাঘ, অন্যান্য বন্যপ্রাণী, বনাঞ্চল এবং পরিবেশ সংরক্ষণ নিয়ে শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন তিনি। পাশাপাশি তরুণ প্রজন্মকে প্রকৃতি ও পরিবেশের প্রতি আরও দায়িত্বশীল হওয়ার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, তরুণ প্রজন্মের মধ্যে পরিবেশ ও বন্যপ্রাণী সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলা সম্ভব হলে আগামী দিনে সংরক্ষণমূলক কর্মকাণ্ড আরও শক্তিশালী হবে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ জেলার জেলা শাসক মহম্মদ সাজাদ পি., ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কলেজের অধ্যক্ষ ড. মনোরঞ্জন দাস, কলেজের শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষার্থীরা। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বন ও পরিবেশপ্রেমী এবং বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিনিধিরা। আলোচনাকে কেন্দ্র করে কলেজের শিক্ষার্থীদের মধ্যে বাঘ সংরক্ষণ, জীববৈচিত্র্য এবং পরিবেশ রক্ষার বিষয়ে ব্যাপক আগ্রহ দেখা যায়। কলেজ কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে জানানো হয়, বিজ্ঞানী, প্রশাসন, বন দপ্তর ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে এই ধরনের সরাসরি মতবিনিময় আগামী দিনে পরিবেশ ও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে নতুন প্রজন্মকে আরও সক্রিয় ভূমিকা নিতে উৎসাহিত করবে।

হাড় ও জয়েন্টের সুস্থতার বার্তা নিয়ে আগরতলায় ওয়াকাথন

আগরতলা, ১৯ আগস্ট: হাড় ও জয়েন্টের সুস্থতা সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা গড়ে তুলতে আগরতলায় অনুষ্ঠিত হল বিশেষ ওয়াকাথন। 'বোন অ্যান্ড জয়েন্ট উইক ২০২৬' উদযাপন উপলক্ষে ত্রিপুরা অর্থোপেডিক সোসাইটির উদ্যোগে বুধবার এই পদযাত্রার আয়োজন করা হয়।

এদিন উজ্জয়ন্ত প্রাসাদ চত্বর থেকে ওয়াকাথনের সূচনা হয়। এরপর রাজধানীর বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে পদযাত্রাটি। কর্মসূচিতে ত্রিপুরা অর্থোপেডিক সোসাইটির সম্পাদক চিকিৎসক রাজীব দেবনাথ সহ সংগঠনের অন্যান্য সদস্য, চিকিৎসক, স্বাস্থ্যকর্মী এবং বিভিন্ন স্তরের মানুষ অংশগ্রহণ করেন।

হাড় ও জয়েন্টের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে সচেতন করা, নিয়মিত শারীরিক চর্চার গুরুত্ব তুলে ধরা এবং সুস্থ জীবনযাপনে মানুষকে উৎসাহিত করাই এই কর্মসূচির মূল লক্ষ্য বলে উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে জানানো হয়।

চিকিৎসকদের মতে, হাড় ও জয়েন্ট সুস্থ রাখতে নিয়মিত শরীরচর্চা, সুষম খাদ্যাভ্যাস এবং স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

অঙ্গন

সিনিয়র রাজ্য ক্রিকেট এলিট গ্রুপে মোহনপুরকে হারিয়ে সদর সেমিফাইনালে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ আগস্ট।। সদর মহকুমা দলের দুর্দান্ত জয়। ১০৪ রানে মোহনপুরকে হারিয়ে সেমিফাইনালে খেলার ছাড়পত্র অর্জন করে নিয়েছে। ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশনের পরিচালনায় সিনিয়র স্টেট মিট এলিট গ্রুপে নিজেদের টানা দ্বিতীয় জয়ে সেমিফাইনালে খেলা নিশ্চিত করেছে সদর মহকুমা দল। বুধবার টিআইটি গ্রাউন্ডে অনুষ্ঠিত ৫০ ওভারের এক গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে সদর ১০৪ রানের বিশাল ব্যবধানে মোহনপুর দলকে পরাজিত করে। সকালে টস জিতে প্রথমে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয় সদর মহকুমা দল এবং নির্ধারিত ৫০ ওভারে ৭ উইকেট হারিয়ে ৩১৯ রানের পাহাড়সম স্কোর গড়ে তোলে। দলের হয়ে ওপেন করতে নেমে ঋতুরাজ ঘোষ রায় এক ঐতিহাসিক ইনিংস খেলেন। তিনি মাত্র ১৪৬ বল মোকাবেলা করে ১৩টি বাউন্ডারি ও ৭টি ওভার বাউন্ডারির সাহায্যে এক দুর্দান্ত ১৬১ রান সংগ্রহ করেন, যা দলের ভিত শক্ত করার পাশাপাশি তাঁকে "প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচ"-এর খেতাব এনে দেয়। এছাড়া রজত দে দলের জন্য মূল্যবান ৬৭ রান অবদান রাখেন। মোহনপুরের সফলতম বোলার ইন্দ্রজিত দেবনাথ ২৮ রান খরচ করে সর্বাধিক ৪টি উইকেট শিকার করেন। জবাবে জয়ের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে মোহনপুর দল নির্ধারিত ৫০ ওভারে ৯ উইকেট হারিয়ে ২১৫ রান তুলতে সক্ষম হয়। মোহনপুরের পক্ষে ইন্দ্রজিত দেবনাথ ব্যাট হাতেও লড়ে ৬৪ রানের একটি অনবদ্য ইনিংস খেললেও দলের হার এড়াতে পারেননি। সদরের বোলিং আক্রমণে বিক্রম দেবনাথ ২৯ রানে ৩টি এবং অভিজিৎ দেববর্মা মাত্র ১৭ রানে ২টি উইকেট তুলে নিয়ে দলের জয়কে ত্বরান্বিত করেন। এর আগে টুর্নামেন্টের প্রথম ম্যাচে উদয়পুরকে ৩৬ রানে হারিয়ে শুভ সূচনা করেছিল সদর। এই জয়ের ফলে টানা দুই ম্যাচে জয় তুলে নিয়ে সদর মহকুমা দল শুধু সেমিফাইনালই নিশ্চিত করল না, বরং গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার দৌড়েও নিজেদের বেশ ভালোভাবেই এগিয়ে রাখল।

মহিলাদের হকি বিশ্বকাপে রেকর্ড ব্যবধানে জয়, গ্রুপ শীর্ষে ভারত

মহিলাদের বিশ্বকাপ হকিতে দক্ষিণ আফ্রিকাকে হারিয়ে গ্রুপ শীর্ষে ভারত। প্রথম ম্যাচের চিনের সঙ্গে ড্র করার পর মঙ্গলবার ৬-১ ব্যবধানে জিতলেন সুনেলিতা টপ্পো, নবনীত কৌরেরা। বিশ্বকাপে এটাই ভারতের মহিলা দলের সবচেয়ে বড় ব্যবধানে জয়। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে আগ্রাসী মনোভাবে শুরু করে ভারতীয় দল। ১১ মিনিটে প্রথম গোল সুনেলিতার। 'ডি'র বাইরে থেকে তাঁকে বল বাড়ান সাক্ষী রানা। ফাঁকায় বল পেয়ে গোল করতে ভুল করেননি সুনেলিতা। দ্বিতীয় কোয়ার্টারে ১৭ মিনিটে ভারতের ব্যবধান বাড়ান নভনীত কৌর। পেনাল্টি কর্নার থেকে গোল করেন তিনি। ২৫ মিনিটের মাথায় ৩-০ ব্যবধানে এগিয়ে যায় ভারত। এই গোলও পেনাল্টি কর্নার থেকে। দীপিকা সারাওয়াতের শট সুশীলা চানুর স্টিকে লেগে দিক পরিবর্তন করে গোলে ঢুকে যায়।

৩-০ ব্যবধানে এগিয়ে যাওয়ার পরও আক্রমণের ধার কমায়নি ভারতীয় দল। ৩৮ মিনিটে ভারতের হয়ে চতুর্থ গোল করেন দীপিকা। পরিকল্পিত আক্রমণের ফল ভারতের চতুর্থ গোল। ৪৪ মিনিটে আবার গোল করে ভারত। এ বার গোল আসে লালরেমসিয়ামির স্টিক থেকে। পরে মিনিটেই দলকে ৬-০ ব্যবধানে এগিয়ে দেন সাক্ষী। এর পর ভারতীয় দল কিছুটা গতি কমিয়ে দেয়। পরের ম্যাচের জন্য শক্তি বাঁচিয়ে রাখতেই পজেশনাল হকিতে চলে যায় দল। ৫৫ মিনিটে দক্ষিণ আফ্রিকার হয়ে এক মাত্র গোলটি করেন কায়লা ডি ওয়াল। এ দিন অন্য ম্যাচে ইংল্যান্ডকে ৪-২ ব্যবধানে হারিয়েছে চিন। তাদেরও ভারতের মতো ২ ম্যাচে ৪ পয়েন্ট। গোল পার্থক্য ভাল থাকায় গ্রুপ 'ডি'র শীর্ষে উঠে এসেছে ভারত। ৩ পয়েন্ট নিয়ে ইংল্যান্ড রয়েছে তৃতীয় স্থানে। দক্ষিণ আফ্রিকা দু'টি ম্যাচই হেরে চতুর্থ স্থানে। ২০ অগস্ট ভারতের পরের প্রতিপক্ষ ইংল্যান্ড। ওই ম্যাচ ড্র করলেও পরের রাউন্ডে পৌঁছে যাবে ভারতীয় দল।

এগিয়ে চল সংঘ আয়োজিত রাজ্যভিত্তিক দূরপাল্লার সাঁতারে জাকির ও গীতা সেরা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ আগস্ট।। এগিয়ে চল সংঘের উদ্যোগে এবং ত্রিপুরা আমেচার সুইমিং অ্যাসোসিয়েশনের পরিচালনায় বুধবার মেলারমাঠ স্থিত এগিয়ে চল সংঘের সুইমিং সেন্টারে (বিক্রম সাগর) সফলভাবে অনুষ্ঠিত হলো প্রথম রাজ্যভিত্তিক দূরপাল্লার সাঁতার প্রতিযোগিতা। দুপুর ১২টায় টুর্নামেন্টের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন ত্রিপুরা আমেচার সুইমিং অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি তথা রাজ্য বিধানসভার উপাধ্যক্ষ রাম প্রসাদ পাল। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আগরতলা পুর নিগমের ৩৪ নম্বর ওয়ার্ডের কর্পোরেটর শ্রীমতী জাহ্নবী দাস চৌধুরী। পুরুষ ও মহিলা উভয় বিভাগেই বিজয়ীদের ট্রফির পাশাপাশি নগদ আর্থিক পুরস্কারে ভূষিত করা হয়যার মধ্যে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারীরা যথাক্রমে ৫ হাজার, ৩ হাজার এবং ২ হাজার টাকা করে পান। প্রতিযোগিতাটি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হওয়ায় এগিয়ে চল সংঘের সম্পাদক সুমন্ত গুপ্ত সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। প্রতিযোগিতার পুরুষ বিভাগের ৩ কিলোমিটার দূরপাল্লার সাঁতারে প্রথম স্থান অধিকার করেন "খেলো ইন্ডিয়া স্টেট সেন্টার অফ এক্সিলেন্স"-এর জাকির হোসেন। এই বিভাগে দ্বিতীয় স্থান অর্জন করেন ত্রিপুরার রিয়াজ ("খেলো ইন্ডিয়া") এবং তৃতীয় স্থান দখল করেন বিএসএফ-এর বিকাশ আগরওয়াল। অন্যদিকে, মহিলা বিভাগের ২.৫ কিলোমিটার দূরপাল্লার সাঁতারে সেরা পারফরম্যান্স দেখিয়ে প্রথম স্থান ছিনিয়ে নেন "খেলো ইন্ডিয়া"-র গীতা দেবনাথ। প্রতিযোগিতাটিতে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করেন যথাক্রমে পশ্চিম জেলার অপ্সরা সরকার এবং গোমতী জেলার প্রমিতা দেব।

অনূর্ধ-১৫ রাজ্য ক্রিকেটের ফাইনালে মুখোমুখি সদর 'এ' ও উদয়পুর

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ আগস্ট।। মর্যাদার লড়াই এমবিবি স্টেডিয়ামে আগামীকাল বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশনের পরিচালনায় আয়োজিত অনূর্ধ-১৫ রাজ্য টিকেট তথা ক্রিকেট টুর্নামেন্টের ফাইনাল ম্যাচটি আগামী কাল, বৃহস্পতিবার এমবিবি স্টেডিয়ামে জমজমাট লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। শিরোপা জয়ের এই মহাফলক ম্যাচে মুখোমুখি হচ্ছে শক্তিশালী সদর 'এ' এবং উদয়পুর মহকুমা দল। সেমিফাইনালের রোমাঞ্চকর লড়াইয়ে সদর 'এ' দল ৭ উইকেটের বড় ব্যবধানে খোয়াই মহকুমা দলকে পরাজিত করে ফাইনালে নিজেদের স্থান পাকা করে নেয়। অন্যদিকে, অপর সেমিফাইনালে উদয়পুর দল দারুণ প্রদর্শনী করে ৮০ রানের ব্যবধানে সদর 'বি' দলকে পরাস্ত করে ফাইনালে খেলারা যোগ্যতার ছাড়পত্র অর্জন করে। ফাইনালে ওঠার এই লড়াইয়ে উভয় দলই তাদের সেরামঞ্চ প্রস্তুত করেছে।

আগামীকালের এই ফাইনালে উভয় শিবিরের তরুণ ক্রিকেটারদের ওপর বিশেষ নজর থাকবে বলে মনে করছেন ক্রীড়াপ্রেমীরা। সদর 'এ' দলের ব্যাটিং লাইনআপকে শক্তিশালী করতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছেন অরীশ মজুমদার ও নিলেশ সূত্রধর, অন্যদিকে বোলিং বিভাগে দলের ভরসা হয়ে উঠতে পারেন দেবরাজ মজুমদার ও রাহুল মিয়া। বিপরীতপক্ষে, উদয়পুর মহকুমা দলের ব্যাটিং শক্তি হিসেবে বড় ভরসা সাহিন হোসেন পোদ্দার, সোমদেব শীল এবং শ্রীমন দেবনাথ, এবং বোলিং আক্রমণকে নেতৃত্ব দেবেন সুরাজিত দেবনাথ। জমজমাট এই ফাইনালে দুই দলের উদীয়মান তারকারা নিজেদের সেরাটা দিতে মুখিয়ে রয়েছে, যা গ্যালারির দর্শকদের এক রোমাঞ্চকর ক্রিকেট ম্যাচ উপহার দেবে।

মহিলা লীগ তিলকোমাঝি ক্লাবকে হারিয়ে রামকৃষ্ণ সংঘের সহজ জয়

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ আগস্ট।। বৈকুণ্ঠ নাথ স্মৃতি সিনিয়র মহিলা লীগ ফুটবল টুর্নামেন্টের পূর্ব নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী বুধবার দুপুরে মুখোমুখি হয় তিলক মাঝি ও রামকৃষ্ণ সেবা সংঘ। ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশন আয়োজিতএই ফুটবল টুর্নামেন্টে এদিন দুপুরে আগরতলা উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত দুই দলের ম্যাচটি মূলত একপেশে সম্পন্ন হয়। যদিও লড়াইটা ছিল বেশ হাড্ডাহাড্ডি। এর পরেও ম্যাচে রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম ৫-০ গোলে তিলক মাঝিকে পরাজিত করে। ম্যাচের অর্ধেক সময়ের খেলায় জয়ী দল ৩-০ গোলের ব্যবধানে এগিয়ে থাকার পর বিরতির শেষ লড়াইয়ে আরো দুটি গোল করে জয় পরাজয়ের ব্যবধান বাড়িয়ে নেয় রামকৃষ্ণ। ১৮ মিনিটের মাথায় আলিশা রাঙখল প্রথম গোল করে এগিয়ে দেয় রামকৃষ্ণকে। ২৫ মিনিটে ব্রিজা দেববর্মা ও ৪৪ মিনিটে মেথা জমাতিয়া দুটি গোল করে রামকৃষ্ণের জয়ের পথ অনেকটা মসৃণ করে দেয়। যা শেষ পর্যন্ত প্রথম অর্ধের খেলায় বহাল তাকে। বিরতির পর দ্বিতীয় অর্ধের খেলা শুরু হলে ৬৩ মিনিটে রেশমী কলই ও ৭৬ মিনিটে ব্রিজা দেববর্মা আরও একটি গোল করে বাড়িয়ে নেয় জয় পরাজয়ের ব্যবধান। দুই দলের এই ম্যাচে সেরা ফুটবলার হিসেবে মনোনীত হয় জয়ী দলের ব্রিজা দেববর্মা। ম্যাচটি পরিচালনা করেন রেফারি তপন কুমার নাথ।

বিরোধিতার শাস্তি! পুরনো সহকর্মীকেও ফিফা থেকে তাড়িয়ে দিলেন ইনফান্তিনো! সুর চড়াল নরওয়ে

ফিফা সভাপতি জিয়ান্নি ইনফান্তিনোর বিরোধিতা এবং সমালোচনা করে চাকরি হারালেন চিফ অপারেটিং অফিসার কেভিন ল্যামোর। তাঁকে বরখাস্ত করেছে ফিফা। ইনফান্তিনোর বিশ্বকাপ-সহ প্রধান কয়েকটি প্রতিযোগিতা বিক্রি করে দেওয়ার প্রস্তাবের প্রথম বিরোধিতা করেছিলেন ল্যামোরই। ফিফা একের পর শীর্ষস্তরের কর্তাদের বরখাস্ত করায় ইনফান্তিনোর উদ্দেশ্য নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন নরওয়ের ফুটবল সংস্থার প্রধান লিস ক্লাভেনেস।

ইংল্যান্ডের সংবাদমাধ্যমে 'দ্যা টাইমস' ল্যামোরকে বরখাস্ত করার কথা জানিয়েছে। ইনফান্তিনোর প্রস্তাব নিয়ে তিনি মন্তব্য করেছিলেন, "ফিফা সভাপতি কর্মীদের সঙ্গে প্রতারণা করছেন।" তীব্র সমালোচনার পর 'ফিফা ফরোয়ার্ড এন্টারপ্রাইজ' প্রকল্প বাতিল করতে বাধ্য হন ইনফান্তিনো। ফিফা এক বিবৃতিতে বলেছে, "ফিফার সিওও হিসাবে দু'বছর কাজ করার জন্য কেভিন ল্যামোরকে ধন্যবাদ। তাঁর সঙ্গে ফিফার কাজের সম্পর্ক শেষ। তাঁকে ধন্যবাদ। তাঁর ব্যক্তিগত এবং পেশাগত ভবিষ্যতের জন্য শুভেচ্ছা থাকল। এ ব্যাপারে আর কোনও মন্তব্য কতরা হবে না।"

সদস্য দেশগুলি প্রতিবাদ জানানোর আগে প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছিলেন ল্যামোর। তিনি বলেছিলেন, "এই প্রকল্পটা এক জন ব্যক্তির। এই প্রকল্প অবিলম্বে বাতিল করা উচিত। ফুটবল প্রশাসনের শীর্ষ কর্তারা নিজেদেরই প্রশ্ন করুন। সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় এসে গিয়েছে।" পরোক্ষে ইনফান্তিনোকে সরানোর কথা বলেছিলেন তিনি। উল্লেখ্য, ইউরোপের ফুটবল নিয়ামক সংস্থা উয়েফাতেও ইনফান্তিনোর সঙ্গে কাজ করেছেন ল্যামোর। সে সময়ই চাকরি হারানোর আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "এই বিবৃতির জন্য যদি আমাকে চাকরি হারাতে হয়, হবে। কিন্তু বুঝে সিদ্ধান্ত নিতে চাই।" ফিফার এক কর্তা জানিয়েছেন, বন্ধুত্বপূর্ণ আলোচনায় উভয় পক্ষের সম্মতিতে এই সিদ্ধান্ত হয়েছে। ২০২৪ সালের নভেম্বরে ফিফায় যোগ দেন ল্যামোর। একই কারণে বিশ্বকাপের পরই ইস্তফা দিয়েছিলেন ইনফন্তিনোর অন্যতম প্রধান পরামর্শদাতা কার্লোস কর্দেইরা।

একের পর এক শীর্ষ কর্তার অপসারণ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে নরওয়ে। সে দেশের ফুটবল সংস্থার প্রধান ক্লাভেনেস বলেছেন, "এ বার ল্যামোরকে বের করে দেওয়া হল। আবার আমাদের সামনে তাকাতে বলা হচ্ছে। এগুলো গ্রহণযোগ্য নয়। ভয় দেখিয়ে ফিফা পরিচালনা করা হচ্ছে। আমার দেখা অন্যতম সেরা ফুটবল প্রশাসক ল্যামোর। আমার আর্জি, যে সিদ্ধান্তগুলো ফুটবলের স্বার্থে নয়, সেগুলির জন্য ফিফার শীর্ষস্তরের কর্তা এবং প্রশাসকদের নতি স্বীকার করবেন না।" মনে করা হচ্ছে, ক্লাভেনেস এই মন্তব্য করেছেন ফিফার মহাসচিব ম্যাটিয়াস গ্রাফস্ট্রমকে উদ্দেশ্য করে।

ক্লাভেনেস নরওয়ের প্রাক্তন ফুটবলার। মহিলাদের জাতীয় দলের সদস্য ছিলেন। পেশায় আইনজীবী। উয়েফার এক্সিকিউটিভ কমিটির অন্যতম সদস্য। তিনি ইনফান্তিনোর বিরুদ্ধে প্রথম থেকেই সুর চড়াচ্ছেন। ফিফার 'গভর্নেন্স, অডিট অ্যান্ড কমপ্লায়েন্স' কমিটির কাছে একটি আনুষ্ঠানিক চিঠি দিয়েছে ফেয়ারস্কয়ার, যেখানে আগামী বছরের সভাপতি নির্বাচনের জন্য ইনফান্তিনোকে অযোগ্য ঘোষণা করার আহ্বান জানানো হয়েছে। ৫৬ বছর বয়সী এই ব্যক্তিই এখন পর্যন্ত একমাত্র প্রার্থী, যিনি নির্বাচনে দাঁড়ানোর ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। পুনর্নির্বাচিত হলে, ইনফান্তিনো চতুর্থবারের মতো সভাপতি নির্বাচিত হবেন এবং ২০৩১ সাল পর্যন্ত এই পদে থাকবেন। তবে ফেয়ারস্কয়ার জোর দিয়ে বলেছে, ফিফার নিয়ম অনুযায়ী তিনি ইতোমধ্যেই তার তৃতীয় ও চূড়ান্ত মেয়াদ পূর্ণ করছেন।

ফিফা সভাপতিরা সর্বোচ্চ তিনটি মেয়াদে দায়িত্ব পালন করতে পারেন। দুর্নীতির অভিযোগে সেপ ব্লাটারের পদত্যাগের পর ২০১৬ সালে ইনফান্তিনো দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ২০২২ সালে ফিফার কাউন্সিল এই মর্মে সম্মত হয়েছিল যে, তার প্রথম তিন বছর তিন মেয়াদের সীমার মধ্যে গণনা করা হবে না, কারণ তিনি ব্লাটারের অসমাপ্ত মেয়াদ পূর্ণ করছিলেন। 'দা অ্যাথলেটিক'-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, ১৩ অগাস্ট পাঠানো একটি চিঠিতে ফেয়ারস্কয়ার পর্যালোচনা কমিটিকে ওই সিদ্ধান্ত বাতিল করার অনুরোধ জানিয়েছে। "আমরা এই অনুরোধ জানাতে লিখছি যে, যেহেতু জনাব ইনফান্তিনো ইতোমধ্যে তার তৃতীয় ও চূড়ান্ত মেয়াদ পূর্ণ করছেন, তাই তাকে ফিফা প্রেসিডেন্ট পদে পুনরায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য অযোগ্য ঘোষণা করুন। তার প্রথম মেয়াদকে বাতিল করার বিষয়ে গভর্নেন্স, অডিট অ্যান্ড কমপ্লায়েন্স কমিটির পূর্বের সিদ্ধান্তটি প্রেসিডেন্টের মেয়াদসীমা সংক্রান্ত ফিফার বিধিবিধানের মূল উদ্দেশ্য ও মর্মের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন।

২০২২ সালের ১৬ ডিসেম্বর, কাতারের দোহায় ফিফা কাউন্সিল একটি বৈঠক করে, এরপর ফিফা একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে, যেখানে এই সিদ্ধান্তের কথা উল্লেখ করা হয়: 'ফিফা কাউন্সিল সর্বসম্মতিক্রমে গভর্নেন্স, অডিট অ্যান্ড কমপ্লায়েন্স কমিটির মতামতের সঙ্গে একমত হয়েছে যে, ২০১৬ থেকে ২০১৯ সালের মধ্যবর্তী সময়কাল বর্তমান ফিফা প্রেসিডেন্টের কার্যকাল হিসেবে গণ্য হবে না। ফলে তিনি তার প্রথম মেয়াদ শেষ করতে চলেছেন।" ফেয়ারস্কয়ার উল্লেখ করেছে যে, ২০২২ সালের ওই রায়ের পর গভর্নেন্স, অডিট অ্যান্ড কমপ্লায়েন্স কমিটির নেতৃত্বে পরিবর্তন এসেছে। তারা মনে করে, বর্তমান পর্যালোচনা কমিটির সদস্যদের অবশ্যই স্বাধীনভাবে পরিস্থিতি পুনর্মূল্যায়ন করা উচিত।

ফেয়ারস্কয়ারের পরিচালক নিকোলাস ম্যাকগিহান রয়টার্সকে বলেছেন, "আমরা যে অভিযোগ দায়ের করেছি, তা থেকে স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় যে, এটি নিয়মের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন এবং এটি খুবই বিপজ্জনক নজির স্থাপন করে।

নিয়মাবলীতে স্পষ্টভাবে বলা আছে যে, সভাপতির পদে সর্বোচ্চ তিনটি মেয়াদ অনুমোদিত। ফিফা তার প্রথম মেয়াদকে গণনায় না এনে, সভাপতির ক্ষমতার ওপর নিয়ন্ত্রক হিসেবে কাজ করা এই নিয়মটিকে কোনোভাবেই পাশ কাটিয়ে যেতে পারে না।"

আগামী বছরের ১৮ মার্চ মরক্কোতে ফিফা কংগ্রেসে সভাপতি পদে ভোট হওয়ার কথা রয়েছে। তার আগে গত কিছুদিন ধরে প্রবল চাপের মুখে আছেন ইনফান্তিনো।

গত সপ্তাহে তিনটি কনফেডারেশনউয়েফা, এএফসি এবং কনক্যাকাফতার নেতৃত্ব পর্যালোচনার আহ্বান জানিয়েছে এবং বিশ্বকাপ ও অন্যান্য ফিফা প্রতিযোগিতায় বাইরের বিনিয়োগ আনার ব্যর্থ প্রচেষ্টায় তার আচরণের সমালোচনা করেছে।

'গোল্ডেন পয়েন্ট'-এ বিশ্ব ব্যাডমিন্টনে হার ভারতীয় জুটির

বিশ্ব ব্যাডমিন্টন চ্যাম্পিয়নশিপে দেখা গেল বিরল ঘটনা। দ্বিতীয় দিনের একটি ম্যাচে ১১ বছর পর ফিরল একটি নিয়ম। তার জন্য হারতে হল ভারতীয় জুটি অম্রুতা প্রমুথেশ এবং অসিত সূর্যকে। তিন নম্বর কোর্টে মিক্সড ডাবলস ম্যাচ খেলতে নেমেছিলেন অম্রুতা এবং অসিত। তাঁরা প্রথম ২১-১৬ গেমে হারালেন তুরস্কের জুটি এমরে সোনমেজ এবং ইয়াসমিন বেকতাসকে। দ্বিতীয় সেটেও তাঁরা জয়ের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। কিন্তু ম্যাচ একাধিক বার 'ডিউস' হয়। দুই জুটিই প্রচুর ম্যাচ পয়েন্ট পেলেও কাজে লাগাতে পারেনি। শেষপর্যন্ত তুরস্কের জুটি ৩০-২৯ গেমে জয়ী হয়। ব্যাডমিন্টনের নিয়মে একটি সেট জিততে গেলে অন্তত দু'পয়েন্টের ব্যবধান দরকার। তবে সর্বোচ্চ ৩০ পয়েন্টের খেলা হয়। যদি কোনও ম্যাচে ফলাফল থাকে ২৯-২৯, তা হলে পরের পয়েন্ট যে জিতবে সে-ই সেট পাবে। সে ক্ষেত্রে দু'পয়েন্টের ব্যবধান না হলেও চলবে। ৩০-২৯ স্কোর হলেও জেতা যাবে।

ভিভিএসের নেতৃত্বে 'ওয়ান আমব্রেলা' নীতি আসছে ভারতীয় ক্রিকেটে?

ভারতীয় ক্রিকেটের কাঠামো কি অদূর ভবিষ্যতে বদলে যেতে চলেছে? 'ওয়ান আমব্রেলা' নীতির আওতায় কি আসতে চলেছে দেশজ ক্রিকেট? যেখানে সর্বময় কর্তা হিসেবে থাকবেন একজন। যাঁর কাছে দায়বদ্ধ থাকবেন হেড কোচ থেকে বিভিন্ন পর্যায়ের জাতীয় নির্বাচকরা?

পুরোপুরি চূড়ান্ত এখনও কিছু নয়। সরকারি সিলমোহর এখনও পড়েনি। কিন্তু ভারতীয় ক্রিকেটের কাঠামো নিয়ে নাড়াচাড়া করা যে শুরু হয়েছে, তা নিয়ে সন্দেহ নেই। আর সমগ্র ভারতীয় ক্রিকেট যদি শেষ পর্যন্ত এক ছাতার তলায় আসে, সম্ভাব্য সর্বময় কর্তার নাম বেশ চমকপ্রদ। ভিভিএস লক্ষ্মণ!

ভিভিএস এ মুহূর্তে বেঙ্গালুরুর সেন্টার অফ এক্সলেন্সের প্রধান। মাঝে ছড়িয়ে পড়েছিল যে, ভিভিএস নাকি সেন্টার অফ এক্সেলেন্সের দায়িত্ব ছেড়ে দিয়ে জাতীয় নির্বাচক প্রধান হয়ে যেতে পারেন। কারণ, ততদিনে বর্তমান জাতীয় নির্বাচক কমিটির (সিনিয়র) প্রধান অজিত আগরকরকে নিয়ে নানাবিধ বিতর্ক শুরু হয়ে গিয়েছিল। বিভিন্ন মহলে বলাবলি চলছিল, বোর্ডের একাংশের সঙ্গে সম্পর্ক নাকি ভালো নয় আগরকরের। রোহিত শর্মার ভবিষ্যৎ নিয়ে নাকি তাঁর সঙ্গে নিয়মিত খটাখটি লাগছে বোর্ড কর্তাদের। যাক গে। পরে ভিভিএসের জাতীয় নির্বাচক প্রধান হওয়া নিয়ে চর্চা আর ধূমায়িত হয়নি। কিন্তু অধুনা শোনা যাচ্ছে, আরও বড় দায়িত্ব নিয়ে আসা হতে পারে দেশের কিংবদন্তি ক্রিকেটারকে। 'ডিরেক্টর অফ ক্রিকেট' গোত্রীয় কোনও পদ দেওয়া হতে পারে তাঁকে। যাঁর রিমোট কন্টোল থাকবে সমস্ত পর্যায়ভুক্ত ভারতীয় ক্রিকেট!

ওয়াকিবহাল মহল বলছে, এ পরিকল্পনা যদি নিকট ভবিষ্যতে বাস্তব-রূপ পায়, তা হলে তা বৈপ্লবিক সিদ্ধান্ত হবে। কারণ, আজ পর্যন্ত এ জিনিস কখনও হয়নি। যেখানে ভারতীয় হেডকোচ থেকে জাতীয় নির্বাচক কমিটি, বিভিন্ন পর্যায়ের মহিলা ক্রিকেট, সেন্টার অফ এক্সেলেন্স— সবাই দিন শেষে রিপোর্ট করবেন নির্দিষ্ট একজনকে। বলা হচ্ছে, এতে সবারই দায়বদ্ধতা অনেক বাড়বে। যোগাযোগ ব্যবস্থার অনেক বেশি উন্নতি হবে। অহেতুক বিতর্ক কমবে। কেউ কেউ বলছেন যে, ডিরেক্টর অফ ক্রিকেট পদ তৈরি করতে হলে এ মুহূর্তে দেশে ভিভিএসের চেয়ে যোগ্যতম চরিত্র আর কেউ নেই। দেশের কিংবদন্তি ক্রিকেটার। ভারতীয় ক্রিকেটের সিস্টেমের সঙ্গে বহুদিন ধরে রয়েছেন। অত্যন্ত সম্মাননীয় চরিত্র। অনেক দাপুটে চরিত্ররাও অসীম শ্রদ্ধা করেন ভিভিএসকে। তাই ভারতীয় বোর্ড এ হেন ভেরি ভেরি স্পেশাল পরিকল্পনার দিকে শেষ পর্যন্ত এগোলে, সবার উপরে ভেরি ভেরি স্পেশাল ভদ্রলোকেরই থাকা উচিত। ভিভিএস লক্ষ্মণের।

বাংলাদেশের কাছে হারের পর বিরাট জরিমানা অস্ট্রেলিয়ার, কাটা গেল পয়েন্টও! সুবিধা হবে ভারতের?

একে বাংলাদেশের কাছে হার। তারপর আইসিসির শাস্তির মুখে অস্ট্রেলিয়া। ঘরের মাঠে প্রথমবার বাংলাদেশের কাছে টেস্ট হেরেছে অজিরা। তারপর ৪২ লক্ষ টাকার জরিমানা হতে পারে প্যাট কামিন্সদের। এখানেই শেষ নয়। এর সঙ্গে পয়েন্টও কাটা হতে পারে অস্ট্রেলিয়ার। ফলে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের দৌড়ে সমস্যা হতে পারে। কিন্তু প্রশ্ন হল, অস্ট্রেলিয়ার পয়েন্ট কাটা গেলে কি ভারতের সুবিধা হবে?

ডারউইনে বাংলাদেশের কাছে হারের ধাক্কার পর নতুন বিপাকে পড়তে পারে অস্ট্রেলিয়া। টেস্টের দ্বিতীয় দিন নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পুরো ৯০ ওভার বোলিং করতে পারেনি। ৪ ওভার কম ছিল। আইসিসির নিয়ম অনুযায়ী, প্রতি ওভার কম থাকলে ক্রিকেটারদের ম্যাচ ফির ৫ শতাংশ হারে জরিমানা করা হয়। অজি ক্রিকেটাররা টেস্ট প্রতি ২০ হাজার ডলার ফি পান। ফলে ৪ ওভার প্রথম একাদশের ১১ জনের প্রত্যেককে ৪ হাজার ডলার করে জরিমানা গুণতে হবে। অর্থাৎ মোট ৪৪ হাজার ডলার জরিমানা হতে পারে। ভারতীয় মুদ্রায় যার পরিমাণ প্রায় ৪২ লক্ষ টাকা।

সমস্যা এখানেই শেষ নয়। যেহেতু ৪ পয়েন্ট কম ছিল, তাই ৪ পয়েন্ট কাটা হতে পারে। তবে ম্যাচ রেফারি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে আবহাওয়া ও বারবার উইকেট পড়ার মতো বিষয় বিবেচনা করবেন। এর আগে ২০২০ সালে মেলবোর্ন টেস্টে স্লো ওভার রেটের জন্য ৪ পয়েন্ট কাটা গিয়েছিল অস্ট্রেলিয়ার। তার ফলেই সেবার ফাইনালে উঠতেই পারেনি তারা।

এই মুহূর্তে ৯ ম্যাচে অস্ট্রেলিয়ার পয়েন্ট ৮৪। পয়েন্ট শতাংশ ৭৭.৭৮। ৪ পয়েন্ট কাটা গেলে চাপ বাড়বে অজিদের উপর। দ্বিতীয় স্থানে আছে দক্ষিণ আফ্রিকা। ভারত বেশ কিছুটা পিছিয়ে। ৪৮.১৫ পয়েন্ট শতাংশ নিয়ে পঞ্চম স্থানে। শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে ভারত ১-০ ব্যবধানে জিতলে ১৬ পয়েন্ট পাবে। পয়েন্ট শতাংশ হবে ৫১.৫১। দু'টি ম্যাচই জিতলে হবে ৫৭.৫৮। ফলে অস্ট্রেলিয়ার 'ভুল'কে কাজে লাগাতে হলে টানা জয় পেতে হবে ভারতকে। তবে বাংলাদেশও টেস্ট জিতে ৬৬.৬৭ পয়েন্ট শতাংশ নিয়ে চতুর্থ স্থানে আছে। বাংলাদেশ সিরিজের দলেও তিনি ছিলেন। কিন্তু দ্বিতীয় টেস্টে বাদ দেওয়া হল তাঁকে। বদলে ৩০ বছরের ম্যাট রেনশকে দলে নিয়েছে অস্ট্রেলিয়া। ২০২৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে শেষ বার টেস্টে ভারতের বিরুদ্ধে খেলেছিলেন তিনি। ২০১৬ সালে অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট দলে অভিষেক হলেও ১০ বছরে মাত্র ১৪টি টেস্ট খেলেছেন তিনি। কিন্তু প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে ১৩৩ ম্যাচের অভিজ্ঞতা থাকায় তাঁর উপর ভরসা করছে অস্ট্রেলিয়া। অস্ট্রেলিয়ার হাতে আরও একটি বিকল্প রয়েছে। দলে রয়েছেন জশ ইংলিস। তিনি সাধারণত মিডল অর্ডার ব্যাটার হলেও হেডের সঙ্গে তাঁকে ওপেন করতে পাঠাতে পারে অস্ট্রেলিয়া। তাতে প্রতিপক্ষের পরিকল্পনা নষ্ট হতে পারে। যে ভাবেই হোক, দ্বিতীয় টেস্টে জয় চাইছে অস্ট্রেলিয়া। সেই কারণেই ফাঁক ভরাটের চেষ্টা করছে তারা।

'আমরা আসছি', ভারত সফরের আগে সোশাল মিডিয়ায় বিশেষ বার্তা ব্রাজিল দলের

আসছে ব্রাজিল। সাজ সাজ রব ভারতীয় ফুটবলে। সম্ভবত এটাই সাম্প্রতিক ইতিহাসে ভারতীয় ফুটবলের সবচেয়ে বড় ম্যাচ। সেই ম্যাচের আগে সোশাল মিডিয়ায় বড়সড় বার্তা দিল ব্রাজিল ফুটবল ফেডারেশনভিনিসিয়াসদের দেশের ফুটবল সংস্থা নিজেদের সোশাল মিডিয়া হ্যান্ডেলগুলিতে একটি ছবি পোস্ট করেছে। সেখানে হিন্দিতে লেখা, "আমরা আসছি।" সেই সঙ্গে ক্যাপশন, "ভারত আমরা আসছি। এই প্রথমবার কোনও ব্রাজিল দল ভারতে খেলতে যাচ্ছে। কলকাতায় দেখা হচ্ছে।" আসলে ভারতে খেলতে আসার জন্য ব্রাজিল দলও যে বেশ উৎসাহিত সেটা বারবার বোঝা যাচ্ছে ব্রাজিল ফুটবল সংস্থার পোস্টেই। অতীতেও একাধিকবার ভারত সফর নিয়ে পোস্ট করেছে ব্রাজিল। ব্রাজিল সফর নিয়ে যে পরিকল্পনা হয়েছে, তাতে অস্ট্রেলিয়াতে ম্যাচ খেলে ৩০ সেপ্টেম্বর রাতে কলকাতায়া পা দেবেন ভিনিসিয়াস জুনিয়ররা। ১ এবং ২ অক্টোবর কলকাতায় প্র্যাকটিস করে ৩ অক্টোবর ভারতের বিরুদ্ধে যুবভারতীতে ম্যাচ খেলতে নামবে ব্রাজিল। কোন মাঠে প্র্যাকটিস করা হবে, সেটাই খতিয়ে দেখতে আগেই শহরে চলে আসছেন ব্রাজিলের টেকনিক্যাল টিম। প্র্যাকটিসের মাঠ কীভাবে প্রস্তুত করতে হবে, তা বিস্তারিতভাবে বুঝিয়ে যাবেন ফেডারেশন কর্তাদের। পাশাপাশি ভিনিসিয়াস জুনিয়রদের নিরাপত্তা নিয়ে কীভাবে যুবভারতী তৈরি থাকবে, তার পুরো পরিকল্পনা ফেডারেশন কর্তাদের বুঝিয়ে বলা হবে। ফিফা ফ্রেন্ডলি ম্যাচে নানাবিধ নিয়ম থাকে। সেখানে আবার ব্রাজিল আসছে। সেই ম্যাচ ঘিরে নানারকম প্রস্তুতি নিতে হবে। ব্রাজিল কর্তারা কলকাতার সব পাঁচতারা হোটেলের ব্যবস্থা ঘুরে দেখে তারপর সিদ্ধান্ত নেবেন, কোন হোটেলে উঠবে ব্রাজিল দল। চার্টার্ড বিমানে মোট ৯৬জন প্রতিনিধি ব্রাজিল দলের সঙ্গে কলকাতায় আসবেন। হোটেল আগে থেকেই বুকিং না করলে সমস্যা হতে পারে। কারণ, শুধুই ফুটবলারদের থাকার জন্য রুম নয়। ম্যাসাজ রুম, মিটিং রুম সহ নানারকম সুবিধে রাখতে হবে ব্রাজিল দলের জন্য।

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021-2023

মহারাজা বীর বিক্রমের অবদান কখনও ভোলার নয়: মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ১৯ আগস্ট: আধুনিক ত্রিপুরার রূপকার মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুরের অবদান কোনও দিনই ভোলার নয়। তাঁর দূরদর্শী চিন্তাভাবনা ও উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড ত্রিপুরার ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। মহারাজার ১১৮তম জন্মবার্ষিকীতে এই মন্তব্য করলেন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক ডা. মানিক সাহা।

বুধবার আগরতলার জিরো পয়েন্টে মহারাজা বীর বিক্রমের মূর্তিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধা জানান মুখ্যমন্ত্রী। পরে তিনি বলেন, মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক্যকে আধুনিক ত্রিপুরার স্থপতি বলা হয়। তাঁর জন্মবার্ষিকীতে রাজ্যের মানুষ তাঁকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, শিক্ষা, সড়ক নির্মাণ, নগর উন্নয়ন, প্রশাসনিক সংস্কারসহ ত্রিপুরার সামগ্রিক উন্নয়নে মহারাজার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত এবং বিদেশ সফরের অভিজ্ঞতা তাঁর চিন্তাভাবনাকে আরও প্রসারিত করেছিল। সেই অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে তিনি ত্রিপুরার উন্নয়নের জন্য একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন।

ডা. সাহা বলেন, ২০১৮ সালে বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে মানিক্য রাজপরিবারের শাসকদের পাশাপাশি ত্রিপুরার ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করা ব্যক্তিত্বদের যথাযথ সম্মান দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

জিরো পয়েন্টের প্রসঙ্গ তুলে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, একসময় কামান চৌমুহনীর কাছে ওই এলাকা অনেকটা দ্বীপের মতো ছিল এবং নির্দিষ্ট কোনও পরিচয় ছিল না। পরে ঐতিহাসিক জিরো মাইলস্টোন পুনরুদ্ধার ও উঁচু করে সেখানে মহারাজা বীর বিক্রমের মূর্তি স্থাপন করা হয়েছে।

আগরতলা শহরের উন্নয়নেও মহারাজার ভূমিকার কথা তুলে ধরেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, শহরের রাস্তা, বিভিন্ন ভবন এবং পুর প্রশাসনের বিকাশে মহারাজা বীর বিক্রম গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ নিয়েছিলেন। তাঁর শাসনকালেই আগরতলার প্রাচীন পুরসভাগুলোর অন্যতম প্রতিষ্ঠিত হয়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে মহারাজা বীর বিক্রমের বিশেষ সম্পর্কের কথাও স্মরণ করেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী, মহারাজার আমন্ত্রণে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একাধিকবার ত্রিপুরায় এসেছিলেন। রাজপরিবারের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। ত্রিপুরার সাংস্কৃতিক ও বৌদ্ধিক বিকাশেও মহারাজার অবদান স্মরণ করা জরুরি বলে জানান ডা. সাহা।

তরুণ প্রজন্মের কাছে মহারাজার ইতিহাস ও কর্মকাণ্ড তুলে ধরার ওপরও জোর দেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, আগামী প্রজন্মকে মহারাজা বীর বিক্রমের কাজ সম্পর্কে জানতে হবে। তাঁর চিন্তাভাবনা ও উন্নয়নের দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে পড়াশোনা করা দরকার। ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বদের অবদান মানুষের স্মৃতি থেকে হারিয়ে যেতে দেওয়া উচিত নয়।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির 'বিকাশও, বিরাসতও' ভাবনার কথা উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, উন্নয়নের পাশাপাশি ঐতিহ্য সংরক্ষণও জরুরি। ত্রিপুরার উন্নয়নে যাঁরা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন, তাঁদের স্মরণ করা এবং তাঁদের ঐতিহ্য সংরক্ষণ করা সরকারের দায়িত্ব।

মহারাজা বীর বিক্রমের অন্তর্ভুক্তিমূলক চিন্তাভাবনার কথাও তুলে ধরেন ডা. সাহা। তিনি বলেন, বিভিন্ন সম্প্রদায় ও জনজাতিকে সঙ্গে নিয়ে উন্নয়নের পথে এগিয়েছিলেন মহারাজা। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত ও বিদেশের অভিজ্ঞতা তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিকে আরও বিস্তৃত করেছিল।

আগের সরকারগুলির আমলে মহারাজাদের অবদান যথাযথভাবে স্বীকৃতি পায়নি বলেও অভিযোগ করেন মুখ্যমন্ত্রী। বর্তমান সরকার মানিক্য শাসকদের ঐতিহাসিক অবদান সাধারণ মানুষের সামনে তুলে ধরার উদ্যোগ নিয়েছে বলে জানান তিনি।

এদিন রবীন্দ্র ভবনে মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুরের জীবন, চিন্তাভাবনা ও অবদান নিয়ে একটি বিস্তারিত অনুষ্ঠানের আয়োজনের কথাও জানান মুখ্যমন্ত্রী।

মহারাজার ১১৮তম জন্মবার্ষিকীতে নিজের, রাজ্য সরকার এবং ত্রিপুরার জনগণের পক্ষ থেকে শ্রদ্ধা জানান ডা. মানিক সাহা। একই সঙ্গে রাজ্যের ইতিহাস ও ঐতিহ্য সংরক্ষণ এবং নতুন প্রজন্মের কাছে তা পৌঁছে দেওয়ার ওপর জোর দেন তিনি।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি ও বিধায়ক অভিষেক দেবরায়, আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার, বিজেপির রাজ্য সাধারণ সম্পাদক বিপিন দেববর্মা, কাউন্সিলর রত্না দত্তসহ অন্যান্যরা।

দুই শিশু ফেলে বাবা-মা নিখোঁজ

আগরতলা, ১৯ আগস্ট: বাবা-মা নিখোঁজ। ফলে উত্তর ত্রিপুরার পানিসাগর মহকুমার জুরি পার এডিসি ভিলেজের রায়চন্দ্রপাড়ার দুই নাবালিকা এখন অনিশ্চিত ভবিষ্যতের মুখে। ৯ বছরের হাসিনা রিয়াং এবং ৭ বছরের রত্না রিয়াং বর্তমানে তাঁদের কাকা নিরঞ্জয় রিয়াংয়ের আশ্রয়ে রয়েছে।

জানা গেছে, ওয়ার্ড নম্বর ৪-এর বাসিন্দা নিরঞ্জয় রিয়াং পেশায় দিনমজুর। নিজের সংসার চালাতেই যেখানে তাঁকে প্রতিদিন কঠিন লড়াই করতে হচ্ছে, সেখানে মানবিকতার খাতিরে তিনি দুই শিশুর দায়িত্ব নিয়েছেন। কিন্তু তাঁর সামান্য দৈনিক উপার্জনে দুই শিশুর খাবার, পড়াশোনা এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় খরচ বহন করা অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়েছে।

দুই শিশুর ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত করতে সম্প্রতি পানিসাগরের মহকুমা শাসকের কাছে লিখিত আবেদন জানিয়েছেন নিরঞ্জয়। প্রশাসনের কাছে তিনি শিশু দুটির পড়াশোনার জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা এবং আধার কার্ডসহ গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র তৈরির ব্যবস্থা করার আবেদন জানিয়েছেন।

শুধু তাই নয়, শিশু দুটির নিরাপদ বসবাসের জন্য উপযুক্ত সরকারি আবাসন প্রকল্পের আওতায় একটি ঘরের ব্যবস্থারও আবেদন করেছেন তিনি। তাঁর বক্তব্য, সরকারি সহযোগিতা ছাড়া একার পক্ষে দুই শিশুর সম্পূর্ণ দায়িত্ব বহন করা সম্ভব নয়।

বাবা-মা অনুপস্থিত থাকায় বর্তমানে দুই শিশুর জীবনযাপন এবং শিক্ষার ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। তাঁদের কাকার আর্থিক অসহায়তার বিষয়টিও পরিস্থিতিকে আরও কঠিন করে তুলেছে।

স্থানীয় বাসিন্দারাও প্রশাসনের কাছে দ্রুত বিষয়টি খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন। তাঁদের আবেদন, হাসিনা ও রত্নার পড়াশোনা যাতে বন্ধ না হয় এবং তারা যাতে নিরাপদ পরিবেশে বেড়ে উঠতে পারে, সেজন্য প্রশাসনের পক্ষ থেকে দ্রুত সব ধরনের সহায়তা প্রদান করা হোক।

এখন দুই শিশুর ভবিষ্যৎ রক্ষায় প্রশাসন কী পদক্ষেপ নেয়, সেদিকেই তাকিয়ে রয়েছে রায়চন্দ্রপাড়ার বাসিন্দারা।

রামচন্দ্রঘাটে মদবিরোধী অভিযান

আগরতলা, ১৯ আগস্ট: অবৈধ দেশীয় মদ তৈরির বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে বড়সড় সাফল্য পেল খোয়াই থানার পুলিশ। বুধবার খোয়াই থানার নতুন দায়িত্বপ্রাপ্ত ওসি প্রজিত মালাকারের নেতৃত্বে রামচন্দ্রঘাট এলাকায় অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ দেশীয় মদ তৈরির সামগ্রী ধ্বংস করা হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, এদিন রামচন্দ্রঘাট এলাকার দুটি বাড়িতে অভিযান চালানো হয়। অভিযানে প্রায় ২৫ থেকে ৩০ হাজার টাকা মূল্যের দেশীয় মদ তৈরির বিভিন্ন সামগ্রী ধ্বংস করা হয়েছে বলে জানান ওসি প্রজিত মালাকার।

☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

পেনশনারদের বিভিন্ন দাবিতে গণঅবস্থান, দ্রুত সমাধানের দাবি

আগরতলা, ১৯ আগস্ট: বিভিন্ন দাবি-দাওয়া নিয়ে ফোরাম অব সিভিল পেনশনারস অ্যাসোসিয়েশন, ত্রিপুরা স্টেট কমিটির উদ্যোগে গণঅবস্থান কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয় আগরতলার সার্কিট হাউস সংলগ্ন এলাকায়। কর্মসূচিতে সংগঠনের নেতৃবৃন্দ, সদস্য এবং অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারীরা অংশগ্রহণ করেন।

দীর্ঘদিন ধরে পেনশনারদের বিভিন্ন সমস্যা ও দাবি-দাওয়া নিয়ে সংগঠনের পক্ষ থেকে যে বিষয়গুলি তুলে ধরা হচ্ছে, এদিনের কর্মসূচিতেও সেগুলির দ্রুত সমাধানের দাবি জানানো হয়। বক্তারা বলেন, সরকারি চাকরি থেকে অবসর নেওয়ার পরও পেনশনারদের বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। পেনশন সংক্রান্ত বিষয়, বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা এবং অন্যান্য ন্যায্য দাবিগুলি দ্রুত কার্যকর করার জন্য সরকারের কাছে আবেদন জানান তাঁরা।

এদিনের কর্মসূচিতে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সংগঠনের নেতৃবৃন্দ পেনশনারদের ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানান। ন্যায্য অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার কথাও বলেন তাঁরা। পাশাপাশি, পেনশনারদের স্বার্থে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে আরও ইতিবাচক ভূমিকা গ্রহণের আহ্বান জানানো হয়।

সংগঠনের নেতৃত্বের পক্ষ থেকে জানানো হয়, পেনশনারদের দীর্ঘদিনের দাবিগুলি নিয়ে ইতিমধ্যেই বিভিন্ন পর্যায়ে আলোচনা হয়েছে। দাবিগুলি দ্রুত বাস্তবায়নের জন্য সরকারের কাছে ফের আবেদন জানানো হয়েছে। দাবিগুলি পূরণ না হলে আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলন কর্মসূচি গ্রহণ করা হতে পারে বলেও হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়।

শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত এদিনের গণঅবস্থান কর্মসূচিতে পেনশনারদের ব্যাপক উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। কর্মসূচির মাধ্যমে সরকার ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দ্রুত হস্তক্ষেপ এবং তাঁদের ন্যায্য দাবিগুলি পূরণের দাবি জানানো হয়।

চুরাইবাড়ি বিদ্যালয়ে সংঘর্ষের ঘটনায় সিপিএমের ডেপুটেশন

চুরাইবাড়ি, ১৯ আগস্ট: স্বাধীনতা দিবসে চুরাইবাড়ি দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়ে ঘটে যাওয়া সংঘর্ষের ঘটনাকে কেন্দ্র করে দুই দফা দাবিতে চুরাইবাড়ি থানায় ডেপুটেশন দিল সিপিআইএমের চুরাইবাড়ি অঞ্চল কমিটি। বুধবার দুপুরে থানার দারোগা অর্জুন দেববর্মার হাতে দাবিপত্র তুলে দেন দলীয় নেতৃবৃন্দ।

উল্লেখ্য, গত ১৫ আগস্ট স্বাধীনতা দিবসের দিন চুরাইবাড়ি দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়ে দুই পক্ষের ছাত্রদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। অভিযোগ, কদমতলা দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়ের এবিভিপি-র কয়েকজন ছাত্র চুরাইবাড়ি বিদ্যালয়ে এসে সেখানকার এবিভিপি সদস্যদের সঙ্গে বচসায় জড়িয়ে পড়েন। পরবর্তীতে পরিস্থিতি হাতাহাতি ও সংঘর্ষের আকার নেয়। ঘটনায় কয়েকজন আহত হন বলে জানা গেছে। পরে বিষয়টি থানায় গড়ায়।

এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে বেশ কয়েকজন অভিভাবককে পুলিশি ও আইনি জটিলতার মুখে পড়তে হচ্ছে বলে অভিযোগ সিপিআইএমের। এরই প্রতিবাদে বুধবার থানায় ডেপুটেশন দেওয়া হয়।

ডেপুটেশনে মূলত দুইটি দাবি তুলে ধরা হয়। প্রথমত, অভিভাবকদের উপর অযথা পুলিশি হয়রানি ও রাজনৈতিক চক্রান্ত বন্ধ করতে হবে। দ্বিতীয়ত, ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে তৈরি হওয়া ভয়-ভীতি দূর করে তাঁদের স্বাভাবিকভাবে পঠন-পাঠনে মনোযোগী করে তুলতে হবে এবং বিদ্যালয়ে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে।

ডেপুটেশনকারীদের সঙ্গে কথা বলে প্রশাসনের পক্ষ থেকে ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত এবং বিদ্যালয় ও সংশ্লিষ্ট এলাকায় শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখার বিষয়ে আশ্বস্ত করা হয়। এদিনের ডেপুটেশনে নেতৃত্ব দেন এলাকার বিধায়ক ইসলাম উদ্দিন এবং এলসি কমিটির সম্পাদক হামিদ উদ্দিন সহ সিপিআইএমের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

মহারাজা বীর বিক্রমের ১১৮তম জন্মজয়ন্তী পালন, বড়দোয়ালীতে অনুষ্ঠানে মন্ত্রী অনিমেষ দেববর্মা

আগরতলা, ১৯ আগস্ট: আধুনিক ত্রিপুরার রূপকার মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুরের ১১৮তম জন্মজয়ন্তী বুধবার যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করা হয় বড়দোয়ালীস্থিত মুদ্রণ ও লিখন সামগ্রী বিভাগে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও বন দপ্তরের মন্ত্রী অনিমেষ দেববর্মা সহ দপ্তরের অন্যান্য আধিকারিকরা।

এ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন মন্ত্রী অনিমেষ দেববর্মা। মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুরের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণের মধ্য দিয়ে শুরু হয় জন্মজয়ন্তী উদযাপন।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মন্ত্রী অনিমেষ দেববর্মা মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুরের জীবনাদর্শ, দূরদর্শিতা এবং আধুনিক ত্রিপুরা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ অবদানের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। মন্ত্রী বলেন, মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুরের দূরদর্শী চিন্তাভাবনার ফলেই রাজধানী আগরতলা শহর পরিকল্পিতভাবে গড়ে উঠেছিল। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শিল্প ও সংস্কৃতি সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। তাঁর আধুনিক চিন্তাভাবনা ও উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের কারণেই তাঁকে যথার্থ অর্থে 'আধুনিক ত্রিপুরার রূপকার' হিসেবে অভিহিত করা হয়। মহারাজার দেখানো পথ ও তাঁর উন্নয়ন ভাবনাকে সামনে রেখে বর্তমান প্রজন্মকে ত্রিপুরার সামগ্রিক উন্নয়নে এগিয়ে আসার আহ্বানও জানানো হয় অনুষ্ঠানে।

মহারাজা ইস্যুতে বিরোধীদের নিশানা, 'দিমাগি নকশাল' বলে আক্রমণ অরিন্দম দেবের

কৈলাসহর, ১৯ আগস্ট: মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুরের জন্মদিন উপলক্ষে ঊনকোটি জেলায় একদিনের প্রবাস কর্মসূচিতে এসে রাজনৈতিক বিরোধীদের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানালেন বিজেপি রাজ্য যুব মোর্চার সভাপতি অরিন্দম দেব। বিজেপি সরকার রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে মহারাজা বীর বিক্রমের অবদানকে খাটো করার চেষ্টা হয়েছে বলে অভিযোগ তুলে বিরোধীদের 'দিমাগি নকশাল' বলে কটাক্ষ করেন তিনি। পাশাপাশি, এর বিরুদ্ধে আগামী দিনে যুব মোর্চা সংগঠিতভাবে জবাব দেবে বলেও হুঁশিয়ারি দেন অরিন্দম।

এদিন কৈলাসহরে সাংগঠনিক কর্মসূচিতে অংশ নেওয়ার পাশাপাশি মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুরের অবদান নিয়ে আলোচনা করেন বিজেপি যুব মোর্চার রাজ্য সভাপতি। তাঁর দাবি, বিজেপি সরকার রাজ্যে ক্ষমতায় আসার আগে মহারাজাকে তাঁর প্রাপ্য মর্যাদা দেওয়া হয়নি। মহারাজার ঐতিহাসিক অবদানকে যথাযথভাবে তুলে ধরার ক্ষেত্রে বর্তমান সরকার গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ

☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

অটো চুরি গ্রেপ্তার এক

আগরতলা, ১৯ আগস্ট: আমতলী থানা এলাকায় ব্যাটারিচালিত অটো চুরির অভিযোগে এক যুবককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ধৃতের নাম পিছন মিয়া। পুলিশের দাবি, তাঁর বিরুদ্ধে একাধিক চুরির অভিযোগ রয়েছে এবং বিভিন্ন চুরির ঘটনায় তাঁর জড়িত থাকার তথ্য মিলেছে।

সম্প্রতি আমতলী থানা এলাকা থেকে একটি ব্যাটারিচালিত অটো চুরি হয়। গাড়ির মালিক বিভিন্ন জায়গায় খোঁজাখুঁজি করেও গাড়িটির সন্ধান না পেয়ে আমতলী থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করে পুলিশ।

তদন্তে নেমে পুলিশ আমতলী বাইপাস এলাকা থেকে পিছন মিয়াকে আটক করে বলে জানিয়েছেন থানার ওসি। তাঁর কাছ থেকে চুরি যাওয়া টিআর - ০১ - এল -২৩৮৯ নম্বরের ব্যাটারিচালিত অটো এবং দুটি ব্যাটারি উদ্ধার করা হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে।

পুলিশের দাবি, ধৃত যুবকের বিরুদ্ধে আগেও একাধিক চুরির অভিযোগ রয়েছে। বিভিন্ন চুরির ঘটনায় তাঁর ভূমিকা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তদন্তের স্বার্থে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য পুলিশ রিমান্ডে নেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হবে বলেও জানিয়েছে পুলিশ।

তদন্তকারীদের প্রাথমিক অনুমান, ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ করলে চুরি চক্রের সঙ্গে যুক্ত আরও কয়েকজনের নাম সামনে আসতে পারে। সেই সূত্র ধরে অন্যান্য অভিযুক্তদেরও গ্রেফতার করার চেষ্টা চালানো হবে বলে পুলিশ জানিয়েছে। ঘটনায় আমতলী থানা এলাকায় চুরি ও অন্যান্য অপরাধমূলক কার্যকলাপ নিয়ে নতুন করে চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে। উদ্ধার হওয়া অটো ও ব্যাটারি নিয়ে তদন্ত অব্যাহত রেখেছে পুলিশ।

উদয়পুরে মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মাণিক্য বাহাদুরের ১১৮ তম জন্মবার্ষিকী উদযাপন

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১৯ আগস্ট: মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মাণিক্য বাহাদুরের ১১৮ তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে আজ গোমতী জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি কার্যালয়ের কনফারেন্স হলে এক শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। গোমতী জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি কার্যালয়ের উদ্যোগে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন উদয়পুর পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন শীতল চন্দ্র মজুমদার। তাছাড়া অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন গোমতী জেলা সাংস্কৃতিক উপদেষ্টা কমিটির সদস্য পার্থসারথী দাস, সাংস্কৃতিক উপদেষ্টা কমিটির সদস্য নন্দদুলাল দেবনাথ এবং তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের বরিষ্ঠ তথ্য আধিকারিক বিশ্বজিৎ বণিক সহ অন্যান্যগণ।

অনুষ্ঠানে উদয়পুর পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন শীতল চন্দ্র মজুমদার মহারাজা বীর

☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

জিবিতে চিকিৎসকের মোবাইল ও ল্যাপটপ চুরি

আগরতলা, ১৯ আগস্ট: জিবি হাসপাতালের এজিএমসি অফিসের একটি কক্ষ থেকে চিকিৎসকের মোবাইল ফোন ও ল্যাপটপ চুরির ঘটনায় এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে এনসিসি থানার পুলিশ। পাশাপাশি, চুরি যাওয়া মোবাইল ফোন ও ল্যাপটপও উদ্ধার করা হয়েছে।

পুলিশ জানিয়েছেন, গত ১৭ আগস্ট জিবি হাসপাতালের এজিএমসি অফিসের একটি রুম থেকে চিকিৎসকের মোবাইল ফোন ও ল্যাপটপ চুরি যাওয়ার এনসিসি থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। পরে এ ঘটনায় তদন্তে নামে পুলিশ। তদন্তে নেমে পুলিশ কুঞ্জবন এলাকা থেকে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে। ধৃত ব্যক্তির কাছ থেকে চুরি যাওয়া মোবাইল ফোন ও ল্যাপটপ উদ্ধার করা হয়েছে বলে দাবি পুলিশের।

এনসিসি থানার ওসি পরিতোষ দাস জানান, ধৃত ব্যক্তিকে বুধবার আদালতে তোলা হবে। ঘটনার সঙ্গে আরও কেউ জড়িত রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

ট্রিপারে ধাক্কায় আহত ছাত্র

আগরতলা, ১৯ আগস্ট: স্কুল থেকে বন্ধুর সঙ্গে বাড়ি ফেরার পথে ট্রিপারের ধাক্কায় গুরুতর আহত হয়েছে ষষ্ঠ শ্রেণির এক ছাত্র। বর্তমানে আশঙ্কাজনক অবস্থায় জিবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে বিশ্রামগঞ্জের কেশবন এইচএস স্কুলের ছাত্র নয়ন দেবনাথ। দুর্ঘটনার পর তিন দিন ধরে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন সে। এদিকে দুর্ঘটনায় জড়িত ট্রিপার গাড়িটিকে এখনও চিহ্নিত বা আটক করতে পারেনি পুলিশ বলে অভিযোগ পরিবারের।

জানা গেছে, গত ১৭ আগস্ট স্কুল ছুটির পর বন্ধুদের সঙ্গে বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হয় নয়ন। বিশ্রামগঞ্জ থানার অন্তর্গত ছেছুড়িমাই শিব মন্দিরের সামনে জাতীয় সড়ক ধরে যাওয়ার সময় একটি দ্রুতগামী ট্রিপার তাকে ধাক্কা মেরে পালিয়ে যায়। ধাক্কায় রাস্তায় ছিটকে পড়ে গুরুতর আহত হয় নয়ন।

ঘটনার পর স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যান। পরে তার শারীরিক

☞ ৫ এর পাতায় দেখুন

ক্ষতিগ্রস্ত রাবার চাষীদের আর্থিক সাহায্যের দাবিতে মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি আশিষের

আগরতলা, ১৯ আগস্ট: রাজ্যের ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক রাবার চাষিদের স্বার্থে রাবার বাগানে দেখা দেওয়া পাতা ঝরা রোগের প্রতিকার এবং ক্ষতিগ্রস্ত চাষিদের আর্থিক সহায়তার দাবিতে মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দিলেন ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি আশিস কুমার সাহা। বুধবার মুখ্যমন্ত্রীর কাছে পাঠানো চিঠিতে বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের দাবি জানানো হয়েছে।

চিঠিতে আশিস কুমার সাহা উল্লেখ করেন, গত কয়েক বছর ধরে রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় ক্ষুদ্র রাবার চাষিরা পাতা ঝরা রোগের সমস্যায় পড়ছেন। তাঁর দাবি, বর্তমানে রাজ্যের ন্যূনতম পাঁচ থেকে ছয় হাজার ক্ষুদ্র রাবার চাষির আনুমানিক পাঁচ হাজার হেক্টর জমির রাবার বাগান এই রোগে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছে। দ্রুত রোগের প্রতিকার করা না গেলে আগামী দিনে আরও বহু প্রান্তিক রাবার চাষি বড় ধরনের আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়তে পারেন বলেও আশঙ্কা প্রকাশ করেন তিনি। রাবার বাগানে রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলে বর্তমান ক্ষয়ক্ষতি অনেকটাই এড়ানো সম্ভব হতো বলে চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে। রোগ নিয়ন্ত্রণে জরুরি ভিত্তিতে প্রশিক্ষিত কর্মীদের মাধ্যমে যথাযথ পর্যবেক্ষণ, প্রয়োজনীয় ওষুধের ব্যবহার এবং বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ অনুযায়ী চিকিৎসা ও প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানানো হয়েছে।

একইসঙ্গে রাবার বোর্ড এবং রাজ্য সরকারকে যৌথভাবে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি। প্রশাসনিক জটিলতা দ্রুত সরিয়ে মাঠ পর্যায়ে কার্যকর উদ্যোগ নেওয়ার কথাও বলা হয়েছে চিঠিতে।

আশিস কুমার সাহা আরও উল্লেখ করেন, রাবার চাষিদের বাঁচিয়ে রাখার পাশাপাশি রাবার চাষ সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে আধুনিক ও বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি অনুসরণ করা প্রয়োজন। এ ধরনের উদ্যোগ নেওয়া হলে শুধু রাবার চাষিরাই উপকৃত হবেন না, রাজ্যের গ্রামীণ অর্থনীতির অগ্রগতিতেও তা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে তিনি মনে করেন। চিঠিতে আরও বলা হয়, কিছুদিন আগে রাজ্যে ঘটে যাওয়া প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণে পাঁচ হাজারেরও বেশি রাবার চাষি ক্ষতিগ্রস্ত হলেও তাঁদের অনেকেই এখনও যথাযথ ক্ষতিপূরণ পাননি। বর্তমানে রাবার গাছে রোগের সংক্রমণের ফলে যেসব প্রান্তিক রাবার চাষি ক্ষতির মুখে পড়েছেন, তাঁদেরও অবিলম্বে প্রয়োজনীয় আর্থিক সহায়তা প্রদানের দাবি জানানো হয়েছে। ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক রাবার চাষিদের স্বার্থে রোগ প্রতিরোধ, ক্ষতিগ্রস্ত বাগানের পুনরুদ্ধার এবং চাষিদের আর্থিক সহায়তার জন্য সরকার ও রাবার বোর্ডকে দ্রুত সমন্বিত পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছেন আশিস কুমার সাহা।

গভীর রাতে কৈলাসহরে সিলিন্ডার ফেঁটে পুড়ে ছাই বসতঘর

কৈলাশহর, ১৯ আগস্ট: কৈলাশহরের গৌরনগর আর.ডি. ব্লকের অন্তর্গত ধলিয়ারকান্দি গ্রাম পঞ্চায়েতের ৫ নম্বর ওয়ার্ডে বুধবার রাতে বিধান চৌধুরীর বাড়িতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। রাত আনুমানিক সাড়ে ৯টা নাগাদ বিধান চৌধুরীর মেয়ে নমিতা চৌধুরীর বাড়িতে গ্যাস সিলিন্ডার লিক হওয়ার জেরে আগুনের সূত্রপাত বলে প্রাথমিকভাবে জানা গেছে।

হঠাৎ বাড়িতে আগুন জ্বলতে দেখে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন পরিবারের সদস্যরা। মুহূর্তের মধ্যেই আগুনের লেলিহান শিখা ছড়িয়ে পড়লে আশপাশের এলাকাতেও আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় দমকল বাহিনী। দমকল কর্মীদের তৎপরতায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়।

স্থানীয় বাসিন্দাদের তৎপরতাতেও আগুন নিয়ন্ত্রণের কাজে সহযোগিতা করা হয় বলে জানা গেছে। তবে অগ্নিকাণ্ডে বাড়ির কী পরিমাণ ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, তা এখনও বিস্তারিতভাবে জানা যায়নি। আগুন লাগার ঘটনায় কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি বলেও প্রাথমিকভাবে জানা গেছে। এলাকাবাসীদের বক্তব্য, রাতে আচমকা বাড়িতে আগুন লাগায় আশপাশের মানুষের মধ্যে ব্যাপক আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। দ্রুত দমকল বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছানোয় বড় ধরনের বিপদ এড়ানো সম্ভব হয়েছে। তবে গ্যাস সিলিন্ডার লিক থেকেই আগুনের সূত্রপাত হয়েছে কি না, তা দমকল ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের তদন্তের পরই নিশ্চিত হওয়া যাবে। অগ্নিকাণ্ডে প্রকৃত ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণও তদন্তের পর জানা যাবে।

বন্দির চিকিৎসা রাজ্যেই হবে ঃ কমিশন

আগরতলা, ১৯ আগস্ট: কারাবন্দি সাজাপ্রাপ্ত বন্দি সারথি সরকারকে কলকাতার এসএসকেএম হাসপাতালে স্থানান্তর না করার বিষয়টি নিয়ে চলা প্রক্রিয়া বন্ধ করে দিল ত্রিপুরা মানবাধিকার কমিশন। আগরতলার এজিএমসি ও জিবিপি হাসপাতালে তাঁর চিকিৎসা সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে এবং বর্তমানে তিনি অনেকটাই সুস্থ হয়ে উঠেছেন বলে কমিশনের সামনে রিপোর্ট পেশ করা হয়েছে।

গত ৮ জুলাইয়ের আদেশে মানবাধিকার কমিশন সারথি সরকারকে এসএসকেএম হাসপাতাল অথবা একই ধরনের চিকিৎসা সুবিধাসম্পন্ন অন্য কোনও হাসপাতালে স্থানান্তরের সুপারিশ করেছিল। পাশাপাশি চিকিৎসায় গাফিলতি ও বিলম্বের অভিযোগে তাঁকে ১.৫০ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য কারা কর্তৃপক্ষকে ৩০ দিনের সময়সীমা দেওয়া হয়েছিল।

কমিশনের সামনে হাজির হয়ে আইজি (প্রিজন) উপেন্দ্র জমাতিয়া জানান, পরবর্তীকালে এজিএমসি ও জিবিপি হাসপাতালে দুই হাঁটুর এসিএল-এর চিকিৎসার প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো ও সুবিধা তৈরি হওয়ায় সারথি সরকারকে কলকাতায় স্থানান্তর করা হয়নি। গত ২০ জুন তাঁর এসিএস অস্ত্রোপচার হয় এবং ২৫ জুন তাঁকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়। এরপর তিনি অর্থোপেডিক ওপিডিতে ফলোআপ চিকিৎসার জন্য যান এবং সেলাই কাটানো হয়। ২৭ জুলাইও তাঁকে পরীক্ষা করা হয়। রিপোর্ট অনুযায়ী, তিনি প্রায় সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠেছেন, স্বাভাবিকভাবে হাঁটাচলা করতে পারছেন এবং তাঁর হাঁটুতে সামান্য ব্যথা রয়েছে।

মানবাধিকার কমিশন পর্যবেক্ষণে জানায়, মূল সুপারিশ জারির সময় এজিএমসি ও জিবিপি হাসপাতালে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সুবিধা ছিল না। পরবর্তীকালে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম ও চিকিৎসা ব্যবস্থা তৈরি করে এবং সেখানেই সারথি সরকারের সফল চিকিৎসা হয়। তবে চিকিৎসার ব্যবস্থা করার আগে কারা কর্তৃপক্ষ কমিশনকে বিষয়টি জানায়নি, যা একটি প্রক্রিয়াগত ত্রুটি বলে উল্লেখ করেছে কমিশন।

বর্তমানে সারথি সরকারের শারীরিক অবস্থা নিয়ে কোনও অভিযোগ না থাকায় এবং তাঁর চিকিৎসা ইতিমধ্যেই সম্পন্ন হওয়ায়, মানবাধিকার সুরক্ষা আইন, ১৯৯৩-এর ১৮(সি) ধারার অধীনে এই প্রক্রিয়াগত ত্রুটি নিয়ে আর কোনও পদক্ষেপ না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কমিশন।

তবে ১.৫০ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণের অর্থ এখনও পরিশোধ করা হয়নি। আইজি (প্রিজন) জানান, স্বরাষ্ট্র দফতরের সঙ্গে আলোচনা করে দ্রুত ক্ষতিপূরণের অর্থ প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। এ বিষয়ে আপাতত কোনও বিরূপ নির্দেশ জারি করেনি কমিশন। তবে ক্ষতিপূরণের অর্থ প্রদান করা হয়েছে কি না, তার ওপর একটি কমপ্লায়েন্স রিপোর্ট জমা দেওয়ার জন্য এক মাস পর মামলাটি ফের তালিকাভুক্ত করার নির্দেশ দিয়েছে মানবাধিকার কমিশন।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas